সোদর-সদৃশ

শ্রীযুক্ত বাবু গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভ্রাতৃবরেষু।

ভ্রাতঃ!

আপনার করে আমার এই যত্ন-সঞ্চিত ক্ষুদ্র প্রণয়োপহার সাদরে অর্পণ করিলাম।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

সেকন্দরসা (Alexander)	... গ্রীশদেশীয় সম্রাট।
পুরু (Porus) তক্ষশীল (Texilus)	... পাঞ্জাবদেশীয় দুই নরপতি।
এফেষ্টিয়ন (Hephæstion)	... সেকন্দরসার সেনাপতি।

সেকন্দরসার প্রহরী ও সৈন্যগণ।

পুরুর প্রহরী ও সৈন্যগণ।

তক্ষশীলের রক্ষকগণ।

একজন গুপ্তচর।

চারিজন ক্ষুদ্র রাজকুমার।

ঐলবিলা	... কল্লুপর্ব্বতের রাণী।
অম্বালিকা	... তক্ষশীলের ভগিনী।
সুহাসিনী সুশোভনা	... ... ঐলবিলার সখীদ্বয়।

একজন উদাসিনী গায়িকা।

পুরু-বিক্রম নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কুল্লু পর্ব্বত প্রদেশ।

রাণী ঐলবিলার প্রাসাদের সম্মুখীন উদ্যান।

চতুষ্পার্শ্বে পর্ব্বত দৃশ্য।

সুশোভনা। রাজকুমারি! এই যে সে দিন আপনি সেখানে গেলেন, আবার এর মধ্যেই যাবেন?

ঐলবিলা। সে দিন গিয়ে আমি পঞ্জাব প্রদেশস্থ সমস্ত রাজকুমারগণকে যবনদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দিয়ে এসেছি। তাঁরা সকলেই বিতস্তা নদীর কূলে শিবির সন্নিবেশিত করে, একত্র সম্মিলিত হবেন, আমার নিকট

অঙ্গীকার করেছেন। আমিও আজ সসৈন্য সেখানে গিয়ে তাঁদের সহিত মিলিত হব। সখি! যতদিন না যবনেরা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি হতে একেবারে দূরীভূত হচ্চে, ততদিন আমার আর আরাম নেই, বিশ্রাম নেই।

সুহাসিনী। রাজকুমারি! আমাদের দেশীয় রাজাদের মধ্যে কি কিছুমাত্র ঐক্য আছে, যে আপনি তাঁদের একত্র সম্মিলিত করবার জন্য চেষ্টা কচ্চেন? তবে যদি আপনার কথায় তাঁরা সকলে একত্রিত হন, তা বল্‌তে পারিনে। কেন না তাঁরা নাকি সকলেই আপনার প্রেমাকাঙ্ক্ষী;—বোধ হয়, আপনার কথা কেহই অবহেলা কর্‌তে পারবেন না।

ঐলবিলা। আমি তাঁদের নিকট এই প্রতিজ্ঞা করেছি যে, যে রাজকুমার যবনদিগের সহিত যুদ্ধে সর্ব্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ কর্‌বেন, আমি তাঁরই পাণি গ্রহণ করব।

সুশোভনা। এরূপ প্রতিজ্ঞা করা আপনার কিন্তু ভাল হয়নি। আমি জানি আপনি পুরুরাজকে আন্তরিক ভাল বাসেন, পুরুরাজও আপনাকে ভাল বাসেন; কিন্তু যদি কোন রাজকুমার যুদ্ধে পুরুরাজ অপেক্ষা অধিক বীরত্ব প্রকাশ করেন, তা হলে কি হবে? তা হলে

আপনি তাঁকে ভাল বাসুন বা না বাসুন, তাঁর পাণি-গ্রহণ ত আপনার কত্তেই হবে।

ঐলবিলা। আমি এ বেশ জানি যে, কোন রাজ-কুমার পুরুরাজকে বীরত্বে অতিক্রম কত্তে পারবেন না। তাঁর মত বীরপুরুষ ভারত-ভূমিতে আর দ্বিতীয় নাই। আমি যেরূপ প্রতিজ্ঞা করেছি, তাতে আমার আন্তরিক প্রেমের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হবে না, অথচ এতে সমস্ত রাজকুমারগণ উৎসাহিত হয়ে, মাতৃভূমি রক্ষার জন্য একত্রিত হবেন। সকল রাজকুমার একত্রিত না হলেও আবার আলেক্‌জ্যাণ্ডারের অসংখ্য সেনার উপর জয় লাভের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

সুশোভনা। (সুহাসিনীর প্রতি) যদি এরূপ হয় ভাই তা হলে আমাদের রাজকুমারীর প্রতিজ্ঞাতে কোন দোষ হচ্চে না।

সুহাসিনী। (হাস্য করত) ও ভাই বুঝেছি, আমা-দের রাজকুমারী এক বাণে দুই পাখি মার্‌তে চান। আপনার আন্তরিক প্রেমের ব্যাঘাত হবে না, অথচ দেশকে উদ্ধার কত্তে হবে।

ঐলবিলা। আজ ভাই আমার হাসি খুসি ভাল

লাগ্‌চে না, তোমাদের সব ছেড়ে যেতে হচ্চে। না জানি, আবার কবে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।

সুহাসিনী। ও কথা আপনি মুখে বলচেন। পুরু রাজকে পেলে আপনার কি তখন আমাদের মনে থাকবে?

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। মহারাণীর জয় হউক! এক জন গায়িকা দ্বারে দণ্ডায়মান আছে, সে আপনার সহিত সাক্ষাৎ কত্তে ইচ্ছা করে।

ঐলবিলা। আমার আর অধিক সময় নাই। আচ্ছা তাকে একবার আস্‌তে বল।

গায়িকার প্রবেশ।

গায়িকা। রাজকুমারি! আমি শুনেছি, স্বদেশের প্রতি আপনার অত্যন্ত অনুরাগ। আমাদের দেশের এক জন প্রসিদ্ধ কবি ভারত-ভূমির জয় কীর্ত্তন করে যে একটী নূতন গান রচনা করেছেন, সেই গানটী আপনাকে শোনাতে ইচ্ছা করি। শুন্‌ছি, আপনি নাকি এখনি যবনদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা কর্‌বেন। মাতৃ-ভূমির জয়-কীর্ত্তন শ্রবণ করে যদি আপনি যাত্রা করেন, তা হলে আপনার যাত্রা শুভ হবে। যাতে যবনগণের

উপর জয়লাভ হয়, এই আমার একমাত্র ইচ্ছা, আমি অন্য কোন পুরস্কার লাভের ইচ্ছা করি না।

ঐলবিলা। (স্বগত) আমি একে একজন সামান্য ভিখারিণী বলে মনে করেছিলেম; কিন্তু এর কি উচ্চভাব! স্বদেশের প্রতি এর কি নিঃস্বার্থ অনুরাগ! (প্রকাশ্যে) গাও দেখি; তোমার গানটী শুন্‌তে আমার বড়ই ইচ্ছা হচ্চে।

গায়িকা। (উৎসাহের সহিত।—)

রাগিণী খাম্বাজ,—তাল আড়াঠেকা।

মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মন প্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারত-ভুমির তুল্য আছে কোন্‌ স্থান,
কোন্‌ অদ্রি হিমাদ্রি সমান?
ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী,
শতখনি, রত্নের নিদান।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়,

রূপবতী সাধ্বীসতী, ভারত-ললনা,
কোথা দিবে তাদের তুলনা?

শর্ম্মিষ্ঠা সাবিত্রী সীতা, দময়ন্তী পতিরতা,
অতুলনা ভারত-ললনা,
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

ভীষ্ম দ্রোণ ভীমার্জ্জুন নাহি কি স্মরণ?
আর যত মহাবীরগণ?
ভারতের ছিল সেতু, রিপুদল ধূমকেতু,
আর্ত্ত বন্ধু দুষ্টের দমন।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

কেন ডর ভীরু, কর সাহস আশ্রয়,
"যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ"
ছিন্ন ভিন্ন হীন বল, ঐক্যেতে পাইবে বল,
মায়ের মুখ উজ্জ্বল করিতে কি ভয়।
হোক ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়,
গাও ভারতের জয়।
কি ভয় কি ভয়, গাও ভারতের জয়।

ঐলবিলা। তোমার এ গান শুন্‌লে, কোন্ হৃদ
না দেশানুরাগ প্রজ্বলিত হয়? কে না দেশের জ

অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে? ধন্য সেই কবি, যিনি এ গানটী রচনা করেছেন। তুমি কি সকল জায়গায় এই রকম গান গেয়ে গেয়েই বেড়াও? তোমার কি বাপ মা আছে? তোমার তো বয়স খুব অল্প দেখ্‌ছি, তোমার কি বিবাহ হয়নি? তুমি এত অল্প বয়সে উদাসিনীর বেশ কেন ধারণ করেছ বল দেখি?

গায়িকা। রাজকুমারি! আমার বাপ মা কেহই নাই, আমার শুদ্ধ পাঁচ ভাই আছেন, তাঁরা আপনার সৈন্যদলের মধ্যে নিবিষ্ট আছেন। আমার বিবাহ হয়নি এবং আমি বিবাহ করবও না। প্রেম?—প্রেম মানুষের মধ্যে নেই। প্রেম?—প্রেম পৃথিবীতে নেই।

ঐলবিলা। সে কি? প্রেমের উপর তোমার যে এত বিরাগ?

গায়িকা। রাজকুমারি! আমি একজনকে প্রাণের সহিত ভাল বাস্‌তেম, কিন্তু সে নির্দ্দয় হয়ে আমাকে পরিত্যাগ করেছে। সেই অবধি আমি এই প্রতিজ্ঞা করেছি, মানুষকে আর আমি ভাল বাস্‌বো না। সেই অবধি আমি স্বদেশকে পতিত্বে বরণ করেছি; আমি দেশকে প্রাণের চেয়ে ভাল বাসি। আমি দেশের জন্য

অনায়াসে প্রাণ দিতে পারি। আমার আর কোন ব
নাই, আমি এই গানটী সকল জায়গায় গেয়ে গেয়ে বেড়া
এই আমার একমাত্র ব্রত হয়েছে। আমার যে পাঁচ ভ
আপনার সৈন্যদলের মধ্যে নিবিষ্ট আছেন, তাঁ
প্রত্যেককেই এই গানটী আমি শিখিয়ে দিয়েছি ও তাঁ
আমি বলে দিয়েছি, যে এই গানটী গেয়ে যেন তাঁরা সৈ
সৈন্যগণের মধ্যে দেশানুরাগ প্রজ্বলিত করে দেন।

ঐলবিলা। আমরা যে স্ত্রীলোক, আমাদেরই মন য
এই গানে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে, তখন যে বীরপুরু
গণের মন উত্তেজিত হবে, তার আর কোন সন্দেহ না
যাও, তুমি ভারতবর্ষের প্রদেশে প্রদেশে, নগরে নগ
গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে, গিয়ে এই গান
গাওগে। যতদিন না হিমালয় হতে কন্যাকুমারি পর্য
সমস্ত ভারতভূমি এক উৎসাহানলে প্রজ্বলিত হ
ততদিন তোমার কার্য্য শেষ হল, এরূপ মনে ক'র ন
ভগবান্ করুন, যেন তোমার এই মহৎ সংকল্প
সুসিদ্ধ হয়।

গায়িকা। রাজকুমারি! এই কার্য্যে আমি প্র
সমর্পণ করেছি, ভগবান্ অবশ্যই আমার সংকল্প সি

করবেন। সেই শুভদিনের অভ্যুদয় আমি আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা কচ্চি।

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। মহারাণীর জয় হউক। আপনার শ্বেত হস্তী প্রস্তুত, সৈন্যগণ সকলেই সজ্জিত হয়েছে।

ঐলবিলা। (রক্ষকের প্রতি) আচ্ছা তোমরা সকলে প্রস্তুত থাক, আমি যাচ্চি।

(রক্ষকের প্রস্থান।)

গায়িকা। রাজকুমারি! আমি তবে বিদায় হলেম, হয়তো যুদ্ধক্ষেত্রে দেখা হবে।

(গায়িকার প্রস্থান।)

ঐলবিলা। (সখিগণের প্রতি) আবার ভাই তোমাদের সঙ্গে কবে দেখা হবে বল্‌তে পারিনে। যদি বেঁচে থাকি তো আবার দেখা হবে।

সুশোভনা। (ক্রন্দন করিতে করিতে) রাজকুমারি! ও অলক্ষণে কথা মুখে আন্‌বেন না। এখন বলুন দেখি, আমরা কোন্ প্রাণে আপনাকে বিদায় দি। আপনি গেলে সব অন্ধকার হয়ে যাবে।

সুহাসিনী। আপনি কেন যাচ্চেন? আপনার এত

সৈন্য আছে, সেনাপতি আছে, তাদের আপনি পাঠি
দিন না কেন? স্ত্রীলোক হয়ে আপনি কি করে যু
যেতে সাহস কচ্চেন?

ঐলবিলা। আমি স্ত্রীলোক বটে; কিন্তু দেখ সখি
বিধাতা এই ক্ষুদ্র প্রদেশটীর রক্ষণের ভার আমার হা
সমর্পণ করেছেন। আমার উপরে প্রজাগণের, সুখস্বচ
ন্দতা স্বাধীনতা, সমস্ত নির্ভর কচ্চে। দেশে এমন বিপ
উপস্থিত, আমি কি এখন এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে ব
থাকতে পারি? আমি যদি আমার সৈন্যগণের মধ্যে
থাকি, তাহলে কে তাদের উৎসাহ দেবে? আমি যা
এখন নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকি, আর দেশটী স্বাধীনতা হতে
বিচ্যুত হয়, তা হলে সকলে বল্‌বে, একজন স্ত্রীলোকে
হাতে রাজ্যভার থাকাতে দেশটী এইরূপ দুর্দ্দশাগ্রস
হল। তোমরা কেঁদ না। ভগবান যদি করেন, তো শীঘ্রই
আবার তোমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হব।

রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। মহারাণার জয় হউক! এখনও জ্যোৎস্না আছে,
এই ব্যালা এখান হতে না যাত্রা কর্‌লে বিতস্তানদীর
তীরে আজকের রাত্রের মধ্যে পৌছন বড় কঠিন হবে।

ঐলবিলা। আর আমি বিলম্ব কর্‌তে পারিনে। তোমাদের নিকট আমি এই শেষ বিদায় নিলেম।

(সখিদ্বয়কে চুম্বন করত প্রস্থান।)

সুশো-সুহা। রাজকুমারি! তবে সত্য সত্যই কি আমাদের ফেলে চল্লেন ?

(কাঁদিতে কাঁদিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ও সকলের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

বিতস্তা নদীর কূলে সন্নিবেশিত রাজা তক্ষশীলের

শিবিরের মধ্যস্থিত একটী ঘর।

(রাজা তক্ষশীল ও রাজকুমারী অম্বালিকার প্রবেশ)

অম্বালিকা। কি!—মহারাজ! দেবতারা যাঁর সহা
সমস্ত সসাগরা পৃথিবী যাঁর অধীনতা স্বীকার করে
সমস্ত নরপতি যাঁর পদানত হয়েছে, সেই প্রবল প্রতা
সম্রাট সেকন্দর সার সঙ্গে যুদ্ধ কর্তে আপনি সাহ
কচ্চেন? না মহারাজ! আপনি এখনও তবে তাঁ
চেনেন নি। দেখুন, তাঁর বাহুবলে কত কত রাজ
ভস্মসাৎ হয়ে গেছে, কত কত দেশ ছার খার হয়ে
কত কত রাজা বিনষ্ট হয়েছে;—এই সকল দেখে শু
মহারাজ! কেন নিরর্থক বিপদকে আহ্বান কচ্চেন?

তক্ষশীল। তোমার কি এই ইচ্ছা, যে আমি নী
ভয়ের বশবর্ত্তী হয়ে সেকন্দর সার পদতলে অবনত হব
আমি কি স্বহস্তে ভারতবাসীদিগের জন্য অধীনতা শৃঙ্খ

নির্ম্মাণ করব? যে সকল রাজকুমার মাতৃভূমি রক্ষণের জন্য সম্মিলিত হয়েছেন, যাঁদের এই একমাত্র প্রতিজ্ঞা হয়েছে যে, হয় তাঁরা তাঁদের রাজ্য রক্ষা করবেন, নয় রণভূমে প্রাণ বিসর্জ্জন দেবেন, সেই সকল রাজকুমার-গণকে ও বিশেষতঃ মহারাজ পুরুকে কি আমি এখন পরিত্যাগ করব? তা কখনই হতে পারে না। অম্বালিকে তুমি বল কি? সেই সকল রাজকুমারদের মধ্যে তুমি এমন একজনকে দেখাও দিকি, যিনি সেকন্দর সার নাম মাত্র শুনেই একেবারে কম্পমান হয়েছেন? তাঁর নামে ভীত হওয়া দূরে থাক্, তিনি যদি এখন আপন সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন, সেখান পর্য্যন্ত তাঁকে আক্রমণ করতে তাঁরা প্রস্তুত রয়েছেন। তবে কি শুদ্ধ রাজা তক্ষশীল, কাপুরুষের ন্যায় তাঁর পদতল লেহন করবেন?

অম্বালিকা। মহারাজ! সেকন্দর সা যখন আমাদের প্রাসাদ হতে আমাকে বন্দি করে তাঁর শিবিরে নিয়ে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর যেরূপ সৈন্যবল আমি স্বচক্ষে দেখেছি, তাতে আমার বেশ বোধ হয় আপনারা কখনই তাঁর উপর জয়লাভ কর্‌তে পারবেন না। তিনি তো আর

কোন রাজার বন্ধুতা আকাঙ্ক্ষা করেন না। তিনি কেবল আপনার সঙ্গেই বন্ধুতা কর্‌তে ইচ্ছা কচ্চেন। তাঁর বজ্র উদ্যত হয়ে রয়েছে, আর একটু পরেই নিপতিত হয়ে ভারত ভূমিকে বিদীর্ণ করবে। এখন তাঁর এই ইচ্ছা যেন ঐ বজ্র আপনার মস্তকের একটী চুলকেও না স্পর্শ করে।

তক্ষশাল। এত রাজা থাক্‌তে আমার উপরেই কে তাঁর এত অনুগ্রহ? তিনি কি বেচে বেচে আমাকেই তাঁর এই নীচ জঘন্য অনুগ্রহের পাত্র বলে মনে করে-চেন? মহারাজ পুরুর সহিত কি তিনি সখ্যতা স্থাপন কর্‌তে পারেন না? হাঁ! তিনি এ বেশ জানেন, যে মহা-রাজ পুরু এরূপ নীচ নন, যে তাঁর এই লজ্জাকর গর্হিত প্রস্তাবের প্রতি কর্ণপাতও করবেন। বুঝেছি তিনি এরূপ একটী কাপুরুষ চান, যে নির্ব্বিবাদে তাঁর অধীনতা স্বীকার করবে; আর আমাকেই সেই কাপুরুষ বলে তিনি স্থির করেছেন।

অম্বালিকা। ও কথা বলবেন না; আপনাকে তিনি কাপুরুষ বলে ঠাওরান নি। বরং তাঁর সকল শত্রুগণের মধ্যে আপনাকে অধিক সাহসী বীর পুরুষ মনে ক’রে

আপনারই সঙ্গে আগে বন্ধুতা করবার জন্য ব্যগ্র হয়েছেন। তিনি এই মনে করেছেন, যে যদি আপনি এই যুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করেন, তা হলে তিনি অনায়াসে আর সকলের উপর জয়লাভ কর্‌তে সমর্থ হবেন। এ সত্য বটে, তিনি সমস্ত পৃথিবীকে পদানত করবার জন্য প্রতিনিয়ত চেষ্টা কচ্চেন কিন্তু এও তেমনি সত্য যে তিনি যাকে একবার বন্ধুবলে স্বীকার করেন, তার প্রতি তিনি কখন দাসবৎ আচরণ করেন না। তাঁর সহিত সখ্যতা করলে কি মহারাজ! মর্য্যাদার হানি হয়? তা বোধ হয় আপনি কখনই মনে করেন না। তা যদি মনে করেন, তা হলে আমাকে এতুদিন কেন নিবারণ করেন নি? দেখুন, সেকেন্দর সা আমার প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় প্রতিদিন এখানে গোপনে দূত প্রেরণ কচ্চেন। আপনি তা জান্‌তে পেরেও আমাকে নিবারণ করেন নি, বরং তাতে আপনি উৎসাহ প্রদান করেছেন।

তক্ষশীল। অম্বালিকা! তবে এখন তোমাকে আমার মনের কথা প্রকাশ করে বলি। তুমি যে অবধি সেকেন্দরসার ওখান থেকে পালিয়ে এসেছ, সেই অবধি যে তিনি তোমার প্রেমের আকাঙ্ক্ষায় প্রতিদিন এখানে

দূত প্রেরণ কচ্চেন, প্রেমলিপি তোমার নিকট প্রতি
গুপ্তভাবে পাঠাচ্চেন, তা আমি সব জানি। এ সম
জেনেও যে আমি তোমাকে নিবারণ করিনি, তার এক
কারণ আছে। আমি এ বেশ জানি যে, প্রেম বীর্য
বান্ ব্যক্তিকেও নির্ব্বীর্য্য করে ফেলে এবং যে বীর
পুরুষ সসাগরা পৃথিবীকে জয় কত্তে পারেন, তিনি
প্রেমের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন। আমার এই ইচ
যে, তুমি প্রেমের সুখকর সঙ্গীতে সেকেন্দার সা
নিদ্রিতকরে রাখ ;—আমরা এ দিক থেকে তাঁকে হঠাৎ
গিয়ে আক্রমণ করি। কিন্তু ভগিনী সাবধান! যেন
যবনরাজের মন হরণ করতে গিয়ে, উল্টে যেন তোমা
নিজের মন অপহৃত না হয়।

অম্বালিকা। (স্বগত) হায়! আমার মন অপহৃত
হতে কি এখনও বাকি আছে? (প্রকাশ্যে) মহারাজ
আমার কথা শুনুন, কেন বলুন দেখি, এ দুঃসাহসিক
কার্য্যে প্রবৃত্ত হচ্চেন? পৃথ্বী-বিজয়ী সেকেন্দারসার সঙ্গে
যুদ্ধ করে আপনি জয়লাভ করতে পারবেন, এইটী কি
আপনার সত্যই বিশ্বাস হয়? আপনার প্রাসাদ হতে
যখন সেকেন্দারসা আমাকে বন্দি করে নিয়ে গিয়েছি-

লেন, তখন আপনার সৈন্যগণ কি আমাকে রক্ষা কত্তে পেরেছিল ?

তক্ষশীল। ভগ্নি ! তোমার নিকট আর আমি কিছু গোপন কর্‌ব না। কুল্লু পর্ব্বতের রাণী ঐলবিলার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় আমি এই দুঃসাহসিক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েছি। তোমাকে বল্‌তে কি, মহাবীর সেকন্দর সাকে যে আমরা যুদ্ধে পরাস্ত কত্তে পার্‌ব, তা আমার বড় বিশ্বাস হয় না, কিন্তু রাণী ঐলবিলার প্রতিজ্ঞা শুনে অবধি আমি তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছি। তিনি আমাদের এই আশ্বাস দিয়েছেন যে, যে রাজ-কুমার মাতৃভূমি রক্ষার্থে সর্ব্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ কর্‌বেন, তিনিই তাঁর পাণিগ্রহণ করবেন। এখন বল দেখি, অম্বালিকে ! কি করে আমি রাজকুমারী ঐলবি-লার প্রেমের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সেকন্দর সার সঙ্গে সন্ধি করি ?

অম্বালিকা। এইমাত্র আপনি আমাকে বল্‌ছিলেন যে, প্রেম বীর্য্যবান্ ব্যক্তিকে নির্ব্বীর্য্য করে ফেলে, কিন্তু দেখুন দেখি, মহারাজ ! প্রেম বীর্য্যবান ব্যক্তিকে নির্ব্বীর্য্য করে,—না নির্ব্বীর্য্য ব্যক্তি বরং প্রেমের বলে

আরও বীর্য্যবান্ হয়? তার সাক্ষী দেখুন, রাজকুমারী ঐলবিলা একমাত্র প্রেমের বলে এই সমস্ত রাজকুমার-গণকে একত্রিত করেছেন।

তক্ষশীল। সত্য বলেছ অম্বালিকে, রাণী ঐলবিলা আমাদের সকলকে প্রেমবন্ধনে একত্র বন্ধন করেছেন।

অম্বালিকা। মহারাজ! আপনাকে তো সে প্রেম-বন্ধনে বন্ধন করেনি, আপনাকে সে দাসত্ব শৃঙ্খলে বন্ধন করেছে।

তক্ষশীল। (আশ্চর্য্য হইয়া) কেমন করে?

অম্বালিকা। তা বৈকি মহারাজ! সে প্রেমের কুহকে আপনাকে মুগ্ধ করে রেখে, কেবল তার নিজের অভি-সন্ধি সিদ্ধ করে নিচ্চে বৈ তো নয়, বাস্তবিক তার হৃদয় সে অন্যের নিকট বিক্রয় করেছে। তার প্রেমের ভাজন তো আপনি নন, তার প্রেমের ভাজন হচ্চে পুরু। যান,—মহারাজ! আপনি পুরুর হয়ে যুদ্ধ করে, তার মনস্কামনা পূর্ণ করুন। আপনি যুদ্ধে যতই কেন বীরত্ব প্রকাশ করুন না,—সেই মায়াবিনী ঐলবিলা অবশেষে এই বলবে যে, "মহারাজ পুরুর বাহুবলেই আমরা জয় লাভ করেছি। অতএব আমি তাঁরই পাণিগ্রহণ করব।"

তক্ষশীল। কি? রাজকুমারী ঐলবিলা কি তবে পুরুরাজকে——

অম্বালিকা। রাণী ঐলবিলা যে পুরুরাজকে ভাল বাসেন, তাতেও কি আপনার এখনও সন্দেহ আছে? আপনার সম্মুখেই তো সে পুরুরাজের মহা প্রশংসা করে থাকে, তাকি আপনি শোনেন নি? পুরুরাজের নামেতে সে একেবারে গলে যায়, তাকি আপনি দেখেন নি? সে একথা কতবার বলেছে যে, পুরুরাজ ব্যতীত ভারত-ভূমির স্বাধীনতা কেহই রক্ষা কর্‌তে পারবে না,—পুরুরাজ ভিন্ন ঐ মহাবীর যবনের উপর কেহই জয় লাভ কর্‌তে পারবে না। যে ব্যক্তি এইরূপ সর্ব্বদাই দেবতার স্বরূপ পুরুরাজের স্তুতি গান করে, তার হৃদয়-মন্দিরের দেবতা কে, তা কি মহারাজ! এখনও আপনি বুঝ্‌তে পারেন নি?

তক্ষশীল। পুরুরাজের বীরত্বের প্রশংসা কে না করে থাকে? তিনি পুরুরাজকে প্রশংসা করেন বলেই যে, তিনি তাঁকে ভাল বাসেন, তার কোন অর্থ নেই। যাই হোক্, আমার আশা কিছুতেই যাচ্চে না। ভগ্নি! তুমি বড় নিষ্ঠুর, আমি এমন সুখের স্বপ্ন দেখ্‌চি,

তুমি কেন আমাকে জাগাচ্চ বল দেখি? আমাকে একেবারে নিরাশ-সাগরে ডুবিও না।

অম্বালিকা। (ঈষৎ রাগান্বিত হইয়া) না মহারাজ! আপনি তবে আশা পথ চেয়ে থাকুন, আপনার সুখের স্বপ্নে আর আমি ভঙ্গ দেব না। (কিয়ৎকাল স্তব্ধ থাকিয়া) সে যা হোক্, যখন সেকন্দর সা আপনার সঙ্গে বন্ধুতার প্রস্তাব করে পাঠাচ্চেন, তখন আপনি কেন তাঁর সঙ্গে শত্রুতা কত্তে প্রবৃত্ত হচ্চেন? পরের জন্য কেন আপনি ধন, প্রাণ, রাজ্য, সকলি খোয়াতে যাচ্চেন? আর যার জন্য আপনি এ সমস্ত কচ্চেন, সেও দেখুন, আপনাকে প্রতারণা কচ্চে। সেকন্দর সা তো আপনার শত্রু নয়, পুরুরাজই আপনার শত্রু; দেখুন সে রাজকুমারী ঐলবিলার হৃদয়-দুর্গ অধিকার করে আপনাকে তার ভিতরে প্রবেশ কত্তে দিচ্চে না। অতএব সেকন্দর সার সহিত যুদ্ধ না করে, আপনার পথের কণ্টক যে পুরুরাজ, তাকেই আপনি আগে অন্তরিত করুন। সেকন্দর সার সঙ্গে যুদ্ধ করে দেখুন, আপনি কোন গৌরব লাভ কত্তে পারবেন না। যদি যুদ্ধে জয় হয়, তা হলে লোকে বল্‌বে পুরুরাজের বাহু-

বলেই জয় লাভ হয়েছে। আর আপনি কি এ মনে করেন যে, পৃথ্বীবিজয়ী মহাবীর সেকন্দর সার সহিত সংগ্রামে, সেই হীনবল ক্ষুদ্র পুরু জয় লাভ কর্‌তে পারবে? দেখে নেবেন্‌ পৃথিবীর অন্যান্য রাজা যেরূপ তাঁর বাহু বলে পরাস্ত হয়েছে, পুরুও সেইরূপ অবশেষে পরাভূত হবে। সেকন্দর সা আপনাকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ কত্তে চাচ্চেন না, তিনি আপনাকে বন্ধু বলে আলিঙ্গন কর্‌তে ইচ্ছা করচেন। তিনি আপনাকে সিংহাসন হতে বিচ্যুত কর্‌তে চাচ্চেন না, বরং যে সকল রাজকুমারগণ তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করেচেন, তাঁহাদিগকে সিংহাসন-চ্যুত করে সেই সকল সিংহাসন তিনি আপনাকে প্রদান কর্‌তে চাচ্চেন। (পুরু আসিতেছেন দেখিয়া) এই যে—পুরুরাজ এই খানে আসচেন।

তক্ষশীল। (স্বগত) অম্বালিকা যথার্থ কথাই বল্‌চে। আমার বোধ হয় রাজকুমারী ঐলবিলা পুরুরাজকেই আন্তরিক ভাল বাসেন। পুরুরাজ এখন আমার চক্ষু-শূল হয়েছেন। উঃ! আমার হৃদয় দগ্ধ হচ্চে।

অম্বালিকা। এখন আমি তবে বিদায় হই। কিন্তু মহারাজ! আর সময় নাই। এই দুয়ের মধ্যে একটা স্থির

করবেন—হয় পুরুরাজের দাস হয়ে থাকুন, নয় সেকন্দর সার বন্ধুত্ব গ্রহণ করুন, আমি এখন চল্লেম।

(অম্বালিকার প্রস্থান।)

তক্ষশীল। (স্বগত) বাস্তবিক, কেন আমি পরের জন্য আমার রাজত্ব খোয়াতে যাচ্চি? সেকন্দর সার সঙ্গে বন্ধুত্ব করাই ভাল।

পুরুর প্রবেশ।

তক্ষশীল। আস্‌তে আজ্ঞা হউক।

পুরু। মহারাজের কুশল তো?

তক্ষশীল। আজ্ঞে হ্যাঁ। এখন এই যুদ্ধের অবস্থা কিরূপ বুঝ্‌চেন?

পুরু। এখনও শত্রুগণ বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। আমাদের সৈন্য ও সেনাপতিগণ সমরোৎসাহে প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে। তাদের মুখমণ্ডলে সাহস ও তেজ যেন মূর্ত্তিমান হয়ে স্ফূর্ত্তি পাচ্চে, সকলেই পরস্পরকে উৎসাহ দিচ্চে, ক্ষুদ্রতম পদাতিসেনা পর্য্যন্ত সমরক্ষেত্রে গৌরব লাভ করবার জন্য উৎসুক হয়েছে, প্রত্যেক সৈন্যশ্রেণীর মধ্যে গিয়ে আমি দেখেছি, সকলেই দেশের জন্য প্রাণপণ করেছে। আমি যাবা মাত্রেই সকলে—

"জয় ভারতের জয়" বলে সিংহনাদ করে উঠ্‌লো,—আর আমাকে এইরূপ বল্‌তে লাগ্‌লো যে,—"আর কতক্ষণ আমরা এই শিবিরে বসে বসে কাল হরণ করবো? শীঘ্র আমাদিগকে রণক্ষেত্রে নিয়ে চলুন। যবনরক্ত পান করে আমাদের অসির পিপাসা শান্তি হোক্।" এই বীরপুরুষদের আর কতক্ষণ থামিয়ে রাখা যায়? যবনরাজ এখন অনুকূল অবসর খুজ্‌চেন। এখনও তিনি সমরের জন্য প্রস্তুত হতে পারেন নি, এই হেতু তিনি কাল বিলম্ব আশয়ে তাঁর দূত এফেষ্টিয়নকে আমাদের নিকট পাঠিয়েছেন ও নিরর্থক প্রস্তাবে,——

তক্ষশীল। কিন্তু মহারাজ! তার কথা তো একবার আমাদের শোনা উচিত। সেকন্দর সার কি অভিপ্রায়, আমরা তো তা জানিনে। এমন হতে পারে, তিনি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য উৎসুক হয়েছেন।

পুরু। কি বল্লেন মহারাজ! সন্ধি? সেই যবন-দস্যুর হস্ত হতে আমরা সন্ধি গ্রহণ করব? ভারত-ভূমিতে এতদিন গভীর শান্তি বিরাজ কচ্ছিল, সে স্বচ্ছন্দে এসে সেই শান্তি উচ্ছেদ কর্‌লে; আমরা তার প্রতি অগ্রে কোন শত্রুতাচরণ করিনি, সে বিনা কারণে,

খড়্গ হস্তে আমাদের দেশে প্রবেশ কল্লে, লুটপাট করে আমাদের কোন কোন প্রদেশ ছার খার করে ফেল্লে, এখন আমরা কিনা তার সঙ্গে সন্ধি কর্‌ব? আমরা তাকে কি এর সমুচিত শাস্তি দেব না? এখন বুঝি দৈব তার প্রতি বিমুখ হয়েছেন, তাই তিনি আমাদের সঙ্গে সন্ধি করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন।

তক্ষশীল। ও কথা বল্‌বেন না মহারাজ! যে, দৈব তাঁর প্রতিকূল হয়েছেন। দেবতাদের কৃপা তাঁকে সর্ব্বদাই রক্ষা কচ্চে। যে মহাবীর স্বীয় বাহুবলে এত দেশ বশীভূত করেছেন, তাঁকে কি সামান্য শত্রু বিবেচনা করে অবজ্ঞা করা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম?

পুরু। অবজ্ঞা করা দূরে থাক, আমি তাঁর সাহসকে ধন্য বল্‌চি। কিন্তু আমার এই ইচ্ছা, যেমন আমি তাঁর সাহসকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাক্‌তে পাল্লেম না, তেমনি আমিও রণস্থলে তাঁর মুখ থেকে আমার সম্বন্ধে এইরূপ ধন্যবাদ বার কর্‌ব। লোকে সেকন্দর সাকে স্বর্গে তুলেছে, আমার ইচ্ছা যে আমি তাঁকে সেই উচ্চ স্থান হতে নীচে অবতরণ করাব। সেকন্দর সা মনে কচ্চেন যে, যখন তিনি

পারস্যের রাজা দারায়ুসকে অনায়াসে পরাভূত করেছেন, তখন আর কি ? তখন তো তিনি পূর্ব্বাঞ্চলের আর সমস্ত রাজাকে মেষের ন্যায় বশীভূত কর্‌তে পারবেন। কিন্তু কি ভ্রম! বীর-প্রসূ ভারতভূমিকে এখনও তিনি চেনেন নি।

তক্ষশীল। বরং বলুন, আমরা এখনও সেকন্দর সাকে চিনিতে পারি নি। শত্রুকে এইরূপ অবজ্ঞা করেই দারায়ুস রাজা বিপদে পড়েছিলেন। আকাশে বজ্র গূঢ়ভাবে ছিল। দারায়ুস রাজা সেকন্দর সাকে নিতান্ত হীনবল মনে করে সুখে নিদ্রা যাচ্ছিলেন, কিন্তু যখন সেই বজ্র তাঁর মস্তকে পতিত হল, তখনই তাঁর সুখ-নিদ্রা ভঙ্গ হল।

পুরু। ভাল, তিনি যে এই সন্ধির প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন, তার বিনিময়ে তিনি কি প্রত্যাশা কচ্চেন? আপনি সহস্র সহস্র দেশকে জিজ্ঞাসা করুন, যে এইরূপ কপট সন্ধি করে, তিনি সেই সকল দেশকে অবশেষে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করেছিলেন কি না ? তাঁর সঙ্গে বন্ধুতা করাও যা, তাঁর দাসত্ব স্বীকার করাও তা। সেকন্দর সা যেরূপ লোক, তাঁর সহিত মধ্যবিৎ ব্যবহার চল্‌তে

পারে না। হয় তাঁর ক্রীতদাস হয়ে থাক্‌তে হবে, নয় তাঁর প্রকাশ্য শত্রু হতে হবে।

তক্ষশীল। মহারাজ! এক দিকে যেমন কাপুরুষ হওয়া ভাল নয়, তেমনি আবার নিতান্ত দুঃসাহসিক হওয়াও বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নয়। কতকগুলি অসার স্তুতিবাদে যদি আমরা সেকন্দর সাকে সন্তুষ্ট কর্‌তে পারি, তাতে আমাদের কি ক্ষতি? যে বন্যার প্রবল স্রোত গ্রাম পল্লী চূর্ণ ক'রে, অপ্রতিহত বেগে মহা কোলাহলে চলেচে, তার গতি রোধ করা কি বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য? তিনি শুদ্ধ গৌরব চান, তিনি তো আমাদের সিংহাসন চান না। তাঁর কীর্ত্তিধ্বজা একবার এখানে স্থাপিত হলেই, তিনি অন্যদেশে চলে যাবেন। একবার তাঁকে বিজয়ী বলে স্বীকার কল্লেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন। যদি তিনি এইরূপ অসার স্তুতিবাদে সন্তুষ্ট হন, তাতে আমাদের কি ক্ষতি আছে?

পুরু। কি ক্ষতি আছে বলছেন মহারাজ? আপনি ক্ষত্রিয় হয়ে এ কথা অনায়াসে মুখ দিয়ে বল্‌তে পাল্লেন? হো! এখন বুঝলেম, ক্ষত্রিয়গণের পূর্ব্ববীর্য্য ক্রমেই লোপ হয়ে আসচে। ক্ষতি কি আছে বলছেন মহারাজ!

আমাদের মান সম্ভ্রম যশ পৌরুষ সকলই যাচ্চে, তথাপি এতে কিছু ক্ষতি নাই? যশোমান পৌরুষের বিনিময়ে যদি আমাদের শূন্য সিংহাসন, আর এই অকিঞ্চিৎকর প্রাণকে রক্ষা করতে হয়, তা হলে ধিক্ সে সিংহাসনকে, ধিক সে প্রাণকে, আর ধিক্ সেই কাপুরুষকে, যে এরূপ প্রস্তাবে কর্ণপাতও করে। আপনি কি মনে করেন, ঐ দুর্দ্দান্ত যবন প্রবল বন্যার ন্যায় মহাবেগে আমাদের দেশ দিয়ে চলে যাবে, অথচ তার চিহ্নমাত্রও পরে থাক্‌বে না? সেই বণ্যার প্রবল স্রোত আমাদের রাজ্য সকল কি চূর্ণ বিচূর্ণ করে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে না? আচ্ছা মনে করুন মহারাজ! আপাতত মান, যশ, পৌরুষের বিনিময়ে আপনি আপনার সিংহাসনকে রক্ষা করতে পাল্লেন, কিন্তু আপনি কি মনে করেন, তা আপনি চিরকাল রক্ষা কত্তে পারবেন? বিজেতার অনুগ্রহের উপরই আপনার চিরকাল নির্ভর করে থাক্‌তে হবে, কিছু ত্রুটি—একটু ছল পেলেই সে নিশ্চয় আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করবে। পৌরুষের কথা দূরে থাক. আপনি যদি শুদ্ধ নীচ স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি করেন, তা হলেও এরূপ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া কর্ত্তব্য নয়। কেবল আপনার জন্যই আমার স্বার্থের

কথা বলতে হ'ল, নচেৎ আমি মান মর্য্যাদা ও পৌরুষের অনুরোধ ভিন্ন আর কারও অনুরোধে কর্ণপাতও করিনে।

তক্ষশাল। আমিও মহারাজ! সেই মর্য্যাদা রক্ষার জন্য এরূপ বাক্য বলচি; যাতে আমাদের রাজ মর্য্যাদা রক্ষা হয়, যাতে আমাদের সিংহাসন হতে বিচ্যুত না হতে হয়; এই জন্যই আপনাকে সতর্ক হতে বল্‌চি।

পুরু। যদি মর্য্যাদা রক্ষা কর্‌বার ইচ্ছা থাকে, যদি সিংহাসন রক্ষা কর্‌বার ইচ্ছা থাকে, তা হলে চলুন, আর বিলম্ব না,—চলুন, আজই আমরা যবনদিগকে আক্রমণ করি। ঐ যবনরাজ আপনার ভগ্নিকে বল পূর্ব্বক আপনার প্রাসাদ হতে বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল, তা কি আপনার স্মরণ নাই? সে অপমানও কি আপনি সহ্য কর্‌বেন? এইরূপে কি আপনি রাজমর্য্যাদা রক্ষা কত্তে চান্?

তক্ষশীল। আমার মতে মহারাজ! দুঃসাহসিকতা, রাজমর্য্যাদা রক্ষণের অমোঘ উপায় নয়।

পুরু। তবে কি কাপুরুষতা তাহার উপায়? আমার মতে মহারাজ! কাপুরুষতা, ভীরুতা অতি লজ্জাকর, অতি গর্হিত, অতি জঘন্য,—ক্ষত্রিয়ধর্ম্মের একান্ত বিরুদ্ধ।

তক্ষশীল। মহারাজ! যে রাজা স্বীয় প্রজাগণকে যুদ্ধ বিপদ হতে রক্ষা করেন, তিনি প্রজাগণের অত্যন্ত প্রিয় হন।

পুরু। মহারাজ! যে রাজা স্বীয় প্রজাগণকে বিদেশীয় রাজার আক্রমণ হতে রক্ষা করেন, তিনি প্রজাগণের অতীব পূজ্য হন।

তক্ষশীল। এরূপ বাক্য গর্ব্বিত উদ্ধত লোকেরই উপযুক্ত।

পুরু। এরূপ বাক্য রাজগণের আদরণীয়, রাজকুমারীগণেরও আদরণীয়।

তক্ষশীল। সকল রাজকুমারী না হউক, রাজকুমারী ঐলবিলা তো আপনার বাক্যে আদর করবেনই।

পুরু। সত্য বটে, তিনি কাপুরুষের বাক্যে আদর করেন না।

তক্ষশীল। মহারাজ! প্রেমের কি এই রীতি? আপনি নির্দ্দয় হয়ে তাঁর কোমল অঙ্গকে এই ভীষণ যুদ্ধ বিপ্লবের মধ্যে কেন নিক্ষেপ কত্তে যাচ্চেন বলুন দেখি?

পুরু। মহারাজ! রাজকুমারী ঐলবিলার শরীরে এখনও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়-রক্ত প্রবাহিত হচ্চে। তিনি রণে ভীত নন; এই বীর্য্যবতী রমণীর সাহস, বীর্য্যহীন পুরুষদিগকে শিক্ষা দিক্।

তক্ষশীল। মহারাজ! তবে কি আপনি নিতান্তই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবেন?

পুরু। আপনি যেরূপ শান্তির জন্য উৎসুক হয়েছেন, আমি তেমনি যুদ্ধের জন্য লালায়িত। সেকেন্দর সাকে আমার বিক্রমের পরিচয় দেবার জন্যই আমি তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছি, যে দিন অবধি আমি তাঁর কীর্ত্তি কলাপ শ্রবণ করেছি, সেই দিন থেকেই এই বাসনাটী আমার মনে চিরজাগরূক রয়েছে যে, তিনি যেন একবার ভারতভূমে পদার্পণ করেন। সেই দিন অবধি আমার মন তাঁকে চিরশত্রু বলে বরণ করেছে। এ দেশে আস্‌তে তাঁর যত বিলম্ব হচ্ছিল, আমার মন ততই অধীর হয়ে উঠ্‌ছিল; তিনি যখন পারস্য দেশ জয় কত্তে এলেন, তখন আমার এই ইচ্ছা হচ্ছিল যে, যদি আমি পারস্যের রাজা হতেম, তা হলে আমার কি সৌভাগ্য হ'ত। আমি তা হলে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ

কর্‌বার অবসর পেতেম। এত দিনের পর তিনি ভারতভূমে পদার্পণ করেছেন। এখন আমার মনের আশা পূর্ণ হবে। বলেন কি মহারাজ! আমি কি এমন সুন্দর অবসর পেয়ে ছেড়ে দেব? তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করে কি আমার বহুদিনের অভিলাষ পূর্ণ কর্‌ব না? দেখি দিখি তিনি কেমন আমাকে যুদ্ধ না দিয়ে, আমাদের দেশ হতে চলে যেতে পারেন?—এই নিষ্কোষিত তরবারিই তাঁর গতি রোধ কর্‌বে।

তক্ষ। মহারাজ! আমি স্বীকার কচ্চি যে, এরূপ উৎসাহ, এরূপ তেজ, ক্ষত্রিয়ের উপযুক্ত বটে; কিন্তু এ নিশ্চয় যে, আপনি সেকেন্দরসার নিকট পরাভূত হবেন। এই যে রাণী ঐলবিলা এই দিকে আস্‌ছেন; আপনি ওঁর নিকটে এখন মনের সাধে আপনার বিক্রমের শ্লাঘা করুন। আপনি বসুন, আমি চল্লেম, আপনাদের সুখকর ও তেজস্কর বাক্যালাপের সময় আমি আপনাদিগকে বিরক্ত কত্তে ইচ্ছা করিনে। আমার মতন কাপুরুষ এখানে থাক্‌লে আপনারা লজ্জিত হবেন।

(তক্ষশীলের প্রস্থান।)

ঐলবিলার প্রবেশ।

ঐলবিলা। কি! রাজা তক্ষশীল আমাকে দেখে পালিয়ে গেলেন?—

পুরু। তিনি লজ্জায় আপনার নিকট মুখ দেখাতে পাল্লেন না। তিনি যখন এই যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হচ্চেন, তখন কি সাহসে আপনার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বেন? রাজকুমারি! তাঁকে আর কেন? তাঁকে ছেড়ে দিন, তিনি তাঁর ভগ্নীর সঙ্গে সেকেন্দরসার পূজা করুন। আসুন, আমরা এই অস্পৃশ্য শিবির হতে নির্গত হই; এখানে রাজা তক্ষশীল পূজার উপচার হস্তে লয়ে যবনরাজের আরাধনার জন্য প্রতীক্ষা কচ্চেন।

ঐলবিলা। সে কি মহারাজ?

পুরু। ঐ ক্রীতদাস এর মধ্যেই ওর প্রভুর গুণ গান কত্তে আরম্ভ করেছে। আরও ও চায় যে, আমিও ওর ন্যায় যবনের দাসত্ব স্বীকার করি।

ঐলবিলা। সত্য নাকি? তবে কি রাজা তক্ষশীল আমাদিগকে পরিত্যাগ কত্তে উদ্যত হয়েছেন? তিনি কাপুরুষের ন্যায় স্বদেশকে ছেড়ে শত্রুগণের সঙ্গে যোগ দেবেন, এতো আমি স্বপ্নেও জান্‌তেম না। তিনি যদি

আমাদের সঙ্গে যোগ না দেন, তাহলে আমাদের সৈন্যবল যে বিস্তর ক'মে যাবে, তা হলে সেকেন্দরসার অসংখ্য সৈন্যের উপর জয়লাভ করা যে এক প্রকার অসম্ভব হয়ে উঠবে। কি আশ্চর্য্য! ঐ স্বদেশদ্রোহী কাপুরুষকে এতদিন আমরা চিন্‌তে পারিনি? (কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া) যাই হোক্, এতে একেবারে অধীর হওয়া আমাদের উচিত হচ্চে না। দেখুন, আমি ওকে আবার ফিরিয়ে আন্‌ছি। ওর সঙ্গে একবার আমার কথা কয়ে দেখ্‌তে হবে। এখন যদি ওর প্রতি আমরা নিতান্ত অবজ্ঞা প্রকাশ করি, তা হলে আমাদের বিরুদ্ধপক্ষ অবলম্বন কত্তে ওকে এক প্রকার বাধ্য করা হবে। মিষ্ট-বচনে বোধ করি, এখনও ফেরান যেতে পারে।

পুরু। রাজকুমারি! আপনি কি এখনও ওর অভিসন্ধি বুঝ্‌তে পারেন নি? আমার বেশ বোধ হচ্চে, ঐ কপট নরাধম মনে মনে এই স্থির করেছে যে, সে বিশ্বাসঘাতক হয়ে আপনাকে যবনরাজের হস্তে সমর্পণ কর্‌বে, ও পরে তার সাহায্যে বলপূর্ব্বক আপনার পাণিগ্রহণ কর্‌বে। আপনার ইচ্ছা হয় তো আপনার ফাঁদ আপনি প্রস্তুত করুন। সে নরাধম আপনার

প্রেম হ'তে আমাকে বঞ্চিত কর্‌লেও কত্তে পারে, কিন্তু সে সহস্র চেষ্টা কর্‌লেও, স্বাধীনতার জন্য, মাতৃভূমির জন্য, সংগ্রামে প্রাণ দিতে আমাকে কিছুতেই নিবারণ কত্তে পারবে না।

ঐলবিলা। রাজকুমার! আপনি কি মনে করেন, তার এই জঘন্য আচরণের পুরস্কার স্বরূপ আমি তাঁকে আমার হৃদয় প্রদান করব? আর যাই হউক, আপনি এ বেশ জানবেন, আমি কোন কাপুরুষের পাণিগ্রহণ কখনই করব না। (চিন্তা করিয়া) আমার বেশ বোধ হচ্চে, তার ভগিনীর পরামর্শেই তার মন বিচলিত হ'য়ে গেছে। আমি যদি মধ্যে না থাকি, তা হলে নিশ্চয় সে তার কুমন্ত্রণায় ভুলে যাবে। আমি শুনেছি তার ভগিনীকে সেকন্দর সা বন্দী করে নিয়ে গিয়েছিল, সেখান থেকে সম্প্রতি সে ফিরে এসেছে ও দূত দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে প্রেমালাপ চল্‌চে।

পুরু। এ সব জেনেও কেন আপনি তবে এত যত্ন করে সেই কাপুরুষকে ফিরিয়ে আনতে চেষ্টা কচ্চেন?

ঐলবিলা। তাকে যে আমি চাচ্চি মহারাজ! সেও কেবল আপনার জন্য। আপনি একাকী সহায়বিহীন

হয়ে কি করে সেই পৃথ্বীবিজয়ী যবনরাজের অসংখ্য সৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম কর্‌বেন ? তক্ষশীল আপনার সঙ্গে যোগ দিলে আপনার সৈন্যদলের অনেক বৃদ্ধি হবে। সংগ্রামে শুদ্ধ প্রাণ দিলেই তো হয় না, জয় লাভের প্রতিও দৃষ্টি রাখা চাই। আমি জানি আপনি রণভূমে অনায়াসে প্রাণ বিসর্জ্জন কত্তে পারেন। কিন্তু তা হলেই কি যথেষ্ট হ'ল ? যুদ্ধে জয় লাভ না হলে, আমাদের দেশের যে কি দুর্গতি হবে, তা কি আপনি ভাব্‌চেন না ? যদি মহারাজ রণস্থলে শুদ্ধ অন্ধ বীরত্ব প্রকাশ করে আপনার গৌরব লাভ করবার ইচ্ছা থাকে, তা হলে আর অন্য কোন দিকে দৃষ্টিপাত কর্‌বার আবশ্যক নাই, যান আপনি সেই গৌরব অর্জ্জনে এখনি প্রবৃত্ত হউন, আমি বিদায় হই, আর আমি আপনাকে ত্যক্ত করব না। (যাইতে উদ্যত)—

পুরু। (আগ্রহের সহিত) রাজকুমারি ! যাবেন না, আমার কথা শুনুন, আমাকে ওরূপ নীচাশয় মনে কর্‌-বেন না। আমি যদি দেশকেই উদ্ধার কর্‌তে না পারলেম, তা হলে শুদ্ধ অন্ধ বীরত্ব প্রকাশ করে আমার কি গৌরব হবে ? রাজকুমারি ! আমি সে গৌরবের

আকাঙ্ক্ষী নই। কিন্তু আমি এই কথা বলচি যে, যদি আর কেহই আমার সহায় না হয়, সকলেই যদি আমাকে পরিত্যাগ করে, তথাপি স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য একাকীই আমি ঐ অসংখ্য যবন সৈন্যের সহিত সংগ্রাম কর্‌ব। এতে যদি প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তবু যবনেরা একথা যেন না বল্‌তে পারে, যে তারা ভারতবাসিগণকে মেষের ন্যায় অনায়াসে বশীভূত কত্তে পেরেছে।

ঐলবিলা। কি? ভারতবাসিগণ অনায়াসে মেষের ন্যায় যবনের অধীনতা স্বীকার কর্‌বে? যদি কেহই আমাদের সহায় না হয়, তাই বলে কি আমরা যুদ্ধ হতে ক্ষান্ত হব? তা কখনই নয়। ক্ষত্রিয় হয়ে কেউ কখন কি এ কথা বল্‌তে পারে? আমার বল্‌বার অভিপ্রায় এই যে, যতদূর সাধ্য সহায় বল অর্জ্জনে আমাদের চেষ্টার যেন ত্রুটি না হয়। গৌরবের অনুসরণ হতে আপনাকে বিমুখ কর্‌তে আমার ইচ্ছা নয়, বরং যাতে আপনার গৌরব বৃদ্ধি হয়, তাই আমার মনোগত ইচ্ছা। যা'ন, মহারাজ! আপনার বাহুবলে যবনরাজের দর্প চর্ণ করে দিন, কিন্তু সহায় বল অর্জ্জনে কিছুতেই বিরত হবেন না। সহায় সম্পন্ন না হলে যুদ্ধ যে নিষ্ফল

হবে। এখন মহারাজ! আমাকে অনুমতি দিন, আমি রাজা তক্ষশীলের সহিত সাক্ষাৎ করে একবার দেখি, তাকে কোন রকম করে ফেরাতে পারি কি না। এ আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন যে, কোন কাপুরুষকে আমার হৃদয় কখনই সমর্পণ কর্‌ব না।

পুরু। রাজকুমারি! আমার এতে কোন আপত্তি নেই। আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন, আমি এখন চল্লেম; যবন দূত আমার প্রতীক্ষা কচ্চেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেই আমরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হব।

(উভয়ের প্রস্থান।)

প্রথম অঙ্ক সমাপ্ত।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

তক্ষশীলের শিবির-মধ্যস্থিত একটী ঘর।

অম্বালিকা ও যবনদূত এফেষ্টিয়ন।

এফেষ্টিয়ন। আপনাদের দেশের রাজকুমারগণ সকলই যুদ্ধের জন্য দেখ্‌লেম প্রস্তুত হচ্চেন। কিন্তু আমি এক্ষণে কেন যে আঁপনার সমীপে এলেম, তা রাজকুমারি! শ্রবণ করুন। সেকন্দর সা তাঁর মনের কথা আমাকে সব খুলে বলেন। আমি তাঁর একজন অতি বিশ্বস্ত অনুচর। তিনি আপনার কুশল সংবাদ জান্‌বার জন্য আপনার নিকট আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন আর এই কথা আমাকে বল্‌তে আদেশ করেছেন যে, যেমন এখন সমস্ত ভারতভূমির শান্তি তাঁর উপর নির্ভর কচ্চে, তেমনি তাঁরও হৃদয়ের শান্তি একমাত্র আপনার উপর নির্ভর কচ্চে। আপনি ভিন্ন সে হৃদয় প্রশমন

করে এমন আর কেহই নাই। আপনার ভ্রাতার বিনা সম্মতিতে আপনি কি কোন বাক্যদান কত্তে পারেন না? আপনার মন থাকলে তিনি কখনই আপনাকে নিবারণ কত্তে পার্‌বেন না। আপনার চারু চরণে কি সমস্ত পৃথ্বীরাজ্য সমর্পণ কত্তে হবে? পৃথিবী শান্তিসুখ উপভোগ করবে, না যুদ্ধ বিপ্লবে প্লাবিত হবে? বলুন, আপনার এক কথার উপর সমস্ত নির্ভর কচ্চে। সেকন্দর সা আপনার প্রেম লাভের জন্য সকলেতেই প্রস্তুত আছেন।

অম্বালিকা। দূতরাজ! এই যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে এখনও কি এই অধীনীকে তাঁর স্মরণ আছে? আমার হীন রূপের এমনই কি মোহিনী শক্তি যে, তাঁর মনকে বশীভূত কত্তে পারে? তাঁর হৃদয় গৌরব-স্পৃহাতেই পরিপূর্ণ, আমার জন্য সেখানে কি তিনি তিলার্দ্ধ স্থান রেখেছেন? তাঁর হৃদয়কে কি আমি প্রেমশৃঙ্খলে বন্ধন কত্তে পেরেছি? আমি জানি, তাঁর মতন বন্দিগণ প্রেমশৃঙ্খলে কখনই বহুদিন বদ্ধ হয়ে থাক্‌তে পারেন না। গৌরব-স্পৃহা ঐ শৃঙ্খল ছিন্ন করে আপনার দিকেই বলপূর্ব্বক নিয়ে যায়। আমি যখন বন্দী হয়ে তাঁর শিবিরে

ছিলেম, তখন বোধ হয় আমার প্রতি তাঁর একটু অনু-
রাগ হয়েছিল, কিন্তু আমি যখনি তাঁর লৌহ শৃঙ্খল
মোচন করে তাঁর ওখান থেকে চলে এসেছি, তখনই
বোধ হয়, তিনিও আমার প্রেমশৃঙ্খল ভগ্ন করে
ফেলেছেন।

এফেষ্টিয়ন। আপনি যদি তাঁর হৃদয়কে দেখ্‌তে
পেতেন, তা হলে ও কথা বল্‌তেন না। যে দিন অবধি
আপনি তাঁর ওখান থেকে চলে এসেছেন, সেই দিন
অবধি তিনি বিরহ জ্বালায় দগ্ধ হচ্চেন। তিনি আপনার
জন্যই এত দেশ, এত রাজ্য উচ্ছিন্ন করেছেন, আপ-
নার সমীপবর্ত্তী হবার জন্যই তিনি কোন বাধাকেই
বাধা জ্ঞান করেন নি, অবশেষে কত বিঘ্ন অতিক্রম করে
তবে আপনাকে রাজা তক্ষশীলের প্রাসাদ হতে নিয়ে
যেতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু আপনি এখন নির্দ্দয়
হয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে এসেছেন। তাই তিনি
ভাব্‌ছেন, তিনি এত কল্লেন, তবু তিনি এখনও আপনার
হৃদয় দুর্গ মধ্যে প্রবেশ লাভ কত্তে পাল্লেন না। রাজ-
কুমারি! এখনও কেন আপনি তাঁর প্রতি হৃদয় দ্বার রুদ্ধ
করে রয়েছেন? যদি তাঁর প্রেমের প্রতি আপনার কোন

সন্দেহ থাকে,—তাঁর প্রেম কৃত্রিম বলে যদি আপনার মনে হয়,——

অম্বালিকা। দূতরাজ! আপনার নিকট আমার মনের কথা তবে খুলে বলি। উপযুক্ত সময় পাইনি বলে, আমি এতদিন প্রকাশ করিনি। আর আমি হৃদয়ের ভাব গোপন করে রাখ্‌তে পাচ্ছি নে। সেকন্দর সাকে তবে এই কথা বল্‌বেন যে, যদিও আমি তাঁর নিকট হতে চলে এসেছি, তথাপি আমার হৃদয় তাঁর নিকট বন্দী রয়েছে। যখন তিনি প্রথম আমাদের প্রাসাদে প্রবেশ করে, আমাকে বন্দী করেছিলেন, তখন তাঁর সেই তেজোময় মূর্ত্তি দেখে আমি একেবারে মোহিত হয়ে গিয়েছিলেম, কোথায় আমার দাসত্ব-শৃঙ্খলকে আমি অভিশম্পাৎ কর্‌বো, না—আমি সেই শৃঙ্খলকে মনে মনে বারম্বার চুম্বন করেছিলেম। তিনি এখন বল্‌তে পারেন যে, তবে কেন সেই শৃঙ্খল ছিন্ন করে আমি এখানে চলে এসেছি; দূতরাজ! তার একটী কারণ আছে;—আমার ভ্রাতা সেকন্দরসার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বার জন্য কৃতসংকল্প হয়েছেন, তিনি পতঙ্গের ন্যায় সেই পৃথ্বীবিজয়ী বীরপুরুষের কোপানলে আপনাকে

নিক্ষেপ কত্তে যাচ্চেন। ভ্রাতৃস্নেহের অনুরোধে, তাঁকে এই দুঃসাহসিক কার্য্য হতে বিরত কর্‌বার জন্যই আমি এখানে এসেছি; কিন্তু সেকন্দরসা কি আবার সসজ্জ হয়ে আমার ভাইকে আক্রমণ কত্তে আস্‌বেন? আমার ভ্রাতার রক্তপাত করে, সেই রক্তাক্ত হস্তে কি আমাকে আলিঙ্গন কত্তে তিনি ইচ্ছা করেন?

এফেষ্টিয়ন। না রাজকুমারি! তিনি কখনই তা ইচ্ছা করেন না, আর সেই জন্যই তিনি আপনাদের রাজকুমারগণের সহিত সন্ধি কর্‌বার প্রস্তাব কচ্চেন। পাছে রাজা তক্ষশীলের রক্তবিন্দু পাতে আপনার চারু-নেত্র হতে অশ্রুবিন্দু পতিত হয়, এই আশঙ্কাতেই তিনি শান্তি প্রার্থনা কচ্চেন। আপনাদের রাজকুমারগণকে আপনি যুদ্ধ হতে নিবারণ করুন। বিশেষতঃ যেন রাজা তক্ষশীল যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হন, কারণ সেকন্দরসা, রাজা তক্ষশীলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ ক'রে, আপনাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না।

অম্বালিকা। দূতরাজ! আমার ভায়ের জন্য আমার যে কি ভাবনা হয়েছে, তা আপনাকে কি বল্‌ব, সেক-ন্দরসার সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে আমি তাঁকে কত নিষেধ কচ্চি,

কিন্তু তিনি আমার কথা কিছুতেই শুন্‌চেন না। সেই মায়াবিনী ঐলবিলা ও পুরুরাজ তাঁর মনের উপর একাধিপত্য কচ্চে। রাণা ঐলবিলার প্রেমাকাঙ্ক্ষায় ও পুরুরাজের উত্তেজনা-বাক্যে তাঁর মন একেবারে বশীভূত হয়েছে। এতে যে আমার কি ভয় হয়েছে, তা আমি কথায় বল্‌তে পারিনে। শুদ্ধ আমার ভায়ের জন্য ভয় হচ্চে না,—সেকন্দরসার জন্যও আমার ভয় হচ্চে। সেকন্দরসার কীর্ত্তি আমি কাণে শুনেছি, তাঁর বিক্রমও আমি স্বচক্ষে দেখেছি,—জানি, তিনি আপনার বাহুবলে পৃথিবীর অনেক দেশ জয় করেছেন,—জানি, তিনি শত শত রাজাকে পরাজয় করেছেন, কিন্তু—কিন্তু—পুরুরাজকেও আমি জানি। আমার ভয় হচ্চে, পাছে পুরুরাজের সহিত যুদ্ধে সেকন্দরসা——

এফেষ্টিয়ন। রাজকুমারি! ও অলীক আশঙ্কা ত্যাগ করুন। পুরু যা কত্তে পারে করুক, ভারতভূমির সমস্ত প্রদেশ কেন তার হয়ে অস্ত্র ধারণ করুক না, তাতে কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। রাজকুমারি! আপনি কেবল এইটী দেখ্‌বেন, যেন রাজা তক্ষশীল এই যুদ্ধে যোগ না দেন।

অম্বালিকা। দূতরাজ! আপনার কার্য্য শীঘ্র সম্পন্ন করে আসুন। রাজকুমারগণের সহিত সন্ধির প্রস্তাব করে দেখুন। যদি যুদ্ধ একান্তই ঘটে, তা হলে দেখ্‌বেন, যেন সেকন্দরসার বজ্র, রাজা তক্ষশীলের মস্তকে পতিত না হয়।

(অম্বালিকার প্রস্থান।)

এফেষ্টিয়ন। এই যে রাজকুমারগণ এইখানেই আসছেন।

পুরু, তক্ষশীল ও চারিজন রাজকুমারের প্রবেশ।

পুরু। দূতরাজ। আমাদের আস্‌তে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হয়েছে, তজ্জন্য আমাদের মার্জ্জনা কর্‌বেন। এখন আপনার কি প্রস্তাব শোনা যাক্‌।

এফেষ্টিয়ন। রাজকুমারগণ! প্রণিধান করে শ্রবণ করুন। মহাবীর সেকন্দরসা আপনাদের নিকট এই প্রস্তাব করে পাঠিয়েছেন যে, এখনও যদি আপনাদের ইচ্ছা থাকে, তা হলে সন্ধি গ্রহণ করুন, নচেৎ তুমুল যুদ্ধে আপনাদের রাজ্য ছারখার হয়ে যাবে ও অনতিবিলম্বে আপনাদের প্রাসাদের উপর তাঁর জয় পতাকা উড্ডীন দেখবেন। ম্যাসিডোনীয় মহাবীরের প্রচণ্ডগতি, আপ-

নারা কি মনে কচ্চেন রোধ কর্‌তে সমর্থ হবেন ? কখনই না। সিন্ধুনদীর তীরে কি তাঁর জয় পতাকা উড্ডীন হয় নি ? তবে কি সাহসে আপনারা তবু তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেছেন? যখন তিনি আপনাদের রাজধানী পর্য্যন্ত আক্রমণ কর্‌বেন, যখন আপনাদের সৈন্যগণের রক্তে রণ-ক্ষেত্র প্লাবিত হয়ে যাবে, তখন নিশ্চয় আপনাদের অনু-তাপ কত্তে হবে। তাঁর সৈন্যগণ সংগ্রামের জন্য উন্মত্ত হয়ে উঠেছে, তিনি কেবল তাদের থামিয়ে রেখেছেন। আপনাদের এই সুন্দর রাজ্য ছারখার কর্‌বার তাঁর ইচ্ছা নাই, আপনাদের রক্তে অসি ধৌত কর্‌বারও তাঁর ইচ্ছা নাই। তবে যদি আপনারা বৃথা গৌরব-স্পৃহার বশবর্ত্তী হয়ে তাঁর কোপানল উদ্দীপিত করেন, তা হলে নিশ্চয় আপনাদের মহাবিপদ উপস্থিত হবে। এখনও তিনি প্রসন্ন আছেন, এখনও তিনি আপনাদের সঙ্গে সন্ধি কত্তে প্রস্তুত আছেন। বলুন, সংগ্রাম না সন্ধি ?—সংগ্রাম না সন্ধি ? এই শেষবার বল্‌চি। এখন আপনাদের যথা অভিরুচি, করুন।

তক্ষশীল। যদিও সেকন্দরসা আমাদের রাজ্য আক্র-মণ করেছেন, তথাপি তাঁর গুণের প্রতি আমরা অন্ধ নই।

আমরা তাঁর দাসত্ব স্বীকার কত্তে পারিনে বটে, কিন্তু তাঁর সহিত সন্ধি স্থাপন কত্তে আমাদের কোন আপত্তি নেই।

প্রথম রাজকুমার। আমরা যবন দস্যুর সঙ্গে কখনই সন্ধি কর্‌ব না।

দ্বিতীয় রাজকুমার। রাজা তক্ষশীলের কথা আমরা শুন্‌ব না।

তৃতীয় রাজকুমার। রাজা তক্ষশীল আমাদের ইচ্ছার বিপরীত কথা বল্‌ছেন।

চতুর্থ রাজকুমার। পুরুরাজ আমাদের হয়ে কথা ক'ন, রাজা তক্ষশীল কাপুরুষের ন্যায় কথা বল্‌ছেন।

পুরু। যখন পঞ্চনদ-কূলবর্ত্তী সমস্ত প্রদেশের রাজগণ যবন রাজের বিরুদ্ধে এই বিতস্তা নদীকূলে প্রথম সমবেত হন, তখন আমি মনে করেছিলেম যে, সকলেই বুঝি এক হৃদয়ে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছেন। কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, তাঁদের মধ্যে একজন স্বদেশের স্বাধীনতা অপেক্ষা যবনরাজের বন্ধুত্বকে অধিক মূল্যবান জ্ঞান করেন। রাজা তক্ষশীল যখন স্বদেশের স্বার্থ বিসর্জন কত্তে উদ্যত হয়েছেন, তখন স্বদেশের হয়ে কোন কথা বল্‌বার ওঁর কিছুমাত্র অধিকার

নাই এবং দূতরাজ! তাহা আপনার শোনাও কর্ত্তব্য নয়। অন্যান্য রাজকুমারগণের কি অভিপ্রায়, তাতো আপনি এইমাত্র শুন্‌লেন। আমি তাঁদের প্রতিনিধি হয়ে, দেশের প্রতিনিধি হয়ে, আপনাকে পুনর্ব্বার বল্‌চি, আপনি শ্রবণ করুন। যবনরাজ সেকন্দর সা কি উদ্দেশে আমাদের দেশে এসেছেন? তিনি কেন আমাদের দেশ আক্রমণ কল্লেন? এতদিন আমাদের দেশে গভীর শান্তি বিরাজ কর্‌ছিল, তিনি আমাদিগকে আক্রমণ করে কেন সেই শান্তি ভঙ্গ কল্লেন? আমরা কি অগ্রে তাঁর প্রতি কোন শত্রুতাচরণ করেছিলেম যে, তজ্জন্য তাঁর ক্রোধ উদ্দীপিত হয়েছে? তাঁর এতদূর স্পর্দ্ধা যে তিনি বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনায় আমাদের দেশ আক্রমণ কত্তে সাহসী হলেন? তাঁর প্রগল্‌ভতার সমুচিত শাস্তি না দিয়ে আমরা কি এখন তাঁকে ছেড়ে দেব? তা কখনই হতে পারে না। তিনি কি মনে কচ্চেন যে, পৃথিবীর সমস্ত রাজাকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করে তিনি একাধিপত্য কর্‌বেন? সমস্ত পৃথিবীকে তিনি কি একটী বৃহৎ কারাগার করে তুল্‌তে চান? না, আমি যদি পারি, তাঁকে তা কখনই কত্তে দেব না।

প্রথম রাজকুমার। ধন্য পুরুরাজ!

দ্বিতীয় রাজকুমার। পুরুরাজ বেশ বল্‌চেন।

পুরু। দূতরাজ! লোক্‌কে কষ্ট হতে মুক্ত কর্‌-বার জন্যই ক্ষত্রিয় নামের সৃষ্টি, সেই বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়রক্ত বিন্দুমাত্র বহমান থাক্‌তে কখনই অত্যাচারীর অত্যাচার সমস্ত পৃথিবীর উপর সম্পূর্ণরূপে প্রভুত্ব স্থাপন কত্তে পার্‌বে না। সূর্য্য নিস্তেজ হতে পারে, অগ্নিও চন্দ-নের ন্যায় শীতলস্পর্শ হতে পারে; কিন্তু ক্ষত্রিয়তেজ কিছুতেই নিভিবার নয়, যতদিন ক্ষত্রিয় নাম জগতে থাকৃবে, ততদিনই ইহাদের সেই তেজোময় জয়-পতাকা ভারতরাজ্যে অত্যাচারীর পাপমস্তকে নিখাত থাক্‌বে। আমার নিশ্চয় বোধ হচ্চে যে, এতদিনের পর সেকন্দর সার চিরসঞ্চিত গৌরব নির্ব্বাপিত হবার সময় উপস্থিত, না হ'লে কি নিমিত্ত উনি নানা রাজ্য দেশ অতিক্রম করে, অবশেষে এই ভারতরাজ্যে এসে পদার্পণ কল্লেন?——ক্ষত্রিয়বাহুবলে যবনরাজের দাসত্ব হতে মুক্ত হ'লে, পৃথ্বীবাসিগণ পরে যাহা বল্‌বে, তাহা এখনি যেন আমার কর্ণে ধ্বনিত হচ্চে। তারা আহ্লাদিত চিত্তে গদগদ স্বরে এইরূপ বল্‌তে থাক্‌বে

যে, অত্যাচারী সেকন্দর সা সমস্ত পৃথিবীকে দাসত্ব-শৃঙ্খলে বদ্ধ করেছিলেন ; কিন্তু পৃথিবীর প্রান্তভাগনিবাসী কোন এক জাতি, সেই শৃঙ্খল চূর্ণ করে, পৃথিবীকে শান্তি প্রদান করেছে।——আর দূতরাজ ! আপনি বার বার যে এক সন্ধির কথা উল্লেখ কচ্চেন, কিন্তু এটী আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন যে, ক্ষত্রিয়গণ পদানত শত্রুর সহিতই সন্ধি স্থাপন করেন। অতএব যদি সেরূপ হয়, তা হলে আমরা সন্ধি কর্‌তে বিমুখ নই।

এফেষ্টিয়ন। কি ! সেকন্দরসা আপনাদের পদানত হবেন ? তা হলে বলুন না কেন, সিংহও শৃগালের পদানত হবে ! আপনি অতি দুঃসাহসিকের ন্যায় কথা কচ্চেন দেখ্‌ছি, এখনও বিবেচনা করে দেখুন, এখনও সময় আছে। ঝড় একবার উঠ্‌লে আর রক্ষা থাক্‌বে না। যদি মেদিনী আপনাদের ন্যায় দুর্ব্বল সহায় অবলম্বন ক'রে সেকন্দর সার দুশ্ছেদ্য শৃঙ্খল হতে মুক্ত হতে আশা করে থাকেন, তা হলে সে কি দুরাশা ! আপনি দেখ্‌ছি সেকন্দরসাকে এখনও চিন্‌তে পারেন নি। আর আপনাকে নিবারণ কর্‌ব না। অনলে পতনো-ন্মুখ নির্ব্বোধ পতঙ্গের মৃত্যু কেহই নিবারণ কর্‌তে

পারে না। আপনি দেখ্‌বেন, যখন মহাপরাক্রান্ত দারায়ুস রাজা——

পুরু। আমি আবার দেখব কি? আপনি কি এই বলতে যাচ্চেন যে, যখন পারস্য-রাজ সেকন্দর সার বাহু-বলে পরাভূত হয়েছেন, তখন আপনারা কেন বৃথা চেষ্টা কচ্চেন? এই বল্‌তে যাচ্চেন? মহাশয়! বিলাস-লালসা যে রাজাকে অগ্র হতেই মৃতপ্রায় নির্ব্বীর্য্য করে ফেলেছিল, সেই বিলাসী রাজাকে পরাভূত করা কি বড় পৌরুষের কার্য্য? নির্ব্বীর্য্য পারসিকেরা যে তাঁর অধীনতা স্বীকার কর্‌বে, তাতে আর বিচিত্র কি? কোন কোন জাতি তাঁর নামে ভীত হয়েই তাঁর শরণাপন্ন হয়েছে, আবার কোন কোন জাতি তাঁকে দেবতা মনে করে তাঁর পদানত হয়েছে। আমরা তো আর তাঁকে সে চক্ষে দেখি নে। কোন অসভ্য বন্য-দেশে তিনি আপনাকে দেবতা বলে পরিচয় দিতে পারেন, কিন্তু এ আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন, সুসভ্য ভারত-বাসিগণ তাঁকে মনুষ্য অপেক্ষা কিছুমাত্র অধিক জ্ঞান কর্‌বে না। দূতরাজ! তাঁকে বল্‌বেন, যে এদেশে তিনি তাঁর পথে কখনই কোমল পুষ্প বিকীর্ণ দেখ্‌তে পাবেন

না। সহস্র সহস্র শাণিত অসির উপর দিয়ে তাঁর প্রতিপদ অগ্রসর হতে হবে। তার সাক্ষী দেখুন না কেন, সমস্ত পারস্যরাজ্য অধিকার কত্তে তাঁর যত না পরিশ্রম, যত না সৈন্য, যত না কাল ব্যয় হয়েছিল, এখানে অওর্ণা নামক একটী ক্ষুদ্র পর্ব্বত অধিকার কত্তে তাঁর তদপেক্ষা অধিক আয়াস, অধিক সৈন্য, ও অধিক কাল ব্যয় কত্তে হয়েছে। এমন কি এক সময় তিনি জয়ের আশা পরিত্যাগ করে সৈন্যগণকে পলায়নের আদেশ পর্য্যন্ত দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

এফিষ্টিয়ন। (দণ্ডায়মান হইয়া) আমি আর আপনা-দিগকে নিবারণ কত্তে চাইনে। আপনাদের যথা অভি-রুচি করুন, কিন্তু আমি এই আপনাদের বলে যাচ্চি, যে এর জন্য নিশ্চয় পরে আপনাদের অনুতাপ কত্তে হবে। মহাবীর সেকন্দর সা আপনাদিগকে শান্তি প্রদান করে যে এক উচ্চতর গৌরবের আকাঙ্ক্ষী হয়েছিলেন, আপনি যখন সে গৌরব হতে তাঁকে বঞ্চিত কচ্চেন, তখন দেখ্‌বেন আপনাদের রাজ্য ছারখার করে, আপনা-দের সিংহাসন বিনষ্ট করে, আপনাদের দেশ শোণিত ধারায় প্লাবিত করে, অন্য প্রকার, ভীষণতর গৌরব তিনি

অর্জ্জন কর্‌বেন। তিনি সসৈন্যে আপনাদের বিরুদ্ধে আগতপ্রায়, আর বিলম্ব নাই।

পুরু। আমাদেরও তাই প্রার্থনা। আমরা তাতে ভীত নই। আপনি তাঁকে বল্‌বেন, আমরা সকলে তাঁর প্রতীক্ষা করে আছি। কিম্বা না হয় আমরাই তাঁর সঙ্গে অগ্রে সাক্ষাৎ করব।

এফেষ্টিয়ন। আমি চল্লেম।

(এফেষ্টিয়নের প্রস্থান।)

তক্ষশীল। মহাশয়! দূতরাজকে কি রাগিয়ে দিয়ে ভাল কাজ হল?

প্রথম রাজকুমার। উনিতো উচিত কথাই বলেছেন এতে যদি ওঁর রাগ হয় তো আমরা কি কর্‌ব?

দ্বিতীয় রাজকুমার। রাগ করেই বা উনি আমাদের কি কর্‌বেন?

পুরু। (তক্ষশীলের প্রতি) দূতরাজ আমাদের উপরেই ক্রুদ্ধ হয়েছেন; আপনার কোন ভয় নাই। আপনার অনুকূলে তিনি সেকন্দর সার নিকট বল্‌বেন এখন। রাণী ঐলবিলা, ও আমরা এই কয়জন ভারতবর্ষের গৌরব রক্ষা কর্‌ব। আমাদের যুদ্ধ আপনি দূর হতে দেখ্‌বেন,

কিম্বা সেকন্দর সার বন্ধুতার অনুরোধে আপনি মাতৃ-ভূমির বিরুদ্ধেও অস্ত্রধারণ কত্তে পারেন।

তক্ষশীল। আমার বল্‌বার অভিপ্রায় তা নয়।

তৃতীয় রাজকুমার। (আর তিনজন রাজকুমারের প্রতি) চলুন এখন যাওয়া যাক্, আমাদের সৈন্যগণকে প্রস্তুত করি গে। (পুরু ও তক্ষশীলের প্রতি) আমরা তবে চল্লেম।

(চারিজন রাজকুমারের প্রস্থান।)

ঐলবিলার প্রবেশ।

ঐলবিলা। (তক্ষশীলের প্রতি) রাজকুমার! আপনার সম্বন্ধে একটা কি জনরব শুন্‌তে পাচ্চি, সে কি সত্য? আমাদের শত্রুগণ অহঙ্কার করে বল্‌চে যে, "রাজা তক্ষশীলকে তো আমরা অর্দ্ধেক বশীভূত করে ফেলেছি," রাজা তক্ষশীল বলেচেন নাকি যে, যে রাজাকে তিনি ভক্তি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে তিনি কখন অস্ত্রধারণ কত্তে পারবেন না, একি সত্য?

তক্ষশীল। রাজকুমারি! শত্রুবাক্য একটু সন্দেহের সহিত গ্রহণ করা উচিত। আর আপনাকে আমি কি বলব? সময়ে আমাকে দেখে নেবেন।

ঐলবিলা। এই অমঙ্গলজনক জনরব যেন মিথ্যা হয়,

এই আমার ইচ্ছা। যে গর্ব্বিত শত্রুগণ এই জনরব রটিয়েছে, যা'ন রাজকুমার আপনি তাদের সমুচিত শাস্তি দিয়ে আসুন। পুরুরাজের ন্যায় অস্ত্রধারণ করে সেই দুরাত্মা যবনদিগকে আক্রমণ করুন। তাদের ভীষণ শত্রু ব'লে সকলের নিকট আপনাকে প্রকাশ্যরূপে পরিচয় দিন।

তক্ষশীল। (দণ্ডায়মান হইয়া) রাজকুমারি! আমি এখনি আমার সৈন্যগণকে সজ্জিত কত্তে চল্লেম।

ঐলবিলা, পুরু। (দণ্ডায়মান হইয়া) চলুন আমরাও যাই।

তক্ষশীল। (স্বগত) ঐলবিলা বোধ হয় পুরুরাজকেই আন্তরিক ভাল বাসেন, কিন্তু আমারও আশা একেবারে যাচ্চে না (চিন্তা করিয়া) দূর হোক্, কেন বৃথা আশায় মুগ্ধ হয়ে, আমি আমার ধন প্রাণ রাজ্য সকলি খোয়াতে যাচ্চি? যাই সেকন্দর সার হস্তে আমার সমস্ত সৈন্য সমর্পণ করে তাঁরই শরণাপন্ন হই গে।

(তক্ষশীলের প্রস্থান।)

ঐলবিলা। (তক্ষশীলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) ভীরু! তোর কথায় আমি ভুলি নে। সমরোৎসাহী বীরপুরুষের ওরূপ কথার ধারা নয়। (পুরুর প্রতি) রাজকুমার! ঐ

কাপুরুষ নিশ্চয় ওর ভগিনীর কথায় আপনার দেশ ও পৌরুষকে বলিদান দিতে সঙ্কল্প করেছে। এখন ও মনের ভাব গোপন করে রাখ্‌তে চেষ্টা কচ্চে, কিন্তু যুদ্ধের সময় বোধ করি প্রকাশ করবে।

পুরু। ওরূপ অপদার্থ হীন সহায় আমাদের পক্ষ হতে বিচ্ছিন্ন হলে কোন ক্ষতি নাই। বরং তাতে আমাদের মঙ্গলই আছে। কপটবন্ধু অপেক্ষা প্রকাশ্য শত্রুও ভাল। যদি আমাদের এক বাহুতে কোন দুরারোগ্য সাঙ্ঘাতিক ক্ষত উৎপন্ন হয়, তা হলে বরং সেই বাহু কেটে ফেলা ভাল, তথাপি ঐ ক্ষত পোষণ করে রাখা কর্ত্তব্য নয়।

ঐলবিলা। কিন্তু রাজকুমার! আপনি যে অসাধ্য সাধনে প্রবৃত্ত হচ্চেন। সেকন্দর সার কত বল, তা কি আপনি গণনা করে দেখেছেন? আপনি একাকী, দুই চারিজন ক্ষুদ্র রাজকুমার মাত্র আপনার সহায়। আপনি কি করে অত অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ কর্‌বেন?

পুরু। কি!—রাজকুমারি! আপনি কি ইচ্ছা করেন যে, ঐ কাপুরুষ তক্ষশীলের দৃষ্টান্ত অনুযায়ী আমিও

স্বদেশকে পরিত্যাগ করব? না—আপনি কখনই তা ইচ্ছা করেন না। আমি জানি আপনার হৃদয়ে স্বাধীনতা স্পৃহা প্রজ্বলিত রয়েছে। আপনিই তো সকল রাজকুমারগণকে যবনরাজের বিরুদ্ধে একত্র করেছেন। আপনার চক্ষের সমক্ষে আমরা যে যবনরাজের সহিত যুদ্ধ করে গৌরব লাভ করব, এই আশাতেই আমাদের উৎসাহ আরও দ্বিগুণিত হয়েছে। সমরে গৌরব লাভ করে, যাতে আপনার প্রেম লাভ কত্তে পারি, এই আমার মনের একমাত্র আকিঞ্চন।

ঐলবিলা। যা'ন, রাজকুমার! আর বিলম্ব কর্বেন না। আপনার সৈন্যগণকে সজ্জিত করুন গে, আমি একবার এইখানে চেষ্টা করে দেখি, তক্ষশীলের সৈন্যগণকে যবনগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দিতে পারি কি না। হাজার হউক, তবু তারা ক্ষত্রিয় সৈন্য। স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য তারা সব কত্তে পারে। এই আমার শেষ চেষ্টা। তার পরেই আপনার সঙ্গে শিবিরে গিয়ে মিলিত হব।

পুরু। রাজকুমারি! আর একটু পরেই আমি যুদ্ধ-তরঙ্গের মধ্যে প্রবেশ করব, হয়তো যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ

ত্যাগ কত্তে হবে। এই ব্যালা যদি অন্তত জান্‌তেও পারি যে, যাকে আমি আমার জীবন মন সকলই সমর্পণ করেছি, সে আমার প্রতি——

ঐলবিলা। যা'ন, রাজকুমার! অগ্রে যুদ্ধে জয় লাভ করুন, এখন প্রেমালাপের সময় নয়।

(উভয়ের প্রস্থান।)

দ্বিতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পুরুরাজের শিবির-সম্মুখীন ক্ষেত্র।

সৈন্যগণ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে ও ধ্বজবাহক নিশান হস্তে দণ্ডায়মান, অশ্বপৃষ্ঠে বর্ম্মাবৃত পুরুরাজের প্রবেশ।

সৈন্যগণ। (পুরুরাজকে দেখিয়া অসি নিষ্কোষিত করিয়া উৎসাহের সহিত) জয় ভারতের জয়! জয় মহারাজের জয়!

(নেপথ্যে—রণবাদ্য ও "জয় ভারতের জয়, গাও ভারতের জয়, জয় ভারতের জয়, কি ভয় কি ভয় গাও ভারতের জয়" শুদ্ধ এই চরণটী মাত্র একবার গাইয়া গান বন্ধ হইল।)

পুরু।—

ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্দ্দান্ত যবন গণ,
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।

হও সবে একপ্রাণ, মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ ॥
বিলম্ব না সহে আর, উলঙ্গিয়ে তলবার,
জ্বলন্ত অনল সম চল সবে রণে।
বিজয় নিশান দেখ উড়িছে গগণে ॥

যবনের রক্তে ধরা হোক্ প্লবমান,
যবনের রক্তে নদী হোক্ বহমান,
যবন-শোণিত-বৃষ্টি করুক্ বিমান,
ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক্ ফলবান।

সৈন্যগণ। (উৎসাহের সহিত।)

যবনের রক্তে ধরা হোক্ প্লবমান,
যবনের রক্তে নদী হোক্ বহমান,
যবন-শোণিত-বৃষ্টি করুক্ বিমান,
ভারতের ক্ষেত্র তাহে হোক্ ফলবান।

পুরু।——

এত স্পর্দ্ধা যবনের, স্বাধীনতা ভারতের,
অনায়াসে করিবে হরণ ?
তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারতভূমে,
পুরুষ নাহিক একজন ?
"বীর-যোনি এই ভূমি, যত বীরের জননী,"
না জানে এ কথা তারা অবোধ যবন।
দাও শিক্ষা সমুচিত, দেখুক্ বিক্রম ॥

ক্ষত্রিয় বিক্রমে আজ কাঁপুক্ মেদিনী,
জ্বলুক্ ক্ষত্রিয় তেজ দীপ্ত দিনমণি,
ক্ষত্রিয়ের অসি হোক্ জ্বলন্ত অশনি,
চৌদ্দ লোক কেঁপে যাক্ শুনি সেই ধ্বনি।

সৈন্যগণ। (উৎসাহের সহিত।)

ক্ষত্রিয় বিক্রমে আজ কাঁপুক্ মেদিনী,
জ্বলুক্ ক্ষত্রিয় তেজ দীপ্ত দিনমণি,
ক্ষত্রিয়ের অসি হোক্ জ্বলন্ত অশনি,
চৌদ্দ লোক কেঁপে যাক্ শুনি সেই ধ্বনি।

পুরু।——

পিতৃ পিতামহ সবে, ছাড়ি দুঃখময় ভবে,
গিয়াছেন চলি যাঁরা পুণ্য দিব্যধাম।
রয়েছেন নেত্রপাতি, দে'খ যেন যশোভাতি
না হয় মলিন,—থাকে ক্ষত্রকুল নাম॥
স্বদেশ উদ্ধার তরে মরণে যে ভয় করে,
ধিক্ সেই কাপুরুষে, শত ধিক্ তারে,
পচুক্ সে চিরকাল দাসত্ব আঁধারে।
স্বাধীনতা বিনিময়ে, কি হবে সে প্রাণ লয়ে,
যে ধরে এমন প্রাণ ধিক্ বলি তারে॥
যায় যাক প্রাণ যাক্, স্বাধীনতা বেঁচে থাক্,
বেঁচে থাক্ চিরকাল দেশের গৌরব।
বিলম্ব নাহিক আর, খোল সবে তলবার,
ঐ শোন ঐ শোন যবনের রব।

এইবার বীরগণ! কর সবে দৃঢ় পণ,
মরণ শরণ কিম্বা যবন নিধন,
যবন নিধন কিম্বা মরণ শরণ,
শরীর পতন কিম্বা বিজয় সাধন।

সৈন্যগণ। (উৎসাহের সহিত।)

মরণ শরণ কিম্বা যবন নিধন,
যবন নিধন কিম্বা মরণ শরণ,
শরীর পতন কিম্বা বিজয় সাধন।

(অকস্মাৎ বাত্যার আবির্ভাব।)

পুরু। ওঃ!—কি ভয়ানক ঝড়! আকাশ ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হ'য়ে গেছে, কাহাকেই যে আর দেখা যাচ্চে না।

একজন গুপ্তচরের প্রবেশ।

গুপ্তচর। (ত্রস্তভাবে।) মহারাজের জয় হউক!

পুরু। (গুপ্তচরের প্রতি।) কি সংবাদ বল দেখি? যবনগণ কি বিতস্তানদী পার হতে পেরেছে?

গুপ্তচর। মহারাজ! এই কয় দিন হতে শত্রুগণ নদী পার হতে চেষ্টা কচ্চে; কিন্তু কিছুতেই পেরে ওঠে নি। কাল সেকন্দরসার দুইজন সাহসী সেনাপতি কতকগুলি বাছা বাছা সৈন্য নিয়ে সাঁতার দিয়ে নদীর

একটা দ্বীপে উঠেছিল। সেখানে আমাদের দুই চারি জন সেনা মাত্র ছিল, তারা সকলেই পরাভূত হয়, এমন সময় আমাদের আর কতকগুলি সৈন্য সাঁতার দিয়ে সেখানে গিয়ে পড়াতে, যবনসৈন্যগণ নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পড়্‌ল; তাদের মধ্যে কেহ কেহ ডুবে গেল, কেহ কেহ স্রোতে যে কোথায় ভেসে গেল, তা কেহই দেখ্‌তে পেলে না। এইরূপে সেকন্দরসা বলে যতদূর হয়, তা চেষ্টা কত্তে ত্রুটি করেন নি। শেষকালে আর কিছু-তেই না পেরে, আজ তিনি শৃগালের ধূর্ত্ততা অবলম্বন করেছেন।

পুরু। কি! সেকন্দরসা শৃগালের ধূর্ত্ততা অবলম্বন করেছেন?

গুপ্তচর। মহারাজ! আজ যেরূপ ভয়ানক দুর্য্যোগ, ঝড় বৃষ্টি ও অন্ধকার, তা তো আপনি স্বচক্ষে দেখ্‌ছেন। শত্রুগণ এই সুযোগ পেয়ে, অন্ধকারের আবরণে অলক্ষিতভাবে এ পারে এসেছে; কিন্তু তারা যে কোথায় আছে, আমরা এই অন্ধকারে দেখ্‌তে পাচ্চিনে, এক একবার কেবল তাদের কোলাহলমাত্র শোনা যাচ্চে।

পুরু। আমি শুনেছিলেম, পারসিকদিগের সহিত

আরাবেলার যুদ্ধে সেকন্দরসার একজন সেনাপতি রাত্রে অলক্ষিতভাবে শত্রুগণকে আক্রমণ কর্‌বার পরামর্শ তাঁকে দেওয়াতে তিনি সদর্পে এইরূপ বলেছিলেন যে, "সেকন্দরসা কখন চৌরের ন্যায় অলক্ষিতভাবে আক্রমণ করে জয়লাভ কত্তে ইচ্ছা করেন না। তিনি প্রকাশ্য দিবালোকেই যুদ্ধ করেন।" যে সেকন্দরসা পারস্যদেশে এ কথা বলেছিলেন, সেই সেকন্দরসা কি ভারতভূমিতে ঠিক্ তার বিপরীতাচরণ কল্লেন ? সৈন্যগণ ! সেই ধূর্ত্ত শৃগালেরা যেখানে থাকুক্ না কেন, তোমরা সিংহের ন্যায় গিয়ে তাদের আক্রমণ ।

সৈন্যগণ। (উৎসাহের সহিত।) জয় ভারতের জয়, জয় ভারতের জয় !

(পুরু ও সৈন্যগণের প্রস্থান।)

(নেপথ্যে—"জয় সেকন্দরসার জয়," "জয় ভারতের জয়," ঘোর যুদ্ধ-কোলাহল।)

গুপ্তচর। (ভয়ে কম্পমান) (স্বগত) এইবার বুঝি উভয় সৈন্যের পরস্পর দেখা হয়েছে। উঃ! কি ভয়ানক যুদ্ধ ! কোলাহল ক্রমেই নিকট হয়ে আস্‌চে দেখ্‌চি। এখন আমি কোথায় পালাই ? একে এই ঘোর অন্ধকার, জন-

প্রাণী দেখা যাচ্চে না—তাতে আবার মুহুর্ম্মুহু বজ্রধ্বনি হচ্চে, এ সময় আমি যাই কোথায়? হে ভগবান্! আমাকে এইবার রক্ষা কর। কেন মর্‌তে আমি এখানে খবর দিতে এসেছিলেম? আ! কি বিপদেই পড়েছি! এই যে একটু আলো হয়েছে দেখ্‌চি, ঝড়টাও থেমেছে, এইবার একটা পালাবার রাস্তা দেখা যাক্, উঃ কি ভয়ানক কোলাহল! (নেপথ্যে—"সকলে শ্রবণ কর! ক্ষত্রিয় সৈন্যগণ, যুদ্ধে ক্ষান্ত হও") (পুনরায় নেপথ্যে—"গ্রিশীয় সৈন্যগণ! তোমরাও ক্ষান্ত হও, রাজা পুরু কি বলেন শোন।") ওকি ও! বোধ হয় আমাদের মহারাজের পরাজয় হয়েছে, আর এখানে থাকা না।

(গুপ্তচরের পলায়ন।)

সৈন্যগণের সহিত সেকন্দরসার প্রবেশ।

সেকন্দরসা। গ্রিশীয় সৈন্যগণ! রাজা পুরু কি বলেন শোন। ওঁর সমস্ত সৈন্যই তো প্রায় বিনষ্ট হয়ে গেছে। বোধ হয়, উনি এখন অস্ত্র পরিত্যাগ করে আমার শরণাপন্ন হচ্চেন।

কতিপয় সৈন্যের সহিত পুরুর প্রবেশ।

পুরু। সকলে শ্রবণ কর, আমি সেকন্দরসাকে

দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান কচ্চি। আমাদের দুইজনে যখন যুদ্ধ হবে, তখন উভয় পক্ষীয় সৈন্যকে নিরস্ত থাক্‌তে হবে। এ প্রস্তাবে সেকন্দরসা সম্মত আছেন কি না ?

সেকন্দরসা। (অগ্রসর হইয়া।) সেকন্দরসাকে যেই কেন যুদ্ধে আহ্বান করুক্ না, তিনি যুদ্ধে কখনই পরাঙ্মুখ নন্। দেখা যাক্, মহারাজ পুরুর কিরূপ অস্ত্রশিক্ষা, কিরূপ বিক্রম; আমি পুরুরাজের প্রস্তাবে সম্মত হলেম।

পুরু। (অগ্রসর হইয়া।) তবে আসুন।

(পুরু ও সেকন্দরসার অসিযুদ্ধ—পরে যুদ্ধ করিতে করিতে পুরুর অসির আঘাতে সেকন্দরসার অসি হস্ত হইতে স্খলিত হইয়া দূরে পতন।)

সেকন্দরসা। ধন্য পুরুরাজের অস্ত্রশিক্ষা!

পুরু। মহারাজ! নিরস্ত্র হয়েছেন, অস্ত্র নিন; ক্ষত্রিয়গণ নিরস্ত্র যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করেন না।

সেকন্দরসা। (অসি পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া মহারোষে।) ক্ষত্রিয়বীর! যোদ্ধামাত্রেরই এই নিয়ম।

(পুনর্ব্বার যুদ্ধ—ও সেকন্দরসার অসির আঘাতে পুরুরাজের অসির অগ্রভাগ ভগ্ন হওন।)

পুরু। ধন্য বাহুবল!

সেকন্দরসা। মহারাজ! নূতন অসি গ্রহণ করুন।

(পুরুরাজের একজন সেনা ত্বরিত আসিয়া আপনার অসি পুরুরাজকে প্রদান।)

পুরু। (মহারোষে।) যবনরাজ! ক্ষত্রিয়রক্ত উত্তপ্ত হইলে ত্রিভুবনেরও নিস্তার নাই; সতর্ক হউন।

(পুনর্ব্বার যুদ্ধ—যুদ্ধ করিতে করিতে পুরু সবলে সেকন্দরসার গ্রীবাদেশ ধারণ করিয়া তাঁহার হৃদয়ে অসি বিদ্ধ করিতে উদ্যত।)

সেকন্দরের সৈন্যগণ। (দৌড়িয়া আসিয়া।) মহারাজকে রক্ষা কর,—মহারাজকে রক্ষা কর!

একজন সেনা। (দৌড়িয়া আসিয়া পুরুরাজকে অসির দ্বারা আহত করত।)—আমরা জীবিত থাক্‌তে,—আমাদের মহারাজের অপমান!—

(পুরু আহত হইয়া ভূমিতে পতন।)

সেকন্দরসা। (ক্রোধে প্রজ্বলিত হইয়া) নরাধম! আমার নিষেধের অবমাননা! শত্রুকে অন্যায় রূপে আহত ক'রে সেকন্দর সার নির্ম্মল যশে তুই আজ কলঙ্ক দিলি? দেখ্‌ দিকি তোর এই জঘন্য আচরণে সমস্ত গ্রীশদেশকে আজ

হাস্যাস্পদ হতে হ'ল ?—এফেষ্টিয়ন ! আমি ওর মৃত্যুদণ্ড আজ্ঞা দিলেম, এখনি ওকে শিবিরে নিয়ে যাক।

এফেষ্টিয়ন। (দুইজন রক্ষকের প্রতি) ঐ নরাধমকে অবরুদ্ধ ক'রে এখনি শিবিরে নিয়ে যাও। ওর ব্যবহারে আমাদের সকলকেই লজ্জিত হ'তে হয়েছে।

(দুইজন রক্ষক কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া উক্ত সেনার প্রস্থান।)

পুরুর সৈন্যগণ। (ক্রোধে অসি নিষ্কোষিত করিয়া) ওরূপ অন্যায় আর সহ্য হয় না। এস আমরাও যবন-রাজকে অসির দ্বারা খণ্ড খণ্ড করে ফেলি।

পুরু। সৈন্যগণ! তোমরা ক্ষান্ত হও, ক্ষত্রিয়ের এরূপ নিয়ম নয় যে, কথা দিয়ে আবার তার বিপরীতাচরণ করে। আমি কথা দিয়েছি, আমার সৈন্যগণ আমাকে সাহায্য কর্‌বে না, অতএব তোমরা নিরস্ত হও।

পুরুর সৈন্যগণ। যবনেরা যখন অন্যায় যুদ্ধে আপনাকে আহত কল্লে, তখন আমরাও আমাদের কথা রাখ্‌তে বাধ্য নই।

পুরু। যবনগণ অন্যায় যুদ্ধ করুক্, কিন্তু ক্ষত্রিয়ের যেন কথার ব্যতিক্রম না ঘটে। "ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতোবাপি

তেন লোকত্রয়ং জিতং।” ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত হলেও সে ত্রিভুবনজয়ী।

সেকন্দরসা। (এফেষ্টিয়নের প্রতি) হস্তে অস্ত্র ধারণ ক’রেও যে পামরগণ যুদ্ধ নিয়মের অনভিজ্ঞ, তারা এখনি আমার সৈন্যদল হ’তে দূরীভূত হউক্।

এফেষ্টিয়ন। মহারাজ! ওরূপ বর্ব্বরগণকে সৈন্য-দল হ’তে দূরীভূত ক’রে, তবে আমার অন্য কাজ।

সেকন্দরসা। (স্বগত) আজ আমাকে বড়ই লজ্জিত হতে হয়েছে। আর আমি এখানে থাক্‌তে পাচ্চিনে। শিবিরে গিয়েই সৈন্যদিগকে উচিত মত শিক্ষা দিতে হবে। (প্রকাশ্যে) শোন এফেষ্টিয়ন

(সেকন্দরসার সহসা প্রস্থান।)

এফেষ্টিয়ন। আজ্ঞা মহারাজ! (যাইতে যাইতে সৈন্য-গণের প্রতি) তোমরা এখানে থাক, আমি এলেম ব’লে।

(দুই তিন জন রক্ষকের সহিত ব্যস্ত সমস্ত হইয়া এফেষ্টিয়নের প্রস্থান।)

পুরুর-সৈন্যগণ। মহারাজ যে মূর্চ্ছা হয়েছেন দেখ্‌ছি, এস আমরা এখন এঁকে ধরাধরি করে আমাদের শিবিরের মধ্যে নিয়ে যাই।

(মূর্চ্ছাপন্ন পুরুকে তুলিয়া সৈন্যগণের গমনোদ্যোগ।)

যবন-সৈন্যগণ। আমাদের বন্দিকে তোরা কোথায় নিয়ে যাস্? রাখ্ এখানে, না হলে দেখ্তে পাবি।

পুরুর-সৈন্যগণ। (অসি নিষ্কোষিত করিয়া) কি, মহাবীর পুরু যবনের বন্দি! আমরা একজন বেঁচে থাক্তেও যবনকে কখনই মহারাজের গাত্র স্পর্শ কত্তে দেব না।

যবনসৈন্যগণ। (অগ্রসর হইয়া ও অসি নিষ্কোষিত করিয়া) কি! এখনও বল প্রকাশ? রাখ্ এখানে বলচি।

(কলহ করিতে করিতে উভয় সৈন্যের প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তক্ষশীলের শিবির মধ্যস্থিত একটী গৃহ।

ঐলবিলার প্রবেশ।

ঐলবিলা। (ব্যগ্রভাবে ইতস্তত পরিভ্রমণ করত স্বগত) সেই কাপুরুষ তক্ষশীল আমাকে দেখ্‌ছি এখানে বন্দি করেছে। তার প্রহরিগণ আমাকে শিবির হতে নির্গত হতে দিচ্চে না। কেন আমি মর্‌তে এখানে এসে-ছিলেম? কেন আমি তখন পুরুরাজের কথা শুন্‌লেম না? হায়! আমি এই যুদ্ধের সময় আমার সৈন্যগণের মধ্যে থাক্‌তে পাল্লেম না? যুদ্ধে না জানি কার জয় হল? পুরুরাজকে আমি বলেছিলেম যে, আমি শীঘ্রই তাঁর শিবিরে গিয়ে তাঁর সঙ্গে মিলিত হব।—না জানি তিনি কি মনে কচ্চেন,—না জানি তিনি এখন কোথায় আছেন। হয় তো রণক্ষেত্রেই প্রাণ বিসর্জন করেছেন। হায়! এখন কি কর্‌ব, এই পিঞ্জর থেকে এখন আমি কি করে বেরুই, কে এখন আমাকে উদ্ধার করে? আমি

যে পত্রখানি লিখে রেখেছি, তাই বা এখন কার হাত দিয়ে পুরুরাজের নিকট পাঠাই? কিছুই তো ভেবে পাচ্চিনে।

নেপথ্যে গান।——

মিলে সবে ভারত-সন্তান, এক তান মনপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান। ইত্যাদি।—

(কিয়ৎকাল পরেই গান থামিল।)

ও কি ও! স্ত্রীলোকের গলার আওয়াজ না? এখানে ভারতের জয় গান কে কচ্চে? তবে কি আমাদের জয় হয়েছে? রোস, এই গবাক্ষ দিয়ে দেখি। ও!—আমাদের দেশের সেই উদাসিনী গায়িকাটী না? হাঁ সেই তো বটে! এখানে সে কি করে এল? রোস, আমি ওকে এখানে ডাকি। উদাসিনীর বেশ দেখে বোধ হয়, প্রহরিগণ ওকে এখানে আস্‌তে নিবারণ কর্‌বে না। (হস্ত সঞ্চালন দ্বারা উদাসিনীকে আহ্বান।) এইবার আমাকে দেখ্‌তে পেয়েছে। এই যে আসচে! এইবার বেশ সুযোগ পেয়েছি, এর দ্বারা পত্রখানি পুরুরাজের নিকট পাঠিয়ে দিলে হয়।

বীণা হস্তে উদাসিনী গায়িকার প্রবেশ।

ঐলবিলা। তুমি এ দেশে কি জন্য এসেছ? তোমাকে দেখে আমার যে কি আহ্লাদ হয়েছে, তা বল্‌তে পারিনে।

উদাসিনী। রাজকুমারি! আমি তো আপনাকে পূর্ব্বেই বলেছিলেম যে, আমি "হোক ভারতের জয়" এই গানটী দেশ বিদেশে গেয়ে গেয়ে বেড়াই, এই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। যাতে সমস্ত ভারতভূমি ঐক্য-বন্ধনে বদ্ধ হয়, এই আমার মনের একান্ত বাসনা।

ঐলবিলা। যুদ্ধে কার জয় হল, তা কি তুমি কিছু শুন্‌তে পেয়েছ?

উদাসিনী। রাজকুমারি! আমি এইমাত্র এখানে এসে পৌঁছিছি, এখনও যুদ্ধের কোন সংবাদ পাইনি। আপনিও কি কিছু সংবাদ পান্‌নি?

ঐলবিলা। না, আমি কোন সংবাদ পাচ্চিনে। শত্রুদের সঙ্গে যোগ ক'রে আমাকে রাজা তক্ষশীল এখানে বন্দি করে রেখেছে।

উদাসিনী। কি রাজকুমারি! আপনি এখানে বন্দি হয়েছেন? রাজা তক্ষশীল, আমাদের দেশের একজন

প্রধান রাজা, তিনি স্বদেশকে পরিত্যাগ ক'রে, শত্রুগণের সহিত যোগ দিয়েছেন ? কি আশ্চর্য্য ! ভারতভূমি এরূপ নরাধমকেও গর্ভে ধারণ করেন ? হা ভারতভূমি ! এখন জান্‌লেম, বিধাতা তোমার কপালে অনেক দুঃখ লিখেছেন। রাজকুমারি ! আপনাকে আমি এখন কি ক'রে উদ্ধার করি, ভেবে পাচ্চিনে ! (চিন্তা করিয়া) রাজা তক্ষশীলের সৈন্যগণ আমার গানে অনেকে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। দেখি যদি তাদের দ্বারা আপনাকে উদ্ধার কর্‌তে পারি।

ঐলবিলা। তোমার আর কিছু কর্‌তে হবে না, যদি এই পত্র খানি তুমি পুরুরাজের হস্তে দিয়ে আস্‌তে পার, তাহলে আমি এই কারাগার হতে মুক্ত হলেও হতে পারি।

উদাসিনী। রাজকুমারি ! আমাকে দিন্ না। তিনি যদি এখন ভীষণ সমরতরঙ্গের মধ্যেও থাকেন, আমি নির্ভয়ে সেখানে গিয়ে আপনার পত্রখানি দিয়ে আস্‌ব। আপনার জন্য, দেশের জন্য, আমি কি না কত্তে পারি ?

ঐলবিলা। এই নেও, তুমি আমার বড় উপকার কল্লে। (পত্র প্রদান।)

উদাসিনী। ও কথা বল্‌বেন না রাজকুমারি! আমার ব্রতই এই। আমি চল্লেম।

(উদাসিনীর প্রস্থান।)

ঐলবিলা। (স্বগত) আ! পত্রখানি পাঠিয়ে যেন আমার হৃদয়ের ভার অনেকটা লাঘব হল।

অম্বালিকার প্রবেশ।

ঐলবিলা। (অম্বালিকার প্রতি) রাজকুমারি! আমাকে রক্ষকগণ শিবিরের বাহিরে যেতে দিচ্চে না কেন? তবে কি আমি এখানে বন্দি হলেম? আপনার ভাই মুখে বলেন যে, তিনি আমাকে ভাল বাসেন। এই কি তাঁর প্রেমের পরিচয়? কোথায় আমি বিশ্বস্ত চিত্তে তাঁর এখানে এলেম, না তিনি কি না বিশ্বাসঘাতক হয়ে আমার স্বাধীনতা হরণ কল্লেন?

অম্বালিকা। ও কথা বল্‌বেন না রাজকুমারি! তিনি তো বিশ্বাসঘাতকের ন্যায় কাজ করেন নি, বরং তিনি প্রণয়িজনের ন্যায়ই ব্যবহার করেছেন। এই তুমুল সংগ্রামের সময় আপনাকে যে এখান হতে বেরুতে দিচ্চেন না, এতে তো তাঁর প্রগাঢ় প্রেমেরই পরিচয় পাওয়া যাচ্চে। এই সময়ে কি কোন স্ত্রীলোকের

বাহিরে বেরন উচিত? এ স্থানটী দেখুন দেকি কেমন নিরাপদ—কেমন চারিদিকেই শান্তি——

ঐলবিলা। এমন শান্তিতে আমার কাজ নাই। যখন আমার সৈন্যগণ পুরুরাজের সহিত আমার জন্য রণস্থলে প্রাণ বিসর্জ্জন কচ্চে, তখন কিনা আমি এখানে একাকী নিরাপদে শান্তি উপভোগ করব? যখন আমার মুমূর্ষু সৈন্যগণের আর্ত্তনাদ প্রাচীর ভেদ করে এখানে আস্‌চে, তখন কিনা আমাকে শান্তির কথা বল্‌চেন?

অম্বালিকা। রাজকুমারি! মহারাজ তক্ষশীল আপনার ন্যায় অমন সুকোমল পুষ্পকে কি, প্রবল যুদ্ধ পবনের মধ্যে নিঃক্ষেপ ক'রে নিশ্চিন্ত থাক্‌তে পারেন?

ঐলবিলা। আপনি আর তাঁর কথা বল্‌বেন না। কোথায় পুরুরাজ দেশের জন্য প্রাণ দিচ্চেন, আর আপনার কাপুরুষ ভাই কি না মাতৃভূমিকে পরিত্যাগ কল্লেন ও অবশেষে আমার পর্য্যন্ত স্বাধীনতা হরণ কল্লেন।

অম্বালিকা। পুরুরাজের কি সৌভাগ্য! তাঁর ক্ষণ-মাত্র অদর্শনে আপনার মন দেখ্‌ছি, একেবারে ব্যাকুল

হয়ে উঠেছে। আপনি যেরূপ উদ্বিগ্ন হয়েছেন তাতে বোধ হয়, যেন তাঁকে দেখ্‌বার জন্য আপনি রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত দৌড়ে যেতে পারেন।

ঐলবিলা। রণক্ষেত্র কি? তাঁকে দেখ্‌বার জন্য আমি যমপুরী পর্য্যন্ত যেতে পারি। আর বোধ হয় রাজকুমারী অম্বালিকাও সেকন্দরসার জন্য মাতৃভূমি পর্য্যন্ত ত্যাগ কর্‌তে পারেন।

অম্বালিকা। (রুষ্ট হইয়া) আপনি এ বেশ জান্‌বেন, বিজয়ী সেকন্দরসাকে আমার প্রণয়ী বলে স্বীকার কর্‌তে আমি কিছুমাত্র লজ্জিত নই। আপনি কি মনে কচ্চেন, ও কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন?

ঐলবিলা। লজ্জাহীন না হলে, কি কোন হিন্দুমহিলা যবনের প্রেম আকাঙ্ক্ষা করে? সে যা হোক্, আপনি যে এর্ মধ্যেই সেকন্দরসাকে বিজয়ী বলে সম্বোধন কচ্চেন, তার মানে কি? কে জয়ী, কে পরাজয়ী এখনও তার কিছুই স্থিরতা নেই।

অম্বালিকা। অত কথায় কাজ কি? এই যে আমার ভাই এখানে আস্‌ছেন, ওঁর কাছ থেকেই সব শুন্‌তে পাওয়া যাবে এখন। (স্বগত) ঐলবিলা! তুই আজ

আমার মর্ম্মে আঘাত দিয়েচিস্ আজ অবধি তোকে আমার শত্রু বলে জ্ঞান কর্‌লেম।

তক্ষশীলের প্রবেশ।

তক্ষশীল। (ঐলবিলার প্রতি) যদি পুরুরাজ তখন আমার কথা শুন্‌তেন, তাহলে একটা অশুভ সংবাদ শুনিয়ে আপনাকে আমার আর কষ্ট দিতে হত না।——

ঐলবিলা। ("অশুভ" এই কথাটীমাত্র শুনিয়া পুরুরাজের নিশ্চয় মৃত্যু হইয়াছে, অনুমান করিয়া) কি!—অশুভ—অশুভ সংবাদ!—বুঝেছি—বুঝেছি, আর বল্‌তে হবে না। ক্ষত্রিয়কুলাঙ্গার! এই কথা বল্‌বার জন্যই কি তুই এখানে এসেছিলি? হা পুরুরাজ!—পুরুরাজ! পুরুরাজ!——

(মূর্চ্ছা হইয়া পতন।)

তক্ষশীল। ও কি হল? রাজকুমারী মূর্চ্ছা হলেন? অম্বালিকে! বাতাস কর, বাতাস কর। পুরুরাজের পরাভব সংবাদ স্পষ্ট না দিতে দিতেই দেখ্‌ছি উনি আগু থাক্‌তে তা অনুমান ক'রে নিয়েছেন।

(ঐলবিলাকে ব্যজন)

ঐলবিলা। (একটু পরেই চেতন পাইয়া, উঠিয়া বসিয়া স্বগত) আর আমার বেঁচে সুখ নেই। যখন পুরুরাজ

গেছেন, তখন তাঁর সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতাও জন্মের মত বিদায় নিয়েছেন, যখন পুরুরাজ গেছেন, তখন ভারত ভূমির মস্তকে ভীষণ বজ্রাঘাত হয়েছে। যখন পুরুরাজ গেছেন, তখন আমার সকলি গিয়েছে, আমার পৃথিবীর আশা ভরসা সকলি ফুরিয়ে গেল। কিন্তু হৃদয়! এখনও ধৈর্য্য ধর। যদিও আমার প্রেমের প্রস্রবণ জন্মের মত শুষ্ক হয়ে গেল, তবু দেশ উদ্ধারের এখনও আশা আছে। আর একবার আমি চেষ্টা করে দেখ্‌ব। তার পরেই এ পাপ জীবন বিসর্জ্জন ক'রে পুরু-রাজের সহিত স্বর্গে সম্মিলিত হব, (প্রকাশ্যে) আমাদের সমস্ত সৈন্যই কি পরাজিত হয়েছে? আর এক জনও কি বীরপুরুষ নেই যে, মাতৃভূমির হয়ে অস্ত্র ধারণ করে? বীরপ্রসূ ভারতভূমি কি এর মধ্যেই বীর-শূন্য হলেন?

তক্ষশীল। সেকন্দর সার সম্পূর্ণ জয় হয়েছে ও পুরুরাজের সৈন্যগণ একেবারে পরাস্ত হয়েছে।

ঐলবিলা। ধিক্ রাজকুমার! আপনি অম্লানবদনে এ কথা মুখে বল্‌তে পাচ্চেন? দেশের জন্য আপনার কি তিলমাত্র দুঃখ কি লজ্জা বোধ হচ্চে না? দেখুন দিকি,

আপনার জন্যই তো পুরুরাজ পরাভূত হলেন, দেশ দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হল। পুরুরাজ একাকী সহায়বিহীন হয়ে কতকাল অসংখ্য যবন সৈন্যগণের সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে পারেন ?

তক্ষশীল। রাজকুমারি! আমি তো তাঁর হিতের জন্যই বলেছিলেম যে, সেকন্দরসার সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কাজ নেই, তা তিনি শুন্‌লেন না তো, আমি কি কর্‌ব?

ঐলবিলা। যদি তিনি কাপুরুষ হতেন, তা হলে আপনার কথা শুন্‌তেন। যদিও আমাদের প্রাণ যায়, রাজ্য যায়, তাতেই বা কি ? আমাদের হাতে তো ক্ষত্র-কুল-গৌরব কলঙ্কিত হয়নি।

তক্ষশীল। রাজকুমারি! আপনার রাজ্য কেন যাবে ? সেকন্দরসা সেরূপ লোক নন। স্ত্রীলোকের সম্মান কিরূপে রাখ্‌তে হয়, তা তিনি বেশ জানেন, আর আমি যখন আপনার সহায় আছি, তখন কার সাধ্য আপনার সিংহাসন স্পর্শ করে।

ঐলবিলা। আপনার মুখে আর পৌরুষের কথা শোভা পায় না। সেকন্দরসা কি ইচ্ছা কচ্চেন যে, তিনি আমার সিংহাসন কেড়ে নিয়ে আবার তিনি সেই

সিংহাসন আমাকে দান কর্‌বেন? আমি তেমন কুলে জন্ম গ্রহণ করি নি যে, শত্রু হস্ত হতে কোন দান গ্রহণ কর্‌ব? এইরূপ দান ক'রে তিনি কি মনে কচ্চেন তাঁর বড়ই গৌরব বৃদ্ধি হবে? দানে গৌরব বৃদ্ধি হয় বটে, কিন্তু এ কি সেইরূপ দান? আমার সিংহাসন আমার কাছ থেকে অপহরণ ক'রে কি না তাই আবার তিনি আমাকে দান কর্‌বেন?

তক্ষশীল। রাজকুমারি! আপনি সেকন্দরসাকে জানেন না। পরাজিত ব্যক্তির প্রতি তিনি এমনি ব্যবহার করেন যে, অবশেষে সেই পরাজিত ব্যক্তিও তাঁর চিরবন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ হয়। দেখুন, পরাজিত দারায়ুস রাজার মহিষী, সেকন্দরসাকে এখন ভ্রাতার ন্যায় জ্ঞান করেন ও দারায়ুস রাজার মাতা, তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহ করেন।

ঐলবিলা। হীনবল পারসিকেরা ওরূপ পারে, কিন্তু কোন ক্ষত্রিয়-কন্যা কখনই স্বরাজ্যাপহারী দস্যুকে বন্ধু বলে স্বীকার কত্তে পারে না, ও তার অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক'রে, কখনই রাজত্ব কত্তে পারে না। স্বর্ণ-শৃঙ্খল কি শৃঙ্খল নয়? প্রভু আপনার ক্রীতদাসকে

যতই কেন বেশ ভূষাতে ভূষিত করুক্ না, তাতে কেবল প্রভুরই গৌরব বৃদ্ধি হয়, তাতে কি কখন দাসের দাসত্ব ঘোচে ? সেকন্দরসার অনুগ্রহের উপর নির্ভর ক'রে, যদি আমাদের রাজত্ব রাখ্‌তে হয়, তা সে তো রাজত্ব নয়,—সে দাসত্বের্ আর এক নাম মাত্র ;—না, আমাদের অমন রাজত্বে কাজ নেই। ওরূপ রাজত্ব আপনি স্বচ্ছন্দে করুন্ গে, বরং সেকন্দরসা আপনার বন্ধুতার পুরস্কার স্বরূপ, আমার ও পুরুরাজের সিংহাসন অপ-হরণ ক'রে আপনাকে প্রদান করুন ; আমরা তাতে কাতর নই। কিন্তু সেকন্দরসা যদি তেমন লোক হন, তা হলে আপনার মতন অকৃতজ্ঞ, স্বদেশদ্রোহী নরাধমকে, তাঁর ক্রীতদাস বলেও লোকের কাছে পরিচয় দিতে লজ্জিত হবেন।

(সদর্পে বেগে প্রস্থান।)

তক্ষশীল। এই ব্যাঘ্রিণীকে এখন কি করে বশী-ভূত করি, ভেবে পাচ্চিনে।

অম্বালিকা। তার জন্য মহারাজ! চিন্তা কর্‌বেন না। সেকন্দরসার সাহায্যে ঐ ব্যাঘ্রিণীকে বন্ধন ক'রে, আপনার হস্তে এনে দেব।

তক্ষশীল। বল কি ভগ্নি! বাহুবলে কি কখন প্রেমলাভ হয়?

অম্বালিকা। আচ্ছা, বলে না হয়, ছলে তো হতে পারে! (চিন্তা করিয়া) আমি একটা উপায় ঠাউরেছি। মহারাজ! পুরুরাজ এখন কোথায় এবং কিরূপ অবস্থায় আছেন?

তক্ষশীল। শুনেছি, তিনি যুদ্ধে আহত হয়েছেন, কোথায় আছেন, তা বল্‌তে পারিনে।

অম্বালিকা। মহারাজ! তবে লেখ্‌বার উপকরণ আন্‌তে আদেশ করুন।

তক্ষশীল। কে আছিস্‌ ওখানে?

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। আজ্ঞা মহারাজ!

তক্ষশীল। (রক্ষকের প্রতি) লেখ্‌বার উপকরণ শীঘ্র নিয়ে আয়।

রক্ষক। যে আজ্ঞে মহারাজ।

(রক্ষকের প্রস্থান।)

তক্ষশীল। তুমি কাকে পত্র লিখ্‌বে?

অম্বালিকা। তা মহারাজ! পরে দেখ্‌তে পাবেন।

(রক্ষকের লিখিবার উপকরণ লইয়া প্রবেশ ও প্রস্থান।)

(পত্র লিখিয়া) এই আমার লেখা হয়েছে, শুনুন।

পত্র।

রাজাধিরাজ মহারাজ তক্ষশীল প্রবল-প্রতাপেষু।

প্রাণেশ্বর! তৃষিতা চাতকিনীর ন্যায় আপনার পথ চেয়ে আমি এখানে রয়েছি, আপনি যুদ্ধক্ষেত্র হতে এখনও ফিরে আস্‌চেন না দেখে, আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছে, দেখা দিয়ে অধীনীর উদ্বেগ দূর করুন।

আপনারি প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী——

ঐলবিলা।

এই পত্রখানি যদি কোন রকম ক'রে পুরুরাজের হাতে গিয়ে পড়ে, তা হলে বেশ হয়। তা হলে তিনি নিশ্চয় মনে কর্‌বেন যে, রাজকুমারী ঐলবিলা আপনাকেই আন্তরিক ভাল বাসেন, ও এইরূপ তাঁর একবার সংস্কার হলে, তিনি স্বভাবতই ঐলবিলার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন কর্‌বেন, এবং ঐইরূপ উপেক্ষিত হলে, ঐলবিলাও পুরুরাজের প্রতি বীতরাগ হবেন; তখন মহারাজ! আপনি চেষ্টা কল্লে অনায়াসে তার মন পেতে পার্‌বেন।

তক্ষশীল। ঠিক বলেছ, অম্বালিকা! তোমার মতন

বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোক আমি আর কোথাও দেখিনি। রোস, আমি এক জন রক্ষককে দিয়ে এই পত্র খানি পাঠিয়ে দি, ও রে! কে আছিস ওখানে?

একজন রক্ষকের প্রবেশ।

রক্ষক। মহারাজ!——

তক্ষশীল। মহারাজ পুরু কোথায় আছেন, জানিস্?

রক্ষক। মহারাজ! আমি শুনেছি, তিনি তাঁর শিবিরে আছেন।

তক্ষশীল। আচ্ছা—দেখ্, তুই তোর পোষাক্ পৌসাক্ খুলেফেলে সামান্য বেশে এই পত্রখানি নিয়ে পুরুরাজের হস্তে দিয়ে আয়। তিনি যদি বিশেষ করে জিজ্ঞাসা করেন, তা হলে এই রকম বল্‌বি;—"আমি রাণী ঐলবিলার একজন প্রজা, সম্প্রতি আমার দেশ থেকে এসেছি। এখানকার কাউকে আমি চিনিনে, রাণীর সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ হওয়াতে তিনি আমাকে বল্লেন যে, রাজা তক্ষশীল রণক্ষেত্রে রয়েছেন, তাঁকে এই পত্রখানি গোপনে দিয়ে এস। এই কথা ব'লে, তিনি রাজা তক্ষশীলের শিবিরে চলে গেলেন। তাই আমি এখানে এসেছি।" এর মধ্যে যেটা জিজ্ঞাসা

কর্‌বেন, ঠিক তারি উত্তর দিস্‌; বেশি কথা বলিস্‌নে,—বুঝিছিস্‌ ?

রক্ষক। আমি বুঝেছি মহারাজ !

(পত্র লইয়া রক্ষকের প্রস্থান।)

অম্বালিকা। আচ্ছা মহারাজ ! যুদ্ধের পর সেকন্দর-সার সঙ্গে কি আপনার দেখা হয়েছিল ? তিনি কি আমা-দের কথা কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন ?

তক্ষশীল। দেখা হয়েছিল বৈ কি ! তিনি যুদ্ধে জয় লাভ ক'রে, গৌরবে উৎফুল্ল হয়ে, আমাকে এই কথা বল্লেন যে, "তুমি যাও, শীঘ্র রাজকুমারী অম্বালিকাকে এই শুভ সংবাদটী দিয়ে এস। আমি ত্বরায় তাঁকে দর্শন ক'রে আমার নয়ন সার্থক কর্‌ব।" তিনি এখানে এলেন ব'লে, আর বিলম্ব নেই। ভগ্নি ! তোমার প্রেমে আমি কিছুমাত্র বাধা দেব না, কিন্তু আমিও যাতে রাজকুমারী ঐলবিলার প্রেম লাভ কত্তে পারি, তার জন্য তোমাকেও চেষ্টা কত্তে হবে।

অম্বালিকা। মহারাজ ! বিজয়ী সেকন্দরসা যদি আমাদের সহায় থাকেন, তা হলে আর ভাবনা কি ?

অবলা রমণী আর কত দিন আপনার হৃদয়-কপাট রুদ্ধ করে রাখ্‌তে পারে ?

তক্ষশীল। এই যে সেকন্দরসা এইখানেই আস্‌ছেন।

সেকন্দরসা, এফেষ্টিয়ন ও রক্ষকগণের প্রবেশ।

সেকন্দরসা। একটা জনরব উঠেছে যে, পুরুরাজ মরেছেন। এফেষ্টিয়ন! তুমি শীঘ্র জেনে এস দেখি, এ কথা সত্য কি না? যদি বেঁচে থাকেন, তা হলে তাঁকে এখানে নিয়ে এস। দেখ যেন উন্মত্ত মূঢ় সৈন্য-গণ কিছুতেই তাঁর প্রাণ বিনষ্ট না করে। ওরূপ বীর-পুরুষকে আমি কখনই হনন কর্‌তে ইচ্ছা করি নে।

এফেষ্টিয়ন। মহারাজের আজ্ঞা শিরোধার্য্য!

(এফেষ্টিয়ন ও রক্ষকগণের প্রস্থান।)

তক্ষশীল। (স্বগত) ভগবান করেন, যেন এই জন-রবটী সত্য হয়। এত লোকে যখন বল্‌চে, তখন নিশ্চ-য়ই তাঁর মৃত্যু হয়েছে। আ!—এত দিনে বুঝি আমার পথের কণ্টক অপসৃত হ'ল।

সেকন্দরসা। মহারাজ তক্ষশীল! এ কথা কি সত্য যে, কুল্লুপর্ব্বতের রাণী ঐলবিলা আপনার প্রতি অন্ধ হয়ে, সেই দুর্ম্মতি, দুঃসাহসিক পুরুরাজকে তাঁর

হৃদয় দান করেছেন? মহারাজ! চিন্তা কর্‌বেন না, আপনার রাজ্য তো আপনারই রইল। এতদ্ব্যতীত পুরুরাজের রাজ্য ও রাণী ঐলবিলার রাজ্যও আমি আপনাকে প্রদান কল্লেম। আপনি এখন তিন রাজ্যের অধীশ্বর হ'লেন, এই তিন রাজ্যের ঐশ্বর্য্য নিয়ে সেই সুন্দরীর চরণে সমর্পণ করুন, তা হলেই নিশ্চয় তিনি প্রসন্ন হবেন।

তক্ষশীল। মহারাজ! আপনি আমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ কল্লেন। কি ক'রে যে, এখন আমার মনের কৃতজ্ঞতা আপনার নিকট প্রকাশ করি তা;——

সেকন্দরসা। এখন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ থাক্, আপনি এখন শীঘ্র রাণী ঐলবিলার নিকট গিয়ে, তাঁকে প্রসন্ন কর্‌বার চেষ্টা করুন।

তক্ষশীল। মহারাজ! এই আমি চল্লেম।

(মহা আহ্লাদিত হইয়া তক্ষশীলের প্রস্থান।)

সেকন্দরসা। রাজকুমারি! রাজা তক্ষশীলের যাতে প্রেম-লালসা চরিতার্থ হয়, তজ্জন্য তাঁকে তো আমি সাহায্য কল্লেম, কিন্তু আমার জন্য কি আমি কিছুই কর্‌ব না? আমার জয়ের ফল কি অন্যকে প্রদান

করেই সন্তুষ্ট থাক্‌ব ? সে যাই হোক্‌, আমি আপনাকে বলেছিলেম যে, জয় লাভ করেই আমি আপনার নিকট এসে উপস্থিত হব। দেখুন, আমি আমার কথা মত এসেছি ; আপনিও আমাকে বলে পাঠিয়েছিলেন যে, এইবার সাক্ষাৎ হলে, আপনি আপনার হৃদয় আমার প্রতি উন্মুক্ত কর্‌বেন, আপনি এখন আপনার কথা রাখুন।

অম্বালিকা। রাজকুমার! আমার হৃদয়-দ্বার তো আপনার প্রতি সততই উন্মুক্ত রয়েছে, তবে,—আমার এখন শুদ্ধ এই ভয় হচ্চে, পাছে আমার মন প্রাণ সকলই আপনার হাতে সমর্পণ ক'রে, শেষে না আমায় অকুল পাথারে ভাস্‌তে হয়। যে বস্তু বিনা আয়াসে ও সহজে লাভ হয়, তার প্রতি রাজকুমার! স্বভাবতই উপেক্ষা হয়ে থাকে। আপনাদের ন্যায় বীর-পুরুষের হৃদয় জয়-লালসাতেই পরিপূর্ণ, তাতে কি প্রেম কখন স্থান পায় ? আর যদিও কখন প্রেমের উদ্রেক হয়, তাও বোধ হয়, ক্ষণস্থায়ী। আমার হৃদয়ের উপর একবার জয়-লাভ কত্তে পাল্লেই আপনার জয় লালসা চরিতার্থ হবে ও তা হলেই আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হবে।

তার পরেই আবার আপনি অন্যান্য নূতন জয়ের অনুসরণে ধাবিত হবেন। এ অধীনীকে তখন আপনার মনেও থাক্‌বে না। রাজকুমার! আপনারা জয় কত্তেই পারেন,—প্রেম কি পদার্থ, তা আপনারা চেনেন না।

সেকন্দরসা। রাজকুমারি! আপনি যদি জান্‌তেন, আপনার জন্য আমার হৃদয় কিরূপ ব্যাকুল হয়েছে, তা হলে ও কথা বল্‌তেন না। সত্য বটে, পূর্ব্বে আমার হৃদয়ে যশস্পৃহা ভিন্ন আর কিছুই স্থান পেত না। পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য ও রাজাকে জয় কর্‌ব, এই আমার মনের একমাত্র চিন্তা ছিল। পারস্য রাজ্যে অনেক সুন্দরী রমণী আমার নয়ন-পথে পতিত হয়েছিল, কিন্তু তাদের রূপ লাবণ্য আমার মনকে বিচলিত কত্তে পারে নি। যুদ্ধ গৌরবে উন্মত্ত হয়ে তাদের প্রতি একবার ভ্রূক্ষেপও করি নি। কিন্তু যে অবধি আপনার ঐ সুকোমল নয়নবাণ আমার হৃদয়কে বিদ্ধ করেছে, সেই অবধি আমার হৃদয়ে অন্যভাবের সঞ্চার হয়েছে। বিশ্ব জয় কত্তেই আমি ইতিপূর্ব্বে ব্যস্ত ছিলেম, কিন্তু এখন দেখ্‌ছি, "বিশ্ব যায় গড়াগড়ি ও চারু চরণে।" এখন আমি পৃথিবীর যেখানেই জয় সাধন কত্তে যাই না

কেন, আপনাকে না দেখ্‌তে পেলে আমার হৃদয় কিছু-তেই তৃপ্তি লাভ কত্তে পারবে না।

অম্বালিকা। রাজকুমার! আপনি যেখানে যাবেন, জয়ও বন্দির ন্যায় আপনার অনুগামী হবে, কিন্তু আপনি কি মনে করেন, প্রেমও সেইরূপ আপনার সঙ্গে সঙ্গে যাবে? বিস্তীর্ণ রাজ্য, অপার সমুদ্র, দুস্তর মরুভূমি সকল, যখন আমাদিগকে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করবে, তখন কি এই অধীনী আপনার স্মরণপথে আস্‌বে? যখন সসাগরা ধরা আপনার বাহুবলে কম্পিত হ'য়ে, আপনার পদানত হবে, তখন কি আপনার মনে পড়্‌বে যে, একজন হতভাগিনী রমণী, কোন দূরদেশে আপনার জন্য নিশিদিন বিলাপ কচ্চে।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনার ন্যায় সুন্দ-রীকে এখানে ফেলে কি আমি যেতে পারি? আপনি কি আমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছা করেন না?

অম্বালিকা। রাজকুমার! আপনি তো জানেন রমণী চিরকালই পরাধীন। আমার ভায়ের বিনা সম্মতিতে আমি কিছুই কত্তে পারিনে। সকলই তাঁর উপর নির্ভর কচ্চে।

সেকন্দর। তিনি যদি আমার বাসনা পূর্ণ করেন, তাহলে, আমি তাঁকে সমস্ত ভারতবর্ষের অধীশ্বর করে দিয়ে যাব।

অম্বালিকা। রাজকুমার! আপনার আর কিছুই কত্তে হবে না। রাজকুমারী ঐলবিলা যাতে আমার ভায়ের প্রতি প্রসন্ন হন, এইটী আপনি করে দিন। তাহলে তাঁর সম্মতি গ্রহণ কত্তে আমার কোন কষ্ট হবে না। ঐল-বিলাকে যেন পুরুরাজ লাভ কত্তে না পারেন।

সেকন্দর। আচ্ছা রাজকুমারি! যাতে রাণী ঐলবিলা রাজা তক্ষশীলের প্রতি প্রসন্ন হন, তজ্জন্য আমি সাধ্যমত চেষ্টা কর্‌ব। রাজা তক্ষশীলের উপর যখন আমার সমস্ত সুখ শান্তি নির্ভর কচ্চে, তখন তাঁরও যাতে মনস্কামনা পূর্ণ হয়, তজ্জন্য আমি চেষ্টা কত্তে ত্রুটি করব না। ঐলবিলা এখন কোথায়?

অম্বালিকা। মহারাজ! তিনি পার্শ্বের ঘরে আছেন।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আমি তবে তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ ক'রে দেখি।

(সেকন্দর সা ও অম্বালিকার প্রস্থান।)

তৃতীয়াঙ্ক সমাপ্ত।

চতুর্থ অঙ্ক।

তক্ষশীলের শিবির মধ্যস্থিত একটী ঘর।

ঐলবিলা। (স্বগত) এখন কেবল শত্রুগণের জয়-ধ্বনিই চতুর্দ্দিকে শোনা যাচ্চে। এই দুঃখের সময় আমি কি একদণ্ডও একাকী বিরলে বসে বিলাপ কর্‌তেও পাব না? আমি যেখানে যাই, তক্ষশীলের লোক-জন আমার সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। কিন্তু আমাকে ওরা আর কত দিন এখানে ধরে রাখ্‌তে পার্‌বে? হায়! পুরুরাজ! তুমি নিষ্ঠুরের ন্যায় আমাকে এখানে একাকী ফেলে চলে গেলে? যাও, কিন্তু আমি তোমাকে ছাড়্‌ব না। শীঘ্র তোমার সহিত পরলোকে গিয়ে সম্মিলিত হব। না—পুরুরাজ তো নিষ্ঠুর নন্—আমিই নিষ্ঠুর। যুদ্ধে যাবার অগ্রে যখন তিনি আমার কাছ থেকে বিদায় নিলেন, সেই সময় তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যে আমি তাঁকে আমার হৃদয় সমর্পণ করেছি কি না? কিন্তু আমি পাষাণ হৃদয়ের ন্যায় তাঁকে বল্লেম "যান

যুদ্ধে যান, এখন প্রেমালাপের সময় নয়।” পুরুরাজ! আমি অমন কথা আর বলব না; এখন বল্‌চি, শ্রবণ করুন,—আমার প্রাণ, হৃদয়, মন, সকলি আপনাকে সমর্পণ করেছি। সে সময়ে আমি তাঁকে বল্লেম না,—এখন আর কাকে বল্‌চি? আমার কথা কে শুন্‌বে? পুরুরাজ! আর একবারটী এসে আমাকে দেখা দিন! আর আমি আপনাকে যুদ্ধে যেতে বল্‌ব না। কৈ—পুরুরাজ কৈ? হায়! আমি কেন বৃথা অরণ্যে রোদন কচ্চি? আমার কথা বায়ুতে বিলীন হয়ে যাচ্চে। পুরুরাজ! তোমার কি ইচ্ছা যে, আমি যবনের অধীনতা স্বীকার কর্‌ব? তবে কেন তুমি আমাকে উদ্ধার কত্তে আস্‌চ না? আমি শুন্‌চি আজ যবনরাজ আমাকে সান্ত্বনা কর্‌বার জন্য এখানে আস্‌বেন, আসুন। যবনের সাধ্য নেই যে আমাকে ভুলায়। পুরুরাজ! তুমি এ বেশ জান্‌বে, আমি তোমার অযোগ্য নই। তুমি যেমন বীরপুরুষের ন্যায় প্রাণত্যাগ করেছ—আমিও তেমনি বীরপত্নীর ন্যায় তোমারই অনুগামিনী হব।

সেকন্দরসার প্রবেশ।

ঐলবিলা। (সেকন্দরসাকে দেখিয়া) এখানে আপনি

কেন? পরের ক্রন্দন শুন্‌তে আপনার কি ভাল লাগে? বিরলে বসে ক্রন্দন কর্‌বার আমার যে একটু স্বাধীনতা আছে, সে স্বাধীনতাটুকু হতেও কি আপনি অমাকে বঞ্চিত কর্‌বেন? ক্রন্দনেও কি আমার স্বাধীনতা নাই?

সেকন্দর। রাজকুমারি! ক্রন্দন করুন আমি আপনাকে নিবারণ কত্তে চাইনে। আপনার ক্রন্দনের যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আপনি যে অশুভ সংবাদ শুনেছেন, তা মিথ্যা হলেও হতে পারে। কারণ জন-রবের কথা কিছুই বলা যায় না। পুরুরাজের ন্যায় সাহসী বীরপুরুষ অমি আর কোথাও দেখিনি। যদিও আমি তাঁর শত্রু; তথাপি এ আপনার কাছে আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্চি। ভারতবর্ষে পদার্পণ করবার পূর্ব্বেই আমি তাঁর নাম শুনেছিলেম। অন্যান্য রাজা-দের অপেক্ষাও তাঁর যশ ও কীর্ত্তি——

ঐলবিলা। পরের যশে পরের গুণে আপনার কি তবে ঈর্ষা হয়? আপনি সেই জন্যই কি এত দেশ অতিক্রম ক'রে তাঁকে নিধন কত্তে এসেছিলেন?

সেকন্দর। রাজকুমারি! তা নয়। তাকে বধ কর্‌বার আমার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। আমি শুনে-

ছিলেম, যে পুরুরাজকে কেহই জয় কত্তে পারে না। তাই শুনেই আমার জয়স্পৃহা উত্তেজিত হয়েছিল। আগে আমি মনে কত্তেম বুঝি আমার কীর্ত্তি কলাপে বিস্মিত হয়ে সমস্ত পৃথিবীর চক্ষু একমাত্র আমার উপরেই নিপতিত রয়েছে। কিন্তু যখন শুন্‌লেম, পৃথিবীর লোক পুরুরাজেরও জয়ঘোষণা কচ্চে, তখন আমি বুঝ্‌লেম, পৃথিবীতে আমার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী আছে। আমি যত দেশে জয় কর্‌বার জন্য গিয়েছি, প্রায় সকল দেশই বিনা যুদ্ধে আমার নামমাত্র শুনেই আমার শরণাপন্ন হয়েছে। কিন্তু ওরূপ সহজ জয়লাভে আমার তৃপ্তি বোধ হ'ত না। যখন পুরুরাজের নাম আমি শুন্‌লেম, তখন ভারতভূমিকে আমার গৌরব অর্জ্জনের উপযুক্তক্ষেত্র ব'লে মনে করলেম ; পুরুরাজের যেরূপ পৌরুষ ও বিক্রমের কথা পূর্ব্বে শুনেছিলেম, কার্য্যে তার অধিক পরিচয় পেয়েছি। যখন তাঁর সমস্ত সৈন্য যুদ্ধে বিনষ্ট হয়ে গেল, তখন তিনি আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান কল্লেন। আমি তাতে সম্মত হয়েছিলেম, আমাদের দুজনে যুদ্ধ হচ্ছিল, এমন সময়ে আমার মূঢ় সৈন্যগণ আমার আজ্ঞার বিপরীতে, পুরুরাজকে আহত কল্লে। সমস্ত সৈন্যের সহিত তিনি

যদিও এখন পরাজিত হয়েছেন, কিন্তু এতে তাঁর গৌরবের কিছুমাত্র হ্রাস হয় নি।

ঐলবিলা। হ্রাস কি, তাঁর গৌরব বরং এতে আরও বৃদ্ধি হয়েছে। কিন্তু আপনি কি তাঁকে এইরূপ অন্যায় যুদ্ধে নিহত ক'রে কিছুমাত্র গৌরব অর্জ্জন কত্তে পাল্লেন? আপনি জয়লাভ করেছেন, এই ব'লে মনকে প্রবোধ দিন। কিন্তু আপনি এ বেশ জান্‌বেন যে, সেই কাপুরুষ, পুরুষাধম তক্ষশীলও মনে মনে আপনার বিজয়ী নামে সন্দেহ কচ্চে।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনি যেরূপ মনোবেদনা পেয়েছেন, তাতে আমার প্রতি আপনার কোপ প্রকাশ করাই স্বাভাবিক। এ জন্য আপনাকে আমি দোষ দেব না। কিন্তু দেখুন, আমি অগ্রে পুরুরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন কর্‌বার জন্য দূত প্রেরণ করেছিলেম, কিন্তু তিনি আমার প্রস্তাব অগ্রাহ্য ক'রে, আপনার বিপদ আপনিই আহ্বান কল্লেন। কিন্তু অবশ্য এ আপনার মান্‌তে হবে—

ঐলবিলা। আমাকে আপনি কি মান্‌তে বল্‌ছেন? আচ্ছা, আমি মান্‌লেম যে আপনি পৃথ্বীবিজয়ী, আপনি

অজেয়, আপনার কিছুই অসাধ্য নেই। মনে করুন আমি এ সকলি মান্‌লেম। কিন্তু এত দেশ জয় ক'রে, এত রাজ্য বিনষ্ট ক'রে, এত মনুষ্যের রক্তপাত ক'রেও কি আপনার শোণিত-পিপাসার শান্তি হয় নি? পুরুরাজ আপনার কি অনিষ্ট করেছিলেন? আপনি এখানে না এলে আমরা দুজনে পরম সুখে জীবন যাপন কত্তে পার্‌তেম। আমাদের হৃদয়ে হৃদয়ে যে সুকোমল গ্রন্থিটী ছিল, সেটী ছিন্ন কর্‌বার জন্যই কি আপনি এত দেশ অতিক্রম ক'রে এখানে এসেছিলেন? অন্য লোকে আপনাকে যাই মনে করুক্‌, আমি আপনাকে পররাজ্যাপহারী নিষ্ঠুর দস্যু বই আর কিছুই জ্ঞান করিনে।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আমার বেশ বোধ হচ্চে, আপনি ইচ্ছা কচ্চেন যে আমি আপনার কটূক্তি শ্রবণ ক'রে, ক্রোধে প্রজ্বলিত হয়ে আমিও আপনার প্রতি কটুকাটব্য প্রয়োগ কর্‌ব। কিন্তু না, তা মনে কর্‌বেন না। সেকন্দরসা পৃথিবীকে নিগ্রহ কত্তে পারেন, কিন্তু তিনি অবলা রমণীর মনে কখনই কষ্ট দিতে ইচ্ছা করেন না। আপনি হৃদয়ে অত্যন্ত আঘাত পেয়েছেন, আপনার দুঃখের যথেষ্ট কারণও আছে। কিন্তু রাজকুমারি!

সকলই দৈবের অধীন। গত বিষয়ের জন্য বৃথা কেন শোক কচ্চেন? আমি জানি, পুরুরাজ আপনার প্রতি যেরূপ অনুরাগী, আর একজন রাজকুমারও আপনার প্রতি তদপেক্ষা অধিক অনুরাগী আছেন, রাজা তক্ষশীল আপনার জন্য——

ঐলবিলা। কি! সেই বিশ্বাসঘাতক, কাপুরুষ, নরাধম——

সেকন্দর। আপনি তাঁর উপর কেন এত রুষ্ট হয়েছেন? তিনি আপনার প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী। তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়ে সুখে দুজনে রাজ্যভোগ করুন। এই যে রাজা তক্ষশীল এইদিকেই আস্‌চেন। তিনি আপনার মনোগত ভাব স্বয়ং আপনার নিকট ব্যক্ত করুন, আমি চল্লেম।

(সেকন্দরসার প্রস্থান।)

তক্ষশীলের প্রবেশ।

ঐলবিলা। এই যে ক্ষত্রিয়কুল-প্রদীপ, ভারতভূমির গৌরবসূর্য্য, মহাবীর মহারাজ তক্ষশীল!—আপনি এখানে কি মনে ক'রে? আপনি যান, বিজয়ী যবনরাজের জয় ঘোষণা করুন গে, আপনার প্রভুর পদসেবা করুন গে, এখানে কেন বৃথা সময় নষ্ট কত্তে এসেছেন?

তক্ষশীল। আমাকে আর গঞ্জনা দেবেন না। আমার প্রতি অত নির্দ্দয় হবেন না, আমাকে যা আপনি কত্তে বল্‌বেন, তাই আমি কচ্চি। আমি আপনারই আজ্ঞানুবর্ত্তী দাস।

ঐলবিলা। আমাকে সন্তুষ্ট কর্‌বার যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, তা হলে আমি যেরূপ যবনরাজকে ঘৃণা করি, আপনিও তেমনি তাঁকে ঘৃণা করুন। যবনসৈন্য-দের বিরুদ্ধে এখনি যাত্রা করুন। যবন-শোণিতে ভারত-ভূমি প্লাবিত করুন,—মাতৃভূমিকে উদ্ধার করুন,—জয় লাভ করুন,—রণক্ষেত্রে প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করুন।

তক্ষশীল। রাজকুমারি! এত করেও কি আপনার হৃদয়লাভ কত্তে সমর্থ হব?

ঐলবিলা। আমি এই পর্য্যন্ত বল্‌তে পারি, তা হলে আমার নিকট আপনি ঘৃণাস্পদ হবেন না। দেখুন, পুরুরাজ নেই, তবু তাঁর সৈন্যগণের উৎসাহ কমেনি; এমন কি আপনার সৈন্যগণও যবন-বিরুদ্ধে যুদ্ধ কত্তে উৎসুক হয়েছে। আপনি তাদের যুদ্ধে নিয়ে যান, তাদিগকে উৎসাহ প্রদান করুন,—পুরুরাজের স্থলা-ভিষিক্ত হউন,—দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন,—ক্ষত্রিয়-

কুলের নাম রাখুন।——কি!—চুপ ক'রে রয়েছেন যে? আপনার কাছে তবে কি আমি এতক্ষণ বৃথা বাক্য ব্যয় কল্লেম? যান—তবে আপনি দাসত্ব করুন গে,—আপনার প্রভুর পদসেবা করুন গে,—এখানে কেন আমাকে ত্যক্ত কত্তে এসেছেন?

তক্ষশীল। আপনি জানেন,—আপনি এখন আমার হাতে আছেন?

ঐলবিলা। আমি জানি, আপনি আমার শরীরকে বন্দি করেছেন; কিন্তু আমার হৃদয়কে আপনি কখনই বন্দি কত্তে পার্‌বেন না। আপনি হাজার আমাকে ভয় দেখান, আমি তাতে ভীত নই। আমাকে কেন ত্যক্ত কচ্চেন?

(ঐলবিলার প্রস্থান।)

তক্ষশীল। রাজকুমারি! আমাকে মার্জনা করুন, যাবেন না, যাবেন না।

অম্বালিকার প্রবেশ।

অম্বালিকা। কেন মহারাজ! আপনি ঐ কুহকিনীর আশায় এখনও রয়েছেন? ওকে আপনার মন থেকে একেবারে দূর করে দিন। ওর জন্য আমাদের ভারি জ্বালাতন হ'তে হচ্চে।

তক্ষশীল। না,—আমি ওঁকে আমার মন থেকে কিছুতেই দূর কত্তে পারব না। দেখদেখি ভগ্নি! তোমার জন্যই তো আমার এই দশা হ'ল। তোমার পরামর্শ শুনেছিলেম বলেই তো ওঁর নিকট আমাকে ঘৃণাস্পদ হ'তে হয়েছে; আর আমার সহ্য হয় না। আমি ওঁর ঘৃণিত হ'য়ে আর ক্ষণকালও থাক্‌তে পাচ্চিনে। যাই,—আমি ঐ সুন্দরীর পদতলে এখনি গিয়ে পড়ি। আমি তাঁকে বলিগে যে, আমি সেকন্দরসার বিরুদ্ধে এখনি অস্ত্র ধারণ কত্তে প্রস্তুত আছি,—যুদ্ধে প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি।

অম্বালিকা। (রুষ্ট হইয়া) যান মহারাজ! এখনি আপনি যুদ্ধক্ষেত্রে যান, আর আমি আপনাকে নিবারণ কর্‌ব না, শীঘ্র যান, পুরুরাজ আপনার প্রতীক্ষা কচ্চেন।

তক্ষশীল। (আশ্চর্য্য হইয়া) কি পুরুরাজের এখনও মৃত্যু হয়নি? তবে কি জনরব মিথ্যা হ'ল। পুরুরাজ আবার যমপুরী থেকে ফিরে এলেন না কি? তবে দেখ্‌ছি, আমার সব আশা ফুরিয়ে গেল, হা অদৃষ্ট!

অম্বালিকা। দেখুন গিয়ে মহারাজ! পুরুরাজ বেঁচে উঠেছেন। তিনি খানিক অচেতন অবস্থায়

ছিলেন ব'লে, জনরব উঠেছিল, তাঁর মৃত্যু হয়েছে! তিনি এখনি সসৈন্য এসে বল পূর্ব্বক রাজকুমারী ঐলবিলাকে আপনার নিকট হ'তে নিয়ে যাবেন। যান মহারাজ! আর বিলম্ব কর্‌বেন না, পুরুরাজের সাহায্যে এখনি গমন করুন। পুরুরাজের মত হিতৈষী বন্ধু তো আর আপনার দ্বিতীয় নেই, আমি চল্লেম।

(অম্বালিকার প্রস্থান।)

তক্ষশীল। (স্বগত) আমার অদৃষ্ট কি মন্দ! আমি মনে করেছিলেম, পুরুরাজ মরেছেন, আমার পথের কণ্টক অপসৃত হয়েছে। কিন্তু বিধি আমার প্রতি নির্দ্দয় হ'য়ে আবার তাঁকে জীবিত ক'রে তুলেছেন! যাই,---রণক্ষেত্রে গিয়ে একবার দেখি, এ কথা সত্য কি না।

(তক্ষশীলের প্রস্থান।)

চতুর্থ অঙ্ক সমাপ্ত।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

পুরুরাজের শিবির।

পুরু আহত হইয়া পালঙ্কোপরি শয়ান ও তাঁহার কতিপয় সৈন্য দণ্ডায়মান।

সৈন্যগণ। মহারাজ দেখ্‌ছি সংজ্ঞা লাভ করেছেন।

পুরু। সৈন্যগণ! আমি কি সেকন্দরসার বন্দি হয়েছি? আমাকে কোথায় নিয়ে এসেছ?

একজন সেনা। মহারাজ! সেকন্দরসার সৈন্যগণ আপনাকে বন্দি কর্‌বার জন্য অনেক চেষ্টা করেছিল, কিন্তু তাদের আমরা বল্লেম যে, আমরা একজন প্রাণী জীবিত থাকতেও যবনকে মহারাজের গাত্র স্পর্শ কত্তে কখনই দেবো না। এই কথা ব'লে, আপনার দেহকে রক্ষা কত্তে কত্তে আমরা শত্রুগণের সঙ্গে সংগ্রাম কত্তে লাগ্‌লেম। এখন মহারাজ! আপনি আপনারই শিবিরে

রয়েছেন। শত্রুগণ পলায়ন করেছে, কিন্তু আমাদের প্রায় সমস্ত সৈন্যই বিনষ্ট হ'য়ে গেছে। আমরা এই কয়েক জন মাত্র অবশিষ্ট আছি।

পুরু। সৈন্যগণ! তোমরা ক্ষত্রিয়ের ন্যায়ই কার্য্য করেছ। ঘরে ব'সে ব্যাধিতে মরা ক্ষত্রিয়গণের অধর্ম্ম। রণস্থলে প্রাণ ত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়ের একমাত্র ধর্ম্ম।—দেখ, তোমরা যুদ্ধের সময় কি রাজকুমারী ঐলবিলাকে দেখ্‌তে পেয়েছিলে?

সৈন্যগণ। কৈ না মহারাজ!

পুরু। (স্বগত) তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, তক্ষশীলের সৈন্যগণকে যবনগণের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দিয়েই, শিবিরে এসে আমার সঙ্গে মিলিত হবেন। তা কৈ?—তিনি কি তবে আমাকে প্রতারণা কল্লেন?—তবে কি তিনি রাজা তক্ষশীলের প্রতিই যথার্থ অনুরাগিণী?—তিনি কি তবে তক্ষশীলের সঙ্গে দেখা করবার জন্যই ছল ক'রে তাঁর শিবিরে রইলেন?—না, এমন কখনই হতে পারে না। রাজকুমারী ঐলবিলার কখনই এরূপ নীচ অন্তঃকরণ নয়। কিন্তু কিছুই বলা যায় না,—রমণীর মন!

একজন পত্রবাহকের প্রবেশ।

পত্রবাহক। রাণী ঐলবিলা আপনাকে এই পত্রখানি দিয়েছেন,—

(পুরুকে পত্র প্রদান।)

পুরু। (মহা আহ্লাদিত হইয়া পত্র গ্রহণ করত স্বগত) রাজকুমারী ঐলবিলা পত্র পাঠিয়েছেন, আ! বাঁচলেম। এতক্ষণে যেন জীবন এল। (মনের আগ্রহতা বশতঃ শিরো-নামের প্রতি লক্ষ্য না করিয়াই পত্র পাঠ।)

পত্র।

"প্রাণেশ্বর! তৃষিতা চাতকিনীর ন্যায় আপনার পথ চেয়ে আমি এখানে রয়েছি, আপনি যুদ্ধক্ষেত্র হতে এখনও ফিরে আস্‌চেন না দেখে, আমার মন বড়ই উদ্বিগ্ন হয়েছে, দেখা দিয়ে অধীনীর উদ্বেগ দূর করুন।

আপনারি প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী——

ঐলবিলা।"

"প্রাণেশ্বর!"—"প্রাণেশ্বর!" আ!—কি মধুর সম্বো-ধন! আমার শরীরের যন্ত্রণা এখন আর যেন যন্ত্রণাই ব'লে বোধ হচ্চে না। এখন যেন আমি আবার নূতন বলে বলী হলেম। আ!—প্রেমের কি আশ্চর্য্য মৃত-

সঞ্জীবনী শক্তি! (পুনরায় পত্র পাঠ।) "চাতকিনীর ন্যায় আপনার পথ চেয়ে এখানে রয়েছি," এর অর্থ কি?—তাঁরই তো এখানে আস্‌বার কথা ছিল, আমার সেখানে গিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বার তো কোন কথা ছিল না, তবে কেন তিনি আমার প্রতীক্ষা কচ্চেন, বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। তবে বোধ হয় কোন কারণ বশতঃ তিনি এখানে আস্‌তে পারেন নি, কিন্তু তা হ'লেও তো কারণটা তিনি পত্রে উল্লেখ কত্তেন। এর তো আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। যাই হোক, তাঁর অদর্শনে তাঁর সুধাময় হস্তাক্ষরই এখন আমার জীবন। এই রোগ-শয্যায় তাঁর পত্রই একমাত্র ঔষধি। আর একবার পড়ি। (পত্র পৃষ্ঠ দর্শন)

শিরোনামা।

"রাজাধিরাজ মহারাজ তক্ষশীল প্রবল-প্রতাপেষু।"

(বিস্মিতভাবে একটু উঠিয়া বসিয়া) এ কি?—এতো আমার পত্র না, এ যে রাজা তক্ষশীলের পত্র,——রাজকুমারী ঐলবিলা সেই কাপুরুষ নরাধমকে এইরূপ পত্র লিখ্‌বেন?—একি কখন সম্ভব?—"প্রাণেশ্বর!"—"প্রাণেশ্বর!"—তক্ষশীল তার "প্রাণেশ্বর!" আমি কি স্বপ্ন

দেখ্‌ছি, না আমার পড়্‌তে ভ্রম হ'ল ? দেখি (পুনর্ব্বার পাঠ) না আমার তো ভ্রম হয় নি, এযে স্পষ্টাক্ষরে তার নাম লেখা রয়েছে,——হা! অবশেষে কি এই হ'ল ?—(হতাশ হওত শয্যায় পুনর্ব্বার শুইয়া পড়ন) একটু পূর্ব্বে কোথায় আমার মন গগন স্পর্শ কচ্ছিল, এখন কি না তেমনি দারুণ পতন! নিষ্ঠুর প্রেম! মানব-হৃদয়কে নিয়ে তোর কি এইরূপ ক্রীড়া ?—আর তোর কুহকে আমি ভুল্‌ব না, আর তোর মায়ায় মুগ্ধ হব না। পৃথিবীর ধন, পৃথিবীর যশ, পৃথিবীর সুখ, পৃথিবীর সম্পদ, পৃথিবীর আর সকলি যেরূপ,—আজ জান্‌লেম, পার্থিব প্রেমও সেইরূপ। (পত্রবাহকের হস্তে পত্র প্রদান করতঃ প্রকাশ্যে) এই নেও,—রাজা তক্ষশীলের পত্র তুমি আমার কাছে কেন নিয়ে এসেছ ?

পত্রবাহক। আজ্ঞা,—আমাকে মার্জনা করবেন। আমি রাণী ঐলবিলার একজন প্রজা, সম্প্রতি আমি দেশ থেকে এসেছি, এখানকার কাহাকেও চিনিনে। রাণী বলেছিলেন যে, রাজা তক্ষশীল সমর-ক্ষেত্রে আছেন, লোকের মুখে সন্ধান পেয়ে রণক্ষেত্র পর্য্যন্ত আমি চিনে আস্‌তে পেরেছিলেম, কিন্তু সেখানে

কাহাকে দেখ্‌তে পেলেম না। তার পর এই সৈন্য-গণকে দেখে মনে কল্লেম, বুঝি এই খানেই রাজা তক্ষ-শীল আছেন। তাই আমি——

পুরু। আমি অত কথা শুন্‌তে চাইনে, আমার ও পত্র নয়, যার পত্র তাকে দেও গে।

(পত্রবাহকের প্রস্থান।)

পুরু। (স্বগত) "প্রাণেশ্বর"—"তৃষিতা চাতকিনী"—"প্রেমাকাঙ্ক্ষিণী" (দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতঃ) ওঃ!—আর সহ্য হয় না। আমি যা সন্দেহ কচ্ছিলেম, তাই কি ঘট্‌ল! আমি কেন সেই ভুজঙ্গিনীকে এত দিন আমার হৃদয় মধ্যে পুষে রেখেছিলেম? হা! কেন আমি বেঁচে উঠ্‌লেম? রণক্ষেত্রেই কেন আমার প্রাণ বহির্গত হলো না? আমার সৈন্যগণ বিনষ্ট হ'ল—জন্মভূমি স্বাধীনতা হারালেন,—আমি রাজসিংহাসন হ'তে পরিভ্রষ্ট হলেম, অবশেষে আমার প্রেমের প্রস্রবণও কি শুষ্ক হ'য়ে গেল!—কিন্তু কেন আমি স্ত্রীলোকের মত বৃথা বিলাপ কচ্চি? হৃদয়! বীরপুরুষোচিত ধৈর্য্য অবলম্বন কর, সেই মায়াবিনী, কুহকিনী, ভুজঙ্গিনীকে জন্মের মত বিস্মৃত হও।

(নেপথ্যে—রণবাদ্যের শব্দ ও যবনসৈন্যগণের সিংহনাদ।)

পুরুর সৈন্যগণ। সকলে সতর্ক হও! যবন সৈন্য-গণ বুঝি আবার আস্‌চে।

পুরু। তোমরা এই কয়জনে কি অসংখ্য যবন সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে পারবে?

সৈন্যগণ। মহারাজ! আমরা একজনও বেঁচে থাকতে আপনাকে কখনই বন্দি ক'রে নিয়ে যেতে দেব না। এস আমরা সকলে দুর্গের ন্যায় বেষ্টন ক'রে মহা-রাজকে রক্ষা করি।

(নিষ্কোষিত অসি হস্তে সৈন্যগণ পুরুরাজকে বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান।)

এফেষ্টিয়ন ও যবনসৈন্যগণের প্রবেশ।

যবনসৈন্যগণ। জয় সেকন্দরসার জয়!

পুরুর সৈণ্যগণ। জয় ভারতের জয়! জয় পুরু-রাজের জয়!

এফেষ্টিয়ন। (যবন সৈন্যের প্রতি) সাবধান! তোমরা ওদের কিছু ব'ল না, (পুরুরাজের প্রতি) মহারাজ! বিজয়ী সেকন্দরসা আপনাকে তাঁর সমীপে উপনীত করবার জন্য আমাকে আদেশ করেছেন। অতএব আপনি যুদ্ধ সজ্জা

পরিত্যাগ ক'রে সহজে আত্ম সমর্পণ করুন। আপনার সৈন্যগণকে যুদ্ধ হ'তে নিবারণ করুন। বৃথা কেন মনুষ্য-রক্ত পাত করেন ?

পুরুর সৈন্যগণ। (পুরুর প্রতি) মহারাজ! ওরূপ নিষ্ঠুর আজ্ঞা দেবেন না। তা হলে আমাদের মনে অত্যন্ত কষ্ট হবে। আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমরা রণ-ক্ষেত্রে প্রাণ দিয়ে স্বর্গলোক লাভ কত্তে পারি।

পুরু। (একেষ্টিয়নের প্রতি) দেখুন দূতরাজ! আমি তো আহত হয়ে নিতান্ত দুর্ব্বল হয়ে পড়েছি। আমার তো আর যুদ্ধ করবার কিছুমাত্র শক্তি নাই। আমি যদি এখন সৈন্যগণকে যুদ্ধ হ'তে নিবারণ করি, তা হলে ওদের মনে বড় কষ্ট দেওয়া হবে। দেখুন দূতরাজ! রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করাই ক্ষত্রিয়গণের একমাত্র ধর্ম্ম।

একেষ্টিয়ন। (যবন-সৈন্যগণের প্রতি) তবে সৈন্য-গণ! পুরুরাজকে বলপূর্ব্বক বন্দি করে নিয়ে চল।

পুরুর সৈন্যগণ। আমরা একজন থাক্‌তে মহা-রাজকে বন্দি হতে দেব না।

(উভয় সৈন্যের যুদ্ধ। একে একে পুরুরাজের সকল সৈন্যের পতন।)

এফেষ্টিয়ন। সৈন্যগণ! এখন পুরুরাজকে শিবিরের বাহিরে নিয়ে চল।

(সৈন্যগণ পালঙ্ক ধরিয়া পুরুরাজকে রঙ্গভূমির কিঞ্চিৎ পুরোভাগে আনয়ন,—এই সময় পুরুর মৃত সৈন্যগণকে আবরণ করিয়া রঙ্গভূমি বিভাগ করত আর একটী পট নিক্ষেপ।)

(দৃশ্য রণক্ষেত্র।)

তক্ষশীলের প্রবেশ।

তক্ষশীল। পুরুরাজ মরেছেন না কি? কৈ দেখি? (নিকটে গিয়া স্বগত) এযে এখনও বেঁচে আছে। তবেই দেখ্‌ছি জনরবের কথাটা মিথ্যা হল। (প্রকাশ্যে এফেষ্টিয়নের প্রতি) আপনি এঁকে বন্দি করে নিয়ে যাচ্চেন নাকি? (পুরুর প্রতি) ভায়া! তোমাকে এত করে ব'লে ছিলেম যে সেকন্দরসার সঙ্গে যুদ্ধ কত্তে যেও না, তা তো তুমি শুন্‌লে না। এখন তার ফল ভোগ কর। তখন যে এত আস্ফালন করেছিলে, এখন সে সব কোথায় গেল?

পুরু। (স্বগত) আর সহ্য হয় না। রাগে সর্ব্বাঙ্গ জ্বলে যাচ্চে, গায়ে যেন এখন একটু বল

পেলেম, নরাধমকে সমুচিত শাস্তি না দিয়ে থাক্‌তে পাচ্চিনে।

(হঠাৎ পালঙ্ক হইতে উঠিয়া অসি নিষ্কোষিত করিয়া তক্ষশীলের প্রতি আক্রমণ।)

(অসি দ্বারা আঘাত করিয়া) এই নে,—এই তোর পাপের উচিত প্রায়শ্চিত্ত ; কিন্তু আমার অসি আজ কাপুরুষের রক্তে কলঙ্কিত হল।

তক্ষশীল। উঃ! গেলেম!

(তক্ষশীল আহত হইয়া পতন)

যবনসৈন্যগণ। ওকিও? ওকিও? ধর ধর ধর!

(সকলে পুরুরাজকে ধরিয়া নিরস্ত্র করণ ও বল পূর্ব্বক তাঁহাকে ধারণ।)

তক্ষশীল। (স্বগত) আমি তো মলেম, কিন্তু রাণী ঐলবিলার প্রেম ওকে সুখে কখনই উপভোগ কত্তে দেব না, ওকে এর উচিত প্রতিশোধ দেব (প্রকাশ্যে) আমাকে যেমন তুই অস্ত্রাঘাতে মার্‌লি, তুইও তেমনি হৃদয় জ্বালায় দগ্ধ হ'য়ে আজীবন মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ কর্‌বি। তুই কি মনে করেচিস্‌,—ঐলবিলা,—তোর প্রতি অনুরাগিণী?—ও! গেলেম!

(তক্ষশীলের মৃত্যু।)

পুরু। (স্বগত কাঁপিতে কাঁপিতে) আর কোন সন্দেহ নাই, তবে নিশ্চয় পত্রে যা ছিল তাই ঠিক, হা! আর আমি দাঁড়াতে পাচ্চিনে, শরীর অবসন্ন হয়ে এল।

(পুনর্ব্বার মূর্চ্ছা হইয়া পতন।)

এফেষ্টিয়ন। পুরুরাজ আবার মূর্চ্ছা গেছেন, এস আমরা এঁকে নিয়ে যাই। রাজা তক্ষশীলের মৃত দেহও শিবিরে নিয়ে চল।

(সৈন্যগণ পুরুকে ও তক্ষশীলের দেহকে লইয়া প্রস্থান।)

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

তক্ষশীলের শিবির।

সেকন্দরসা ও অম্বালিকার প্রবেশ।

সেকন্দরসা। কি রাজকুমারি! পরাজিত পুরু-রাজকে আপনি এখনও ভয় কচ্চেন? আপনার কোন চিন্তা নেই। আমার সৈন্যগণ তাঁকে বন্দি করে নিয়ে আসবার জন্য অনেক ক্ষণ গেছে।

অম্বালিকা। রাজকুমার! পুরুরাজ পরাজিত হয়েছেন ব'লেই, আমার এত ভয় হচ্চে। শত্রু পরাজিত হলেই আপনি তাঁকে বন্ধু জ্ঞান করেন ও তাঁর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন।

সেকন্দর। না—পুরুরাজ আমার নিকট হ'তে এখন আর কোন অনুগ্রহ প্রত্যাশা কত্তে পারেন না। আমি তাঁর সঙ্গে প্রথমে সন্ধি কর্‌বার জন্য চেষ্টা করেছিলেম, কিন্তু তাঁর এত দূর স্পর্দ্ধা যে, আমার বন্ধুত্ব অগ্রাহ্য ক'রে, তিনি আমার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ কল্লেন! আমি এখন পৃথিবীর যাবতীয় লোককে দৃষ্টান্ত স্বরূপ

এই দেখাতে চাই যে, যে সেকন্দরসার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে, তার অবশেষে কি দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়। আর বিশেষতঃ যখন রাজকুমারি! আপনি পুরুরাজের প্রতি প্রসন্ন নন——

অম্বালিকা। রাজকুমার! আমি পুরুরাজের উপর ক্রুদ্ধ নই; তাঁর দুর্দ্দশা দেখে বরং আমার দুঃখ হচ্চে। তিনি আমাদের দেশের একজন বলবান রাজা ছিলেন। আমি কেবল এই আশঙ্কা কচ্চি যে, পুরুরাজ বেঁচে থাক্‌তে আমার ভাই কখনই সুখী হ'তে পার্‌বেন না ও আমিও সুখী হ'তে পার্‌ব না। পুরুরাজ বেঁচে থাক্‌তে ঐলবিলা কখনই আমার ভাইকে তার হৃদয় প্রদান কর্‌বে না! তিনি ঐলবিলার প্রেমে বঞ্চিত হ'লে আমাকে বল্‌বেন যে, আমার জন্যই তাঁর এরূপ দুর্দ্দশা উপস্থিত হয়েছে। আমার প্রতি তাঁর তখন একেবারে জাতক্রোধ হ'য়ে উঠ্‌বে! রাজকুমার! আপনি তো গাঙ্গেয় দেশ সকল জয় কর্‌বার জন্য শীঘ্রই যাত্রা কর্‌বেন। আপনি যখন এখান থেকে চলে যাবেন, তখন আমাকে কে রক্ষা কর্‌বে? আর আপনি এখান থেকে চলে গেলে, আমি কিরূপেই বা জীবন ধারণ ক'রব, হৃদয়-

জ্বালায় তা হ'লে আমাকে দিবানিশি দগ্ধ হ'তে হবে।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনি চিন্তিত হবেন না। আপনার হৃদয় যখন আমি লাভ করেছি, তখন আর আমি কিছুই চাইনে। গঙ্গানদী-কূলবর্ত্তী দেশগুলি জয় করেই আপনার নিকট উপস্থিত হব। এত রাজ্য, এত দেশ যে জয় কচ্চি, সে কেবল আপনার চরণে উপহার দেবার জন্যই তো।

অম্বালিকা। না রাজকুমার! আমার অমন রাজ্য ঐশ্বর্য্যে প্রয়োজন নাই। আপনি আমার নিকটে থাকুন, তা হলেই আমার সকল সম্পদ লাভ হবে। রাজকুমার! আপনার কি জয়স্পৃহা এখনও তৃপ্ত হয়নি? যথেষ্ট হ'য়েছে, আর কেন? আর কত দেশ জয় কর্‌বেন? আর কত যুদ্ধ কর্‌বেন? দেখুন, আপনার সৈন্যগণ ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছে, আপনার অর্দ্ধেক সৈন্য প্রায় বিনষ্ট হ'য়ে গেছে। আহা! তাদের মুখ দেখ্‌লে আমার দুঃখ হয়। রাজকুমার! আপনি তাদের উপর একটু সদয় হ'ন্। আর তারা যুদ্ধ কত্তে পারে না, আপনি দেখ্‌বেন, তাদের মুখে অসন্তোষের ভাব স্পষ্ট প্রকাশ পাচ্চে।

সেকন্দর। রাজকুমারি! সে জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি তাদের মধ্যে গিয়ে দেখা দিলেই, তাদের মন পুনর্ব্বার নবোৎসাহে, নবোদ্যমে পূর্ণ হবে। তখন তারা আপনারাই যুদ্ধে যাবার জন্য লালায়িত হবে। সে যা হোক্, আপনি এ নিশ্চয় জান্‌বেন যে, যাতে তক্ষশীলের বাসনা পূর্ণ হয়, তজ্জন্য আমি যথা-সাধ্য চেষ্টা করব। পুরুরাজ কখনই ঐলবিলাকে লাভ কত্তে পার্‌বে না।

অম্বালিকা। এই যে,—রাণী ঐলবিলা এখানে আস্‌ছেন।

ঐলবিলার প্রবেশ।

সেকন্দর। (ঐলবিলার প্রতি) রাজকুমারি! দৈব আপ-নার প্রতি সুপ্রসন্ন হয়েছেন, পুরুরাজ বেঁচে উঠেছেন।

ঐলবিলা। (আহ্লাদিত হইয়া) কি বল্লেন, পুরুরাজ বেঁচে উঠেছেন? সত্য বল্‌চেন,—না আমাকে বঞ্চনা কচ্চেন? বলুন, আর একবার বলুন। (স্বগত) আমি কি স্বপ্ন দেখ্‌ছি?

সেকন্দর। রাজকুমারি! আমি সত্য বল্‌চি, তিনি জীবিত আছেন।

ঐলবিলা। যদিও আপনি আমার শত্রু, তথাপি আপনি যে শুভ সংবাদ দিলেন, এতে আপনাকে আমি মনের সহিত আশীর্ব্বাদ কল্লেম। (স্বগত) কিন্তু এখনও কিছু বলা যায় না, আবার হয় তো শুন্‌তে হবে তিনি রণস্থলে প্রাণ ত্যাগ করেছেন। যদি বেঁচে থাকেন, তা হলে নিশ্চয় আমার উদ্ধার কর্‌বার জন্য তিনি এখানে আস্‌বেন; কিন্তু তিনি একাকী এই অসংখ্য সৈন্যগণের মধ্য থেকে কি করে আমাকে নিয়ে যাবেন? যাই হোক্ তিনি যখন জীবিত আছেন, তখন স্বাধীনতা-সূর্য্য কখনই একেবারে অস্তগামী হবে না। আহা! তাঁর সেই তেজোময় মূর্ত্তি আবার কবে আমি দেখতে পাব? এখন যদি তাঁর কাছে যেতে পারি, তাহলে আমি যে কি পর্য্যন্ত সুখী হই, তা বল্‌তে পারিনে; কিন্তু সে বৃথা আশা,—আমি এখন তক্ষশীলের বন্দি।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনার মুখ আবার ম্লান হ'ল কেন? আপনি কি আমার কথায় বিশ্বাস যাচ্চেন না? সৈন্যগণকে আমি বিশেষ ক'রে আদেশ ক'রে দিয়েছি যে, কেহই যেন তাঁর প্রাণ বিনষ্ট না করে। আপনি শীঘ্রই তাঁকে এখানে দেখ্‌তে পাবেন।

ঐলবিলা। তাঁর শক্র হ'য়ে আপনি এরূপ আদেশ করেছেন? সেকন্দরশার অন্তঃকরণ কি এতই দয়ালু?

সেকন্দর। তিনি আমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করেছেন, অন্যে হ'লে তাঁর অহঙ্কারের সমুচিত শাস্তি দিত; কিন্তু আমি তাঁকে কিছুই বল্‌ব না। রাজা তক্ষশীলের হস্তে আমি তাঁকে সমর্পণ কর্‌ব, তিনি যেরূপ ইচ্ছা কর্‌বেন, তাই হবে। পুরুরাজের জীবন মৃত্যু সকলি রাজা তক্ষশীলের উপর নির্ভর কচ্চে। রাজা তক্ষশীলকে প্রসন্ন ক'রে, পুরুরাজের প্রাণ রক্ষা করুন।

ঐলবিলা। কি বল্লেন? রাজা তক্ষশীলের উপর তাঁর জীবন মৃত্যু নির্ভর কচ্চে? সেই কাপুরুষ, বিশ্বাসঘাতক, স্বদেশদ্রোহী নরাধমের হস্তে তিনি জীবন লাভ কর্‌বেন? তাঁর এমন জীবনে কাজ নেই। ধিক্ সে জীবনে; বরং আমি তাঁর মৃত্যু সহস্র বার সহ্য কর্‌ব,—তবু এরূপ নীচ, জঘন্য মূল্যে তাঁর জীবন ক্রয় কত্তে আমি কখনই সম্মত হব না। তাঁর সঙ্গে ইহ জীবনে যদি আর না দেখা হয়,—তো পরলোকে গিয়ে মিলিত হব। আপনি কি তবে তাঁকে দ'ণ্ডে মার্‌বার

সেকন্দর। (আশ্চর্য্য হইয়া) কি ! রাজা তক্ষশীলের মৃত্যু হয়েছে ?

অম্বালিকা। কি ? আমার ভাই ?—আমার মাথায় বজ্রাঘাত পোল্লো না কি ?—হা ! আমার কি হবে—

(ক্রন্দন।)

এফেষ্টিয়ন। হাঁ মহারাজ ! রাজা তক্ষশীলের সত্য সত্যই মৃত্যু হয়েছে। আমরা মহারাজের আদেশমতে পুরুরাজকে বন্দি কত্তে গিয়েছিলেম। পূর্ব্ববার যুদ্ধে পুরুরাজের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হ'য়ে গিয়ে, যে কয়েকজন মাত্র অবশিষ্ট ছিল, তারা তো প্রথমে কোনমতেই ওঁকে বন্দি কত্তে আমাদের দেবে না, তারা ঐ কয়েকজনে দুর্গের ন্যায় ওঁর চতুর্দ্দিক বেষ্টন ক'রে আমাদের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ কত্তে লাগ্‌ল। মহারাজ ! তাদের কি বীরত্ব ! আমি এমন কখন দেখিনি। বল্‌ব কি, তাদের মধ্যে একজনও বেঁচে থাক্‌তে, আমাদিগকে পুরুরাজের গাত্র স্পর্শ কত্তে দেয়নি।

সেকন্দর। ধন্য পুরুরাজের সৈন্যগণ ! এমন সৈন্য পেলে আমি সমস্ত পৃথিবী অনায়াসে জয় কত্তে পারি। তার পর ?

এফেষ্টিয়ন। তার পরে মহারাজ! একে একে সেই সমস্ত সেনাগুলিই নিহত হ'লে, ধ্বজবাহক পর্য্যন্ত নিহত হ'লে, তবে আমরা ওঁকে বন্দি কত্তে সমর্থ হলেম। তার পরে ওঁকে আমরা নিয়ে আস্‌চি, এমন সময়ে রাজা তক্ষশীল এসে ওঁকে একটা কি উপহাস কল্লেন, তাতেই পুরুরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে হটাৎ পালঙ্ক থেকে উঠেই দৌড়ে গিয়ে তক্ষশীলকে আক্রমণ কল্লেন ও অসি আঘাতে তাঁর প্রাণ বধ কল্লেন।

অম্বালিকা। (সেকন্দরসার প্রতি) রাজকুমার! আমার কপালে কি এই ছিল? শেষে কি আমাকেই ক্রন্দন কত্তে হ'ল? সমস্ত বজ্র কি অবশেষে আমারই মস্তকে পতিত হ'ল? আপনার আশ্রয়ে থেকে আমার ভায়ের শেষকালে কি এই গতি হ'ল? আমার ভাইকে বধ ক'রে ঐ পাষণ্ড আমার সম্মুখে ও আপনার সম্মুখে নিঃশঙ্কচিত্তে স্পর্দ্ধা কল্লে,—তা শুনেও আপনি সহ্য কল্লেন? হা!

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনি আর ক্রন্দন কর্‌বেন না। যা ভবিতব্য, তা কেহই নিবারণ কত্তে পারে না। আমি পুরুরাজকে এর জন্য সমুচিত শাস্তি দিচ্চি।

ঐলবিলা। রাজকুমারী অম্বালিকা তক্ষশীলের জন্য

তো বিলাপ কত্তেই পারেন। উনিই তো পরামর্শ দিয়ে তক্ষশীলকে ভীরু ও কাপুরুষ ক'রে তুলেছিলেন। কিন্তু উনি যে তাঁকে বিপদ হ'তে রক্ষা কর্‌রার জন্য এত চেষ্টা কল্লেন, কিন্তু অবশেষে কি তাঁর প্রাণ রক্ষা কত্তে সমর্থ হলেন? কাপুরুষের মৃত্যু এই রূপেই হ'য়ে থাকে। পুরুরাজ তো আগে ওঁকে কিছু বলেন নি, ওঁকে উপহাস করাতেই উনি ক্রুদ্ধ হ'য়ে তাঁর প্রাণ বধ ক'রেছেন; পুরুরাজের এতে কিছুমাত্র দোষ নেই।

পুরু। (ঐলবিলাকে লক্ষ্য করিয়া স্বগত) ও!—মায়াবিনীর কি চাতুরি! এখন তক্ষশীল মরে গেছে,—এখন আবার দেখাতে চেষ্টা কচ্চে যে, ও তক্ষশীলকে ভাল বাসে না, আমাকেই ভাল বাসে। কি শঠতা! (প্রকাশ্যে সেকন্দরের প্রতি) তক্ষশীলকে বধ ক'রে, আমি এই সকলকে শিক্ষা দিলেম যে, দুর্ব্বল অবস্থাতেও যেন শত্রুগণ আমাকে ভয় করে। শোন সেকন্দরসা! যদিও এখন আমি নিরস্ত্র, অসহায়, তথাপি আমাকে উপেক্ষা ক'র না। এখনও আমার ইঙ্গিতে শত শত ক্ষত্রিয় যোদ্ধা তোমার বিরুদ্ধে উঠ্‌তে পারে। আমাকে বধ করাই তোমার শ্রেয়। তা হ'লে তুমি নিঃশঙ্কচিত্তে ও

নির্ব্বিবাদে সমস্ত পৃথিবী জয় কত্তে সমর্থ হবে। তোমার নিকট আমার আর অন্য কোন প্রার্থনা নাই। কেবল এই মাত্র জান্‌বার ইচ্ছা আছে যে, তুমি জয় ক'রে, জয়ের ব্যবহার জান কি না?

সেকন্দর। কি—পুরু! তোমার দর্প এখনও চূর্ণ হয়নি? এখনও তুমি নত হ'লে না? এখনও তুমি আমাকে ভয় প্রদর্শন কত্তে সাহস কচ্চ? এখন্ মৃত্যু দণ্ড ভিন্ন তুমি আমার কাছ থেকে আর কি প্রত্যাশা কত্তে পার?

পুরু। তোমার কাছ থেকে আর আমি অন্য কিছুই প্রত্যাশা করিনে।

সেকন্দর। তোমার এখন শেষ দশা উপস্থিত, এখন তোমার মনের ইচ্ছা ব্যক্ত কর,—কিরূপ মৃত্যু তোমার অভিপ্রেত?—এই অন্তিমকালে তোমার সহিত কিরূপ ব্যবহার কত্তে হবে বল?

পুরু। ক্ষত্রিয়েরা যেরূপ মৃত্যু ইচ্ছা করে, সেই রূপ মৃত্যু ও রাজার প্রতি যেরূপ ব্যবহার কত্তে হয়, সেইরূপ ব্যবহার।

সেকন্দর। (চিন্তা করিয়া) আচ্ছা তোমার প্রতি

আমি রাজার ন্যায়ই ব্যবহার ক'র্‌ব। (এফেষ্টিয়নে প্রতি) দেখ, এফেষ্টিয়ন! ওঁর অসি ওঁকে প্রত্যর্পণ কর

এফেষ্টিয়ন। যে আজ্ঞা মহারাজ!

(অসি প্রত্যর্পণ।)

অম্বালিকা। (দৌড়িয়া আসিয়া ব্যাকুলভাবে) ও কচ্চেন মহারাজ! ওঁর হাতে অসি দেবেন না,—দেবে না,—এখনি আপনার প্রাণ বধ কর্‌বেন।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনি অধীর হবেন ন শত্রুর হস্তে অসি দিতে সেকন্দরসা ভয় করেন না অসি আমার ক্রীড়া সামগ্রী।

পুরু। রাজকুমারি! আপনি চিন্তা করবেন না আমি দস্যু নই। আমি বিনা কারণে, বিনা উত্তেজনা কাহাকেও বধ করিনে। বিশেষতঃ যে ব্যক্তি বিশ্ব চিত্তে আমার হাতে অসি অর্পণ করে, যুদ্ধে আহূত ন হলে, বিশ্বাসঘাতকের ন্যায়, কাপুরুষের ন্যায়, আমি তার প্রতি কখনই আক্রমণ করিনে।

ঐলবিলা। (স্বগত) সেকন্দরসার কি অভিপ্রায় বুঝ্‌তে পাচ্চিনে। উনি আবার পুরুরাজকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করবেন না কি? পুরুরাজ এরূপ দুর্ব্বল শরীরে

কি ক'রে যুদ্ধ কর্‌বেন? নিশ্চয় দেখছি, যুদ্ধে হত হবেন। যা হ'ক, বন্দি হ'য়ে জল্লাদের হাতে মরা অপেক্ষা যুদ্ধে মরাই ভাল।

পুরু। সেকন্দর! আর কত বিলম্ব আছে? আমি মৃত্যুদণ্ড প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষা কচ্চি।

সেকন্দর। পুরুরাজ! তোমার প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা দিচ্চি, শ্রবণ কর,——তুমি যে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছ,—শেষকাল পর্য্যন্ত বরাবর সমানরূপে তোমার তেজস্বিতা ও বীরত্ব প্রকাশ ক'রে এসেছ,—এত ভয় প্রদর্শনেও যে তুমি আমার নিকট নত হওনি, এতে আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছি ও বাস্তবিক মনে মনে তোমার উপর সন্তুষ্ট হ'য়েছি। আমি স্বীকার কচ্চি, তোমার উপর আমি যে জয় লাভ করেছিলেম, তাহা বাস্তবিক জয় নয়। তোমার রাজ্য তুমি ফিরে লও, আমি তা চাইনে। লৌহ-শৃঙ্খল হ'তে তুমি এখন মুক্ত হ'লে,—এখন রাজকুমারী ঐলবিলার সহিত প্রেম-শৃঙ্খলে বদ্ধ হ'য়ে দুজনে সুখে রাজত্ব ভোগ কর; এই একমাত্র কঠিন দণ্ড তোমাকে প্রদান কল্লেম। (অম্বালিকার প্রতি) রাজ-

কুমারি! আমার এইরূপ ব্যবহারে আপনি অ
হবেন না। সেকন্দরসা এইরূপেই প্রতিশোধ
থাকেন। আপনারও মহৎ বংশে জন্ম, আপনি প
কথা সমস্ত ভুলে গিয়ে, উদারভাবে পুরুরাজের
দোষ মার্জ্জনা করুন।

ঐলবিলা। (অম্বালিকার প্রতি) রাজকুমারি! অ
আপনার নিকটে এখন মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কচ্চি যে
বীরপুরুষকে আপনি হৃদয় দান করেছেন, তাঁর ব
করণ বাস্তবিক মহৎ ও উদার বটে।

পুরু। (সেকন্দরের প্রতি) মহারাজ! আ
গুণে আমি বশীভূত হলেম! আপনি যেমন স্বী
কল্লেন, আপনি যে জয় লাভ করেছেন, তা বাহ
জয় নয়, আমিও তেমনি আপনার কাছে মুক্ত
স্বীকার কচ্চি যে, আপনার অসাধারণ মহত্ত্ব ও
রতা দেখে, আমি অতীব চমৎকৃত হয়েছি।
হ'তে আপনি আমাকে আপনার হিতৈষী বন্ধুগ
মধ্যে গণ্য কর্‌বেন।

সেকন্দর। (অম্বালিকার প্রতি) রাজকুমারি! ব
নার মুখ এখনও যে ম্লান দেখ্‌ছি? পুরুরাজের

আমি যেরূপ ব্যবহার কল্লেম, তা কি আপনার মনঃপূত হয়নি ?

অম্বালিকা। রাজকুমার! আমি আর কি বল্‌ব, আমার ভায়ের শোকে আমার হৃদয় অভিভূত হ'য়ে রয়েছে। যেরূপ উদারতা আপনি প্রকাশ কল্লেন, এ আপনারই উপযুক্ত।

(অম্বালিকার প্রস্থান।)

সেকন্দর। (পুরু ও ঐলবিলার প্রতি) অনেক দিনের বিচ্ছেদের পর আপনারা একত্র আবার সম্মিলিত হয়েছেন। এক্ষণে দুজনে নির্জনে আলাপ করুন, আমরা চল্লেম।

(সেকন্দরসা ও সকলের প্রস্থান।

ঐলবিলা। (পুরুর নিকট আসিয়া) পুরুরাজ! আজ আমার কি আনন্দ! এত দিনে আমার হৃদয় পূর্ণ হ'ল। যতদিন আপনাকে দেখ্‌তে পাইনি, ততদিন সমস্ত জগত অন্ধকার দেখ্‌ছিলেম। আজ যে দিকেই চোক্ ফেরাচ্চি,—সকলি মধুময় ব'লে বোধ হচ্চে; চন্দ্র মধু বর্ষণ কচ্চে,—সমীরণ মধু বহন কচ্চে,—শত্রুর মুখ থেকেও মধুর বাক্য শুন্‌তে পাচ্চি। আমার চেয়ে এখন

আর কেহই সুখী নয়; কিন্তু পুরুরাজ! আপনার ম্লান দেখ্‌ছি কেন? কি হয়েছে আমাকে বলুন? ভাব্‌চেন? চুপ ক'রে রয়েছেন যে? কেন পুরুরা কেন ও রকম করে রয়েছেন?

পুরু। কুহকিনীর বাক্যে আর আমি মুগ্ধ হইনে

(প্রস্থান করিতে উদ্যত।)

ঐলবিলা। সে কি পুরুরাজ! কোথায় যান?

(পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন ও পুরুর হস্ত ধরিতে উদ্যত।)

পুরু। (ঐলবিলার হস্ত ঠেলিয়া ফেলিয়া) মায়াবি আমাকে স্পর্শ করিস্‌নে।

(পুরুর বেগে প্রস্থান।)

ঐলবিলা। "মায়াবিনী আমাকে স্পর্শ করিসনে এই নিদারুণ বাক্য পুরুরাজার মুখ থেকে কেন আম শুন্‌তে হ'ল! এর অর্থ কি? আমি তো কিছুই বুঝ্‌ পাচ্চিনে, ও কথা আমাকে তিনি কেন বল্লেন? আ তাঁর কাছে কি অপরাধ করেছি? তিনি কি উন্মাদ হ ছেন? না—তিনি তো বেশ জ্ঞানের সহিত সেকন্দরস সঙ্গে কথা কচ্ছিলেন। তবে কি সত্যই আমি কে অপরাধ করেছি? আমি যে হৃদয় মন প্রাণ সক

তাঁকে সমর্পণ করেছি ;—যাঁর অদর্শনে আমি ক্ষণমাত্রও জীবন ধারণ কত্তে পারিনে,—যাঁর সুখে আমার সুখ,—যাঁর দুঃখে আমার দুঃখ,—আমি জেনে শুনে কি তাঁর কোন অপরাধ কর্‌ব ? এ কি কখন সম্ভব ? না—আমি তাঁর কোন অপরাধ করিনে। তবে আমি যে তাঁকে বলেছিলেম যে, তক্ষশীলের সৈন্যগণকে উত্তেজিত করে দিয়েই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌ব ; সেই কথা রাখ্‌তে পারিনি বলেই কি তিনি আমার উপর রাগ করেছেন ? উদাসিনীর হাত দিয়ে তাঁকে যে পত্রখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেম, তবে কি তা তিনি পান্‌নি ? আমি যে তক্ষশীলের বন্দি হয়েছিলেম, তা কি তিনি তবে জান্‌তে পারেন নি ? হায় ! প্রথমে যেমন আমার আনন্দ হয়েছিল, এখন তেমনি বিবাদ উপস্থিত। যাই,—আর একবার চেষ্টা করে দেখি। (ক্রন্দন) পুরুরাজের চরণ ধ'রে,—একবার জিজ্ঞাসা কর্‌ব, তিনি কি অপরাধে আমাকে অপরাধিনী করেছেন ; যাই !——

(ঐলবিলার প্রস্থান।)

অম্বালিকার প্রবেশ।

অম্বালিকা। (স্বগত) পুরুরাজকে আমি যে বিষ-

তুল্য পত্রখানি পাঠিয়ে দিয়েছিলেম, তার কার্য্য দেখ্‌ছি এর মধ্যেই আরম্ভ হয়েছে। আমি আড়াল থেকে ঐলবিলা ও পুরুরাজের সমস্ত কথা বার্ত্তা শুনেছি। পুরুরাজের মন ওঁর প্রতি দেখ্‌ছি একেবারে চটে গেছে। আমার দ্বারাই এই বিষানল প্রজ্বলিত হয়েছে। আহা! দুইটী প্রেমিকের হৃদয়ে হৃদয়ে যে প্রেম-গ্রন্থিটী ছিল, আমার কঠোর হস্তই তা ছিন্ন করেছে। তাদের চির জীবনের সুখ শান্তি আমিই অপহরণ করেছি, আমার ন্যায় পাপীয়সী পিশাচিনী জগতে আর কে আছে? যে ভায়ের জন্য আমি এই সমস্ত পাপাচরণ কল্লেম, সে ভাইও নির্দ্দয় হ'য়ে আমার নিকট হতে চলে গেল। এখন আর কার জন্য এই দুঃসহ পাপ-ভার বহন করি? আর সহ্য হয় না, আমার হৃদয়ে নরক-জ্বালা দিবানিশি জ্বল্‌ছে।

সেকন্দরসার প্রবেশ।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আমাকে বিদায় দিন, আমার সমস্ত সৈন্যগণ সজ্জিত হ'য়ে আমার জন্য প্রতীক্ষা কচ্চে। গঙ্গানদী-কূলবর্ত্তী প্রদেশগুলি জয় কর্‌বার জন্য আমায় এখনি যাত্রা কত্তে হবে। যুদ্ধ থেকে যদি ফিরে আস্‌তে পারি, তা হলে আবার হয়

তো দেখা হবে। আপনি তত দিন এখানে সুখে রাজত্ব করুন, এই আমার মনের একমাত্র বাসনা।

অম্বালিকা। রাজকুমার! এই হতভাগিনীকে ফেলে আপনি কোথায় যাবেন? আমার আর কেহই নেই, আমি রাজ্য চাইনে, ঐশ্বর্য্য চাইনে, আমি আপনাকেই চাই। আপনি যেখানে যাবেন, আমিও সেইখানে যাব। পূর্ব্বে যখন আপনার সঙ্গে আমাকে যেতে বলেছিলেন, তখন আমি সম্মত হইনি, কেন না, আমার ভায়ের বিনা সম্মতিতে আমি তখন কিছুই কত্তে পাত্তেম না। এখন যখন আমার ভাই নেই, তখন আমার আর কেউই নেই। (ক্রন্দন) এখন আপনিই আমার ভাই, বন্ধু, স্বামী, সর্ব্বস্ব।

সেকন্দর। রাজকুমারি! আপনার ন্যায় কোমল পুষ্প কি পথের ক্লেশ, যুদ্ধক্ষেত্রের ক্লেশ সহ্য কত্তে পারবে?

অম্বালিকা। রাজকুমার! আপনার সঙ্গে আমি সকল ক্লেশ, সকল বিপদ সহ্য কত্তে পারব। অরণ্যে যান,—মরুভূমে যান,—সমুদ্রে যান,—পর্ব্বতে যান,—যুদ্ধক্ষেত্রে যান, আপনার সঙ্গে আমি কোন স্থানে যেতে ভয় করব না।

(নেপথ্যে—একবার বাদ্যোদ্যম ও সৈন্য-কোলাহল।)

সেকন্দর। রাজকুমারি! ঐ শোন, সৈন্যগণ প্রস্তুত

হয়েছে। আমি আর বিলম্ব কত্তে পারিনে; ঘোর-তর সংগ্রামের মধ্যে আপনাকে কেমন করে নিয়ে যাই। আপনি ধৈর্য্যাবলম্বন করুন।

অম্বালিকা। (সেকন্দরসার পদতলে পড়িয়া করযোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে) রাজকুমার! এ অধীনীকে ত্যাগ কর্বেন না। এখন আপনিই আমার ভগ্ন হৃদয়ের এক-মাত্র অবলম্বন,—আপনিই এখন আমার আশা ভরসা সকলি। আমাকে ছেড়ে গেলে, আমি এক মুহূর্ত্তও জীবন ধারণ কত্তে পার্ব না।

সেকন্দর। ও কি রাজকুমারি! উঠুন,—ক্রন্দন কর্বেন না। (স্বগত) আমি যে এমন পাষাণ-হৃদয়, ওঁর ক্রন্দন শুনে আমারও হৃদয় বিগলিত হ'য়ে যাচ্চে। যাওয়া যাক্‌,—আর এখানে থাকা নয়, এখনও অনেক দেশ জয় কত্তে বাকি আছে।

একজন সেনাপতির প্রবেশ।

সেনাপতি। মহারাজ! সৈন্যগণ সকলি প্রস্তুত, আপনার জন্য আমরা প্রতীক্ষা কচ্চি, যাত্রার শুভ লগ্ন উত্তীর্ণ হ'য়ে যায়।

(সেনাপতির প্রস্থান।)

সেকন্দর। রাজকুমারি! আমি বিদায় হলেম।

(সেকন্দরসার প্রস্থান।)

অম্বালিকা। (দণ্ডায়মান হইয়া সতৃষ্ণ-লোচনে একদৃষ্টে তাঁহার পথের দিকে লক্ষ্য করিয়া) সত্য সত্যই আমাকে ত্যাগ করে গেলেন? আমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন না? আর একবার এসে আমাকে দেখা দিন,—এই শেষ বিদায়, আর আমি আপনাকে ধরে রাখ্‌ব না। অধীনীর কথা রাখ-লেন না?—চলে—গেলেন? (সেকন্দরসা দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে নিরাশ হইয়া) হা——নিষ্ঠুর!——নিষ্ঠুর!——নিষ্ঠুর——পুরুষজাতি———

(অবসন্ন হইয়া পতন।)

(কিয়ৎকাল পরে) হা সেকন্দরসা! তুমি কি নিষ্ঠুর, আমি শেষ বিদায় নেবার জন্য তোমাকে এত ডাক্‌লেম, তুমি কি না একবার ফিরেও তাকালে না?

(কিয়ৎকাল স্তম্ভিতভাবে থাকিয়া পরে করতলে কপোল বিন্যস্ত করিয়া গান)

রাগিণী জংলা ঝিঝিট,—তাল আড়াঠেকা।

আগে করিয়ে যতন, কেন মজাইলে মন।
প্রেমফাঁশি গলে দিয়ে বধিলে জীবন॥

ভাল ভাল ভাল হল, দু-দিনে সব জানা গেল,
দিলে ভাল প্রতিফল, রহিল স্মরণ॥——”

সেকন্দরসা! তোমার জন্য আমি দেশকে বলিদান দিলেম, বন্ধু বান্ধবকে পরিত্যাগ কল্লেম, শেষে তুমি কি না আমাকে এখানে ত্যাগ করে গেলে? আমার ভাই গেল, বন্ধু গেল, মান গেল, সম্ভ্রম গেল, এখন আমি শূন্য সিংহাসন নিয়ে কি কর্‌ব? দেশবিদেশে আমার কলঙ্ক রটে গেছে, এখন আমি কি করে ক্ষত্রিয়গণের নিকট, আমার প্রজাগণের নিকট মুখ দেখাব?—হা! প্রেমই রমণীর জীবন। আমার যখন প্রেম গেছে, তখন আমার সকলি গেছে! এখন আমি সকলই শূন্য-ময় দেখ্‌ছি। কেন বিধাতা আমাদিগকে এরূপ সৃষ্টি কল্লেন? আমরা ভালবাসি, ভালবেসে প্রাণ যায়, তবু ভাল বাস্‌তে ছাড়িনে।—না, আর আমি এখন কিছুই চাইনে, এখন সন্ন্যাসিনী হ'য়ে দেশবিদেশ পর্য্যটন ক'রে কাল কাটাব। ভালবাসা জন্মের মত ভুলে যাব।

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী,—তাল আড়াঠেকা।

“যাবত জীবন রবে কারে ভাল বাসিবনা।
ভালবেসে এই হল, ভালবাসার কি লাঞ্ছনা॥

ভালবাসা ভুলে যাব, মনেরে বুঝাইব,
পৃথিবীতে আর যেন কেউ কারে ভাল বাসে না ॥"

আমি যেমন দুইটী প্রেমিকের সুকোমল প্রেমবন্ধন ছিন্ন-ক'রে দিয়েছি, বিধাতাও তেমনি আমার হৃদয়ের প্রেম-কুসুম শুষ্ক ক'রে আমার পাপের উচিত প্রতিফল দিলেন। বিধাতঃ! এতেও কি তুমি সন্তুষ্ট হও নি? এখনও কেন আমার হৃদয়কে নরক জ্বালায় দগ্ধ কচ্চ? বল আমি কি ক'রে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব?—উঃ! আর সহ্য হয় না। যাই পুরুরাজ যেখানেই থাকুন, তাঁর কাছে গিয়ে সমস্ত কথা প্রকাশ ক'রে বলি, তা হলেও হৃদয়ের ভার অনেকটা কমে যাবে। যাই,——

(অম্বালিকার প্রস্থান।)

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

পুরুরাজের শিবির-পার্শ্বস্থ আম্রবন।

নিশীথ সময়—গগনমধ্যে পূর্ণচন্দ্র বিরাজমান।

পুরুর প্রবেশ।

পুরু। (গাঢ় চিন্তায় মগ্ন হইয়া সঞ্চরণ করিতে করিতে) হায়! এমন পূর্ণিমার চন্দ্র সমুদিত—কিন্তু আমার হৃদয়ে যেন তীব্র বিষ-কিরণ বর্ষণ কচ্চে। সুখ আমার হৃদয় থেকে জন্মের মত বিদায় নিয়েছে; প্রকৃতির এরূপ স্নিগ্ধ ভাব আর আমার এখন ভাল লাগ্‌চে না। অমানিশার ঘোর অন্ধকারে গগন আচ্ছন্ন হ'য়ে যাক্‌,—মেঘের গর্জ্জনে দিগ্বিদিক্‌ কম্পমান হোক্‌,—মুহুর্মুহু ভীষণ বজ্রপাত হোক্‌,—প্রলয় ঝড়ে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড চূর্ণ-বিচূর্ণ হ'য়ে যাক্‌, তা হলে প্রকৃতির সঙ্গে আমার মনের কিছু সামঞ্জস্য হবে। এখন আমার মনে হচ্চে যেন আমার দুঃখে সকলেই হাস্‌ছে—চন্দ্রমা হাস্‌ছেন,—চন্দ্রের হাস্যে সমস্ত প্রকৃতিই হাস্‌ছে। হায়! আমার এখন

আর কিছুই ভাল লাগ্‌চে না; রণক্ষেত্রে যদি আমার প্রাণ বহির্গত হ'ত, তা হলে আমার এত যন্ত্রণা ভোগ কত্তে হ'ত না। কিন্তু কি!——এখনও আমি সেই মায়াবিনীকে বিস্মৃত হ'তে পাল্লেম না? এক জন চপলা রমণীর জন্য বীর পুরুষের হৃদয় অধীর হবে?—ধিক!—

ও কে ও!—সেই মায়াবিনীর মূর্ত্তি না?—হাঁ সেই তো! আমি যতই ভুল্‌তে চেষ্টা কচ্চি, ততই কি বিধাতা আমাকে ওকে ভুল্‌তে দেবেন না? এখানে আবার কি কত্তে আস্‌ছে?

ঐলবিলার প্রবেশ।

ঐলবিলা। (স্বগত) পুরুরাজ কোথায় গেলেন? তাঁকে শিবিরে তো দেখ্‌তে পেলেম না; শুন্‌লেম, তিনি আম্রবনে আছেন। তা কৈ?—এখানেও তো দেখ্‌তে পাচ্চিনে। শশাঙ্ক! তুমি সাক্ষী;—বল, তোমার ন্যায় আমার হৃদয়ে কি কোন কলঙ্কের চিহ্ন দেখ্‌তে পাচ্চ? তবে কেন পুরুরাজ আমার প্রতি এত নির্দ্দয় হয়েছেন? কোথায় তিনি? তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে একবার আমি জিজ্ঞাসা কর্‌ব, তিনি কেন "মায়াবিনী" "কুহকিনী" ব'লে আমাকে ঘৃণা কচ্চেন?——গাছের আড়ালে ও কে?

পুরুরাজ না? হাঁ তিনিই তো। আমি তো কোন দোষ করিনি,—তবু ওঁকে দেখে আজ আমার বুক্‌টা কেন কেঁপে উঠলো?

(অগ্রসর হইয়া পুরুর নিকট গমন।)

(প্রকাশ্যে) পুরুরাজ!——

পুরু। মায়াবিনি! আবার এখানে?

ঐলবিলা। পুরুরাজ!——

পুরু। ভুজঙ্গিনি! আমার সম্মুখ হ'তে দূর হ।

ঐলবিলা। পুরুরাজ! বলুন, আমি কি অপরাধ করেছি? আমাকে বিনা অপরাধে কেন দোষী কচ্চেন? (ক্রন্দন) বলুন, আমি কি অপরাধ করেছি? (চরণে পতন)

পুরু। তক্ষশীলকে যে পত্র লেখা হয়েছিল, তা কি আমি জান্‌তে পারিনে?

ঐলবিলা। (চমকিত হইয়া দণ্ডায়মান) কি!—আমি—তক্ষশীলকে—পত্র!——ঈশ্বর সাক্ষী। আমি আমার আত্মাকে স্পর্শ ক'রে বলছি, আমি তক্ষশীলকে কোন পত্র লিখিনে, বরং একজন উদাসিনীর হাত দিয়ে আপনার নিকটই একখানি পত্র পাঠিয়েছিলেম। আমি যে তক্ষশীলের শিবিরে বন্দি হয়েছিলেম, সেই সংবাদটী তাতে ছিল।

পুরু। মিথ্যাবাদিনীর, কলঙ্কিনীর কথা আমি শুন্‌তে চাইনে।

ঐলবিলা। কি!—মিথ্যাবাদিনী?—কলঙ্কিনী?—তবে আর না—আর আমি কোন কথা কব না—যা আমার বল্‌বার ছিল, তা আমি বলেছি। আমার কথায় যদি না বিশ্বাস হয়,—যদি কলঙ্কিনী ব'লে আমাকে মনে করে থাকেন, তা হলে আর বিলম্ব কর্‌বেন না, আপনার অসি দিয়ে এখনি আমার হৃদয় বিদীর্ণ করুন। (ক্রন্দন) আপনার কাছে আমার এই শেষ ভিক্ষা। আর আমার যন্ত্রণা সহ্য হয় না; বিলম্ব কর্‌বেন না, পুরুরাজ! আমার দোষের সমুচিত প্রতিফল দিন।

পুরু। (গম্ভীর স্বরে) স্ত্রীলোককে বধ ক'রে আমার অসিকে কলুষিত কত্তে চাইনে।

ঐলবিলা। (করুণস্বরে) আচ্ছা আপনি না পারেন, আমি স্বয়ং আমার হৃদয় বিদীর্ণ কচ্চি,—হৃদয়ে যদি কোন পাপ লুক্কায়িত থাকে, তা হলে আপনি স্পষ্ট পাঠ কত্তে পার্‌বেন। (ছুরিকা নির্গত করিয়া) শশাঙ্ক! তুমিই সাক্ষী, বনদেবি! তুমিই সাক্ষী, অন্তর্যামী পুরুষ! তুমিই সাক্ষী। আমি নির্দ্দোষী হ'য়ে প্রাণ ত্যাগ কচ্চি।

আমি পুরুরাজকে মার্জ্জনা কল্লেম। জগদীশ্বরও যেন তাঁকে মার্জ্জনা করেন।

(হৃদয়ে বসাইবার জন্য ছুরিকা উত্তোলন।)

অম্বালিকা। (আলুলায়িত কেশে সন্ন্যাসিনী বেশে হঠাৎ পশ্চাৎ হইতে আসিয়া ঐলবিলার হস্ত ধারণ করত) ক্ষান্ত হোন্! ক্ষান্ত হোন্!

ঐলবিলা। (ভয় ও বিস্ময়ে চমকিত হইয়া পশ্চাতে নিরীক্ষণ করত চমকিয়া দণ্ডায়মান ও হস্ত হইতে ছুরিকা পতন) এ কি! বনদেবী নাকি?—(কিয়ৎকাল পরেই চিনিতে পারিয়া) রাজকুমারী অম্বালিকা? আপনি এ সময় এসে আমাকে কেন ব্যাঘাৎ দিলেন?

অম্বালিকা। (পুরুরাজের প্রতি) রাজকুমার! রাজকুমারী ঐলবিলার কোন দোষ নেই, উনি নির্দ্দোষী। নির্দ্দোষীর প্রতি কেন মিথ্যা দোষারোপ কচ্চেন? যে বাস্তবিক দোষী, সে আপনার নিকট উপস্থিত, আমাকে বধ করুন।

পুরু। (আশ্চর্য্য হইয়া) সে কি রাজকুমারি! আপনি এরূপ প্রলাপ বাক্য বল্‌ছেন কেন? আপনাকে উন্মাদিনীর ন্যায় দেখ্‌ছি কেন? আপনার এ বেশ কেন? আপনি এখানে কি জন্য এসেছেন?

অম্বালিকা। রাজকুমার! আমি উন্মাদিনী নই, আমি দুশ্চারিণী, আমি পাপীয়সী, আমি পিশাচিনী। আপনি আমাকে বধ করুন। আমিই এক খানি পত্র স্বহস্তে লিখে, মিথ্যা করে রাণী ঐলবিলার নাম স্বাক্ষরিত করে, আমার ভায়ের শিরোণামা দিয়ে, আপনার নিকট পাঠিয়ে ছিলেম। এই দেখুন আমি সেই পত্রই এনেছি।

(পুরুকে পত্র প্রদান।)

পুরু। (পত্র পাঠ করিয়া আশ্চর্য্য হইয়া) কি! রাজকুমারি! এ লেখা তবে কি আপনার? (স্বগত) কি! তবে কি আমি প্রতারিত হয়েছি?

অম্বালিকা। রাজকুমার! রাণী ঐলবিলার ন্যায় এক-নিষ্ঠা সতী আমি আর কোথাও দেখিনি। রাজা তক্ষশীল ওঁর মন আকর্ষণ করবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হতে পারেন নি। অবশেষে অন্য কোন উপায় আমরা না দেখে, এইরূপ জঘন্য উপায় অবলম্বন কত্তে বাধ্য হয়েছিলেম। আপনাদের নিকট এখন সমস্ত প্রকাশ করে আমার মনের ভার অনেক লাঘব হ'ল। এখন আমাকে যে

শাস্তি দিতে হয় দিন,—আমি তা অনায়াসেই সহ্য কর্‌ব।

পুরু। (স্বগত) এর কথা কি সত্য? সত্য বলে তো অনেকটা বোধ হচ্চে। কিন্তু এখনও——

উদাসিনী গায়িকার প্রবেশ।

পুরু। এ আবার কে? এরও যে উদাসিনীর বেশ দেখছি।

উদাসিনী। (ঐলবিলার প্রতি) এই যে রাজকুমারী দেখ্‌ছি কারাগার হতে মুক্ত হয়ে এসেছেন। তবে এ পত্র পুরুরাজকে দেবার বোধ করি আর কোন প্রয়োজন নেই। আমি তাঁর শিবিরে গিয়েছিলেম, কিন্তু সেখানে তাঁকে দেখ্‌তে পেলেম না। শুন্‌লেম তিনি এইখানে আছেন। কিন্তু আমি তো তাঁকে চিনিনে।

পুরু। (উদাসিনীর প্রতি) এই যে আমি এখানে আছি, কি পত্র এনেছ আমাকে দেও।

উদাসিনী। আপনি মহারাজ পুরু? আপনি যবনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন?—আশীর্ব্বাদ করি আপনি চিরজীবী হউন। এই পত্র নিন, (ঐলবিলার প্রতি) রাজকুমারি! এখানকার কার্য্য আমার হয়ে গেল।

(পুরুকে পত্র প্রদান) আমি চল্লেম। শুন্‌চি যবনগণ গঙ্গাকূলবর্ত্তী-দেশ সকল জয় কর্‌বার জন্য যাত্রা কচ্চে। যাই,—আমি তাদের আগে গিয়ে রাজা নন্দকে সতর্ক করে দিয়ে আসি; রাজকুমারি! আমি বিদায় হলেম।

("জয় ভারতের জয়"—গান করিতে করিতে উদাসিনীর প্রস্থান।)

পুরু। (পত্র পাঠ)

পত্র।

পুরুরাজ! তক্ষশীলের শিবিরে আমি বন্দি হয়েছি। আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার আর কোন উপায় দেখ্‌ছি নে। সেখন্দর সাকে জয় করে আমাকে শীঘ্র এখান থেকে উদ্ধার করুন। চাতকিনীর ন্যায় আপনার প্রতীক্ষায় রহিলাম।

ঐলবিলা।——

পুরু। (পত্র পাঠ করিয়া স্বগত) এখন আমার সকল সংশয় দূর হয়ে গেল। আমি কি নির্ব্বোধ, আমি কি নিষ্ঠুর!—আমি কি মূঢ়!—আমি রাজকুমারী ঐল-বিলার নির্ম্মল চরিত্রে সন্দেহ করেছিলাম? (নিকটে

আসিয়া ঐলবিলার প্রতি) রাজকুমারি! আপনার পবিত্র মুখের দিকে আর চাইতে আমার ভর্ষা হয় না। আমি অত্যন্ত লজ্জিত হয়েছি,—আমি অত্যন্ত অপরাধী হয়েছি,—আমাকে মার্জনা করুন। আমার যে কি মোহ হয়েছিল, তা আমি বল্‌তে পারিনে। আমি যে কত কটু বাক্য আপনার প্রতি প্রয়োগ করেছি, কত আপনার মনে দুঃখ দিয়েছি, তা স্মরণ ক'রে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হ'য়ে যাচ্চে। বলুন, আপনি আমাকে মার্জনা কল্লেন,—মনের সহিত মার্জনা কল্লেন, না হলে এই দণ্ডে আপনার পদতলে আমি প্রাণ বিসর্জ্জন কর্‌ব।

ঐলবিলা। রাজকুমার! আপনি যেরূপ প্রতা-রিত হয়েছিলেন, তাতে সহজেই আমার প্রতি আপনার সন্দেহ হ'তে পারে। আপনি আর সে বিষয় কিছু মনে কর্‌বেন না। আমি আপনাকে মনের সহিত মার্জনা কল্লেম।

পুরু। আ---এখন আমা অপেক্ষা সুখী আর কেহই নাই। (অম্বালিকার প্রতি) আমিও আপনাকে মার্জনা কল্লেম। আজ আপনারই প্রসাদে সংসারকে আর শ্মশানময় দেখ্‌তে হোলো না।